শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

# প্রভাত-চিন্তা

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ
প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

ঢাকা-গিবিশযন্ত্রে
শ্রীহরকুমাব বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ই আষাঢ়, ১২৯৯।

সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা

এবং

বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্,

সহোদর সদৃশ-স্নেহাস্পদ

# শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে

স্নেহ চিহ্নস্বরূপ

এই সামান্য

## উপহার

প্রদত্ত হইল।

---

## প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত আমার একজন 'অক্ষয়'-প্রীতিভাজন অভিন্নহৃদয় আত্মীয় এই প্রবন্ধ গুলিকে প্রভাত-চিন্তা নামে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আজি বান্ধবের এই প্রভাত-চিন্তা নিতান্ত সশঙ্কচিত্তে বঙ্গীয়-সাহিত্যসমাজে উপস্থিত করিলাম। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী, যদি ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

প্রভাত-চিন্তার মুদ্রণাদি সম্পর্কে আমার একান্ত স্নেহপাত্র ও প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ বাবু হরকুমার বসু প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ঢাকা,—বান্ধব-কার্য্যালয়
২২শে শ্রাবণ, ১২৮৪।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

---

## চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রভাত-চিন্তা, এবারকার এই নূতন সংস্করণে, প্রায় সর্ব্বাংশেই পরিবর্ত্তিত, এবং তাৎপর্য্যার্থের বিবৃতি ও ঐতিহাসিক উদাহরণাদি প্রয়োজনানুরোধে, বহুস্থলে বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, নূতন আকারে নূতন গ্রন্থবৎ, প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি এ

বার বঙ্গীয় বিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে, শিক্ষাবিভাগের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট 'শক্তি,' 'হরগৌরী,' 'ভালবাসা,' 'লোকারণ্য' এবং 'সাধনা ও সিদ্ধি' এই কয়টি প্রবন্ধকে ছাত্রশিক্ষার পক্ষে একটুকু কঠিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, এবার উল্লিখিত প্রবন্ধ কএকটি এই পুস্তক হইতে পরিত্যক্ত, এবং সেই স্থলে, 'জীবনের ভার' এবং 'মহত্ব ও মিতব্যয়' নামক নূতন দুইটি প্রবন্ধ আমার পুস্তকান্তর হইতে নিবেশিত হইল। এই শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত তুলনায় কি কি অংশে ছাত্রশিক্ষার বিশেষ উপযোগী, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিয়াছি, যাঁহারা অনার্দীয় পুস্তক হইতে প্রবন্ধাদি তুলিয়া নিয়া বাঙ্গালা শিক্ষার্থিদিগের জন্য গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ দুইটি প্রবন্ধকে স্ব স্ব গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

এদেশে পূর্ব্বে ছাত্রশিক্ষাপুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারতাদি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতেই উদাহরণ সংগৃহীত হইত। ইদানীং, ইউরোপীয় ইতিহাসে এদেশীয় ছাত্রদিগের দিন দিন প্রবেশাধিকার বাড়িতেছে, এবং বস্তুতঃ যাহাতে তাহারা ইউরোপীয় ইতিহাসে প্রসঙ্গতঃ প্রবেশপথ পায়, এ বিষয়ে অনেকেরই আগ্রহাতিশয় দৃষ্ট হইতেছে। এই হেতু, প্রভাত-চিন্তায় যে যে স্থলে দৃষ্টান্ত বা উদাহরণের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থলে ভারতীয় গ্রন্থাদির যেমন আশ্রয় লইয়াছি, ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রতিও তেমনই দৃষ্টি রাখিয়াছি। কিন্তু, বাঙ্গালাশিক্ষার্থী ছাত্রেরা ইতিহাস ও চরিতাখ্যানে রীতিমত শিক্ষিত নহে। এই জন্য, শিক্ষাবিভাগস্থ কতিপয় সুহৃজ্জনের উপদেশক্রমে এবং ছাত্রশিক্ষার সৌকর্য্য-সাধন-

নানসে, এই পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত ঐতিহাসিক কথাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টীকা দ্বারা বিশদ এবং সুখ-বোধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রভাত-চিন্তার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই, কাব্য, জীবন, অথবা জীবনের সাফল্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্গতিক্রমে, পদার্থপরা ও কর্ম্মফলা নীতির সমালোচনা আছে, এবং মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন ও জীবনের কর্ত্তব্যব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, মনুষ্যের হৃদয় ও মন কিরূপ গঠিত হওয়া আবশ্যক, সে প্রসঙ্গে নানাস্থলে, নানারূপে নানাকথার অবতারণা করা গিয়াছে। বস্তুতঃ, গ্রন্থখানি যাহাতে ভাষা-শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে জীবন-গত—নিত্যপরীক্ষিত সাধারণ-নীতি ও ঐতিহাসিক নীতি-শিক্ষার অনুকূল হয়, তদর্থ যত্ন ও শ্রম করিতে আমি ত্রুটি করি নাই। কিন্তু আমার যত্ন ও শ্রম কোন অংশেও সফল হইয়াছে কি না, তাহা সহৃদয় বিদ্বৎসমাজের বিচারাপেক্ষ।

ঢাকা, আরমাণিটোলা,<br>বান্ধব-কুটীর।<br>৯ই আষাঢ়, ১২৯৯। — শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

# সূচীপত্র।

# প্রভাত-চিন্তা।

## নীরব কবি।

যাঁহারা, শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া, শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে। ঈদৃশ কবি এবং ঐরূপ কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন তালে তালে, বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন ও নূতন ভাষানিচয়ে ঐরূপ কাব্যের অভাব নাই। ভাট্, ভট্টাচার্য্য এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গায়কদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেন না, শব্দের পর শব্দবিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধারণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি

কিছু থাকে, তাহাও প্রায়ই স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগো-পযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটুকু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দো-বদ্ধ বাক্য শুনিযাই গলিযা পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইযাই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে কি না, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কাযিত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানস-নেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয, হৃদয-তন্ত্রী কোন এক নূতন তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা আত্মা ভাব-ভরে ডুবিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস-নৈপুণ্যে শেক্ষপীরের * শিক্ষাগুরু, অনেক

* সেক্ষপীর ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি। ইনি ১৫৬৪ খৃীঃ অব্দে ষ্ট্রাট্ফোর্ড নগরে জন্মগ্রহণ এবং ১৬১১ খৃীঃঅব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি ম্যাকবেথ্, হেমলেট এবং ওথেলো প্রভৃতি বহুসংখ্যক আশ্চর্য্য নাটক রচনা করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

বালিকার কবিতাও সেই কবিকুলভূষণ বিশ্বারাধ্য কবির কবিতানিচয় অপেক্ষা কর্ণে শুনিতে অধিক মিষ্ট,—জয়দেবের * গীতগোবিন্দে যেরূপ পদ-লালিত্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল † কি উত্তরচরিতের ‡ আদি, অন্ত, মধ্য, কোথাও তদনুরূপ কিছু লক্ষিত হয়না,—নৈষধের § প্রগল্‌ভ পদ-বিন্যাসের নিকট রত্নাবলীর ¶ অযত্নসম্ভূত, অনলঙ্কৃত রচনা কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচি-

---

* কেন্দুবিল্লনিবাসী জয়দেব গোস্বামী। ইঁহার প্রণীত গীতগোবিন্দ একখানি প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য। গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দ দেবের প্রেমলীলা গীতি কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ঐ কাব্যের নাম গীতগোবিন্দ। জয়দেব গোস্বামী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন।

† ইহা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন বিষয়ক কালিদাসপ্রণীত ভুবন-বিখ্যাত নাটক।

‡ সীতার বনবাস বিষয়ক অতি মনোহর করুণরসাত্মক নাটক। ইহার প্রণেতা ভবভূতি অসামান্য কবি।

§ নিষধ রাজ্যের অধিপতি নলরাজা এবং বিদর্ভ রাজ দুহিতা দময়ন্তীর প্রণয়, পরিণয়, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন বিষয়ক শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য।

¶ সিংহল রাজ্যের রাজকন্যা রত্নাবলী এবং বৎস রাজের প্রণয় ও পরিণয় বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক।

সম্পন্ন বিচক্ষণ লোকেরা তথাপি শেক্ষপীর, কালিদাস ও ভবভূতিকেই প্রাণের সহিত পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জ এক দিকে সরাইয়া রাখিয়া, রত্নাবলীর কবি সৌন্দর্য্যের যে সকল কমনীয় আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাই পিপাসুপ্রাণে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কারণ, শব্দগ্রন্থনের ভঙ্গি-বৈচিত্র্য ভাষা লইয়া লীলা খেলার বৈচিত্র্যপ্রদর্শন মাত্র। প্রকৃত-প্রস্তাবে ভাবই কাব্যের প্রাণ। যেমন আভরণের তুলনায় রূপ, তেমন শব্দগত মাধুর্য্যের তুলনায় সৌন্দর্য্যময় ভাব।) সুতরাং, কাব্যের পরীক্ষায় শব্দে ও ভাবে বড় বেশী তারতম্য।

যাঁহারা চিন্তাক্ষম ও মনস্বী বলিয়া জগতে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় কবিতার আরও একটি গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ এবং দুর্নিরীক্ষ্য। যাহা লিখিত হইল, তাহাই কাব্য এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ

কিংবা বহন কবিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয় যত ক্ষ-ণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাসক্ষেত্র হয, তিনি তত ক্ষণের জন্য হিমাচলের অবিচলিত স্থৈর্য্যের ন্যায়, আকা-শের অনন্ত বিস্তারের ন্যায, অক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয গাম্ভীর্য্যের ন্যায এবং যোগ-বত তাপসের ধ্যানের ন্যায নিস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি শুধু হৃদযেই সেই স্বর্গীয সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিযা কৃতার্থ হন, লৌকিক বাক্য এবং লোক-ব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিযা উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতে পারে না, কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয, কিন্তু কোন কথাই অধরে স্ফুটিল বলিযা অনুভব করে না, তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইযা তখন স্তম্ভিতভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা সমস্তই তখন তাঁহার বিফল হয, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তখন তিরোহিত হইয়া যায।

কোন তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বু-দ্ধির অসাধ্য, প্রাগুক্ত সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা, তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহারা

এই রূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব,—বাণাপাণি মূর্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন,—প্রকৃতি তদণ্ডে প্রিয়তম নিকেতনের লুক্কায়িত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেন, এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের কমনীয় মূর্তি ধারণ করিবে। ইহার মত আর সুলভ সুখ কি? কিন্তু কবিত্বের এইরূপ আবেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না, এবং ইহা সকলেরই অদৃষ্টে সকল সময়ে ঘটে কি না, কিংবা ঘটিতে পারে কি না, গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া, কতকগুলি সুললিত শব্দসংযোগে, কিছু একটা লিখিয়া তোলা আপনার সাধ্য, ইচ্ছা করিয়া, কোন বিষয়ে ঐরূপ শ্রুতিহারি কিছু একটা বলিয়া, লোকের চিত্তবিনোদন করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় বিশ্বময়-সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? আর, ইচ্ছা করিয়া কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে

পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে, কিন্তু শক্তি ও প্রকৃতির মূল-প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিণী মৃদুতরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষপত্র মৃদুসঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে, এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাসবলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ সংসারে কয়টি হৃদয়, প্রকৃতির সেই বিচিত্র শোভার সুখ-শীতল স্পর্শে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে,হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার অনতিস্ফুট দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীত মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে? তরুলতার আহ্বানে ইতর-জন-ভোগ্য ভৌতিক ভোগ-সুখের আহ্বানকে কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাবনিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন

অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হাস্যোল্লাস কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চনে ও তর্জ্জন-গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্প প্রীতি অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায়, সর্ব্বদা খল খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃতরসের ন্যায় সঞ্চরণ করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রীতি একবার নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়, আবার আত্মাকে আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে বহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় সুচারুরূপে পরিস্ফুটিত হয় না। )

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রস-গাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অমৃত-স্রোত অতিপ্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির স্বর্ণাক্ষরলেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরি

শৃঙ্গ, সাগবগর্ভ, আলোক ও অন্ধকাব সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচবণ কবে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিযা যায, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিবত হইযা, তরঙ্গেব সহিত তবঙ্গের ন্যায হৃদযেই বিলয পায, তখন ভয-বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায,—কে আব কাহাব কথা প্রকাশ কবে? প্রকৃতি নীবব, কাব্য নীবব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীবব। ভাবলহরী নীববে উত্থিত হয, নীববে লীলা কবে, এবং নীববেই বিলীন হইযা যায। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনাব সুন্দবচ্ছবি আপনি দেখিয়া চকিতনযনে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনাব সুখে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যেমন আপনাব দুঃখে আপনি ক্রন্দন কবে, কবিও তখন সেইরূপ আপনাব ভাবে আপনি পবিপূর্ণ হইযা জীবন্মৃতেব ন্যায আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহাব নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিযা কি কহিবে, কে প্রশংসা কবিবে, কে নিন্দা কবিবে, কে তাঁহাব কথায মুগ্ধ হইবে, কে অস্পৃষ্ট থাকিবে, ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহাব তদানীন্তন সুখ-সৌন্দর্য্যময হৃদয-জগতে স্থান প্রাপ্ত হয না। মান, অপমান, সম্পদ্, বিপদ্, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, জীবন ও মৃত্যু

সমস্তই তখন তাঁহার নিকট, উচ্চতম-শৈল-শিখর-সমাসীন যোগীর নিকট মানবসমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কোলাহলের ন্যায়, অতি নিম্নস্থ ও দূরস্থ হইয়া পড়ে। সংসার আছে কি নাই, ইহাও তখন তাঁহার বোধ-গম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও তখন ক্ষণকালের জন্য এই বিশ্বব্যাপি-সৌন্দর্য্য-সাগরে বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে অথবা প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নিয়মে, এইরূপ কবি-প্রাণ লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি, তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির দিব্যচক্ষু। তাঁহারা উদাসীন হইয়েও আসক্তের ন্যায় কর্ম্মরত ও স্নেহপ্রবণ। তাঁহারা বাহিরে অতি কঠিন-প্রকৃতির লোক হইলেও অন্তরে অবলার ন্যায় কোমল। বৈরাগ্যই তাঁহাদিগের ভোগ, এবং তৃষ্ণাই তাঁহাদিগের পরমা তৃপ্তি। তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই জগতের সুখ-প্রবর্ত্তিনী, জগতের হিত-সাধিনী, তাঁহাদিগের আশা বসন্তসমাগমের প্রিয়-সংবাদ-দায়িনী কোকিলার ন্যায় পীযূষ-বর্ষিণী। ধর্ম্ম

তাঁহাদিগের কাছে কঠোর ব্রত নহে। ধর্ম্ম ও জীবন, এবং সুখ ও সাধনা এই সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে এক এবং অভিন্ন পদার্থ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার-মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাসযোগ্য হইয়াছে, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোক-দুঃখের সুদারুণ পরীক্ষাসময়ে মনুষ্যের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতেছে, নিরাশায় আশ্বাস দিতেছে, দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রীতি প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভার বহন করিতেছে; নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিকতর শ্রুতিকঠোর হইত। ভক্তি এইরূপ কবিদিগের হৃদয়কাননে নিত্যবিকসিত কুসুম, আরাধনা সেই ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।

---

# অভিমান।

মানবপ্রকৃতির কতকগুলি ভাব কুসুমসদৃশ,—কোমল ও কমনীয়, স্মরণ করিলে হৃদয় আকৃষ্ট কিংবা দ্রবীভূত হয়। কতকগুলি ভাব আবার একান্ত তীব্র ও কঠোর, তৎসমুদয়ের পরিচিন্তনে মনে ভয় কিংবা ভক্তিরই সঞ্চার হয়, প্রীতি অথবা কারুণ্যরসের লেশও অনুভূত হয় না। যদি কোন সুন্দর, সুস্থকায়, বলিষ্ঠ যুবা, ব্যাধ-ভীত কুরঙ্গের ন্যায়, শত্রুভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া, কাহারও পদ-তলে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে লুটাইয়া পড়ে, অপমান কিংবা অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ না করিয়া, পরের দিকেই চাহিয়া থাকে, এবং আপনার কর্তব্যের ভার পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া, অবলার মত, অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিতে আরম্ভ করে, তাহার তদানীন্তন অবস্থাদর্শনে ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া যার পর নাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তাহার তৎকালীন পরিম্লান মুখচ্ছবি, তাহার সেই কাতর চক্ষু, কাতর ভাবভঙ্গি এবং ততোধিক কাতর গদ্গদকণ্ঠ অবশ্যই হৃদয়কে করুণায় পরিপ্লুত করিতে পারে। আশ্রিত জনের প্রতি অনুরাগ মহাত্মাদিগের

প্রকৃতিসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি, বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত অথবা আঘাতের পর আঘাতে উৎ-পীড়িত হইয়াও, একটুকু না হেলে,—অভাবনীয় দুঃখ-রাশির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা না করে, এবং পরকীয় সহায়তার শত প্রয়োজন সত্ত্বেও, কাহারও প্রীতি কি সহানুভূতির প্রত্যাশী না হইয়া, আপনার আত্মার বলের উপরেই আপনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে ও নির্ভীক-হৃদয়ে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সেই দৃঢ়-কঠোর দৃপ্তভাব দর্শন করিয়া, কেহই প্রণয়রসে বিগলিত না হইতে পারে। কারণ, যে প্রণয়ের ভিখারী নহে, কে তাহাকে আপনা হইতে আদর করিয়া প্রণয় উপ-হার দিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু তাদৃশ ভ্রূভঙ্গশূন্য, স্বাবলম্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও গৌরবের বিষয় চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতই যে, ভয় কি সম্ভ্রমের উদ্রেক হইবে, ইহা অবধারিত কথা।

আমরা অভিমানকেও মনুষ্য-প্রকৃতির ঐরূপই একটি কঠোর ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অভি-মানের সহিত কোমলতার কোন সম্বন্ধ নাই। অভিমান দয়ার ন্যায় পরের দুঃখে গলিয়া পড়ে না, প্রীতির ন্যায়

পরের চক্ষে চক্ষু দিয়া তাকাইয়া থাকে না, এবং মমতার ন্যায় পরকে আপন করিতেও যত্ন করে না। অভিমানীর প্রতি লোকের যে আপাততঃ বিদ্বেষ জন্মে, তাহারও নিগূঢ় হেতু এই। —সে চায় না, সুতরাং কেহই তাহাকে দেয় না। সে একটুকু স্বতন্ত্র, সুতরাং সকলেরই বিরাগ-ভাজন। কিন্তু তাহা বলিয়া, যথার্থ অভিমানের ভাবকে কখনই ঘৃণার বিষয় বলিতে সাহসী হইব না।

অভিমান দুই প্রকার,—আত্মরক্ষক ও পর-পীড়ক। যে অভিমান,বিষ-মক্ষিকার মত বিনা প্রয়োজনে পরের মর্ম্ম-স্থলে দংশন করে, বিনা কারণে পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা ও সম্মান-প্রিয়তার উপর কোন না কোন রূপে একটুকু আঘাত করিতে পারিলেই, অন্তরে অতি নিকৃষ্ট লুক্কায়িত আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্য কাহারও যশ,মান, সুপ্রতিষ্ঠা ও সমুচ্ছ্রিত ভাব সহিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, সন্দেহ নাই। উল্লিখিতপ্রকার অভিমান জগ-তের উপদ্রব বিশেষ, এবং মানবজাতির কলঙ্ক ও উৎপাত স্বরূপ। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের অতি কদর্য্য বিকার। কবিকল্পিত অসুর কি অপদেবতার

ললাটেই উহা শোভা পায়। মনুষ্য যখন ঐরূপ নীচ অভিমানে অঙ্গীভূত হইয়া,আপনাকে এক অলৌকিক বস্তু-জ্ঞানে পূজা করে, এবং ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন, এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারে আপনার শাসনই প্রবল করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাহার মনুষ্যত্ব কত দূর অক্ষুণ্ণ থাকে,ঠিক বলিতে পারি না। * ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম সময়ের প্রধান নায়ক মেরাবোর † প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যিনি মেরাবোর

---

* ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের সমস্ত প্রজা রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব ঘটায়, তাহাই ইতিহাসে ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই বিপ্লবে উক্ত দেশের তদানীন্তন রাজা ষোড়শ লুই সিংহাসনচ্যুত ও সপরিবারে নিহত হন, প্রজাপীড়ক ভূস্বামীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়, এবং বড় ছোট কত লোকের প্রাণ-বিনাশ হয়, তাহার গণনা নাই।

† ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে,ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বিগনন নগরে মেরাবো জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁর ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতাবান্,—অথচ অসাধারণ দুর্বৃত্ত, দুর্ব্বিনীত ও দুর্নীত ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্প জন্মিয়াছে। ইনি প্রথম বয়সে পিতৃদ্রোহী,তার পর গুরুদ্রোহী,এবং পরিশেষে সমাজ-দ্রোহী ও রাজদ্রোহী বলিয়া জগতে পরিচিত হন। ষোড়শ লুইর রাজ-মহিষী মেরী এণ্টোনেট, ইহাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভুগিয়াছেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা বলেন

ইতিহাস-কীর্ত্তিত বিচিত্র জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, মনুষ্যের পদ-ধূলি হইয়া থাকিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তথাপি মেরাবোর অত্যুচ্চপ্রাকৃতশক্তি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরাবোর অপ্রাকৃত অভিমান লইয়া সকলকে দগ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইবে না। যদি কাহারও গৃহে, গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, ইত্যাকার দুরভিমানের কণামাত্র লইয়াও কেহ প্রবিষ্ট হন, সুখ ও শান্তি সেই গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এইরূপ অভিমান হৃদয়কে গ্রাস করিলে, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আকৃতির সৌন্দর্য্যও একেবারে বিনষ্ট হয়, চক্ষু সততই এক বিকৃত ও বিষাক্ত তেজ উদ্গিরণ করে, এবং অধর-নিঃসৃত প্রত্যেক কথায়ই লোকের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু যে অভিমান, অন্য কাহাকেও পীড়া না দিয়া, সুন্দর একখানি স্বাভাবিক বর্ম্মের ন্যায়, মনুষ্যের হৃদয় ও মনকে পরের আক্রমণ হইতে আবরিয়া রাখে,—যাহা কটাক্ষ, কটু ভাষা কিংবা ভ্রূকুঞ্চনে প্রদর্শিত না হইয়া, স্বসম্মান-রক্ষাপর শান্ত মহ-

যে,রাজা মেরাবোকে বশে রাখিতে পারিলে, রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইতেন।

ত্বের মধুর মূর্ত্তি ধারণ করে,—যাহা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় লোক-চক্ষুর অসহ্য হয় না, অথচ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিলসিত রহিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যের ভক্তি জন্মায়; তাদৃশ সদভিমানের অনাদর করা দূরে থাকুক, আমরা উহাকে মানবপ্রকৃতির এক অমূল্য আভরণ বলিয়া সম্মান করি।

অভিমান আর যশোলালসা সমান নহে। যশোলিপ্সু পরান্ন-ভোজী, পর-প্রত্যাশী। অভিমানী আপনার বুদ্ধিতে আপনি পরিতৃপ্ত। যশোলিপ্সু হৃদয়ের কণ্ডূয়নে সকল সময়েই আকুল রহে,—কে তাহাকে কি বলিবে, এই ভাবনাতেই তাহার নিদ্রা দূর হয়। অভিমানী স্বস্থ, সুস্থির ও গভীর। লোকের নয়ন-দর্পণে সন্তোষ কি অসন্তোষের ভাব ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, যশোলিপ্সুর মুখচ্ছবিও হর্ষ হইতে বিষাদের দিকে এবং বিষাদ হইতে হর্ষের দিকে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অভিমানী চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চল। পৃথিবীর অমূলক স্তুতি নিন্দা তাহার নিকট কাকের কোলাহল হইতে অধিক বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যশোলিপ্সা প্রকৃতিতে যে অপূর্ব্ব একটুকু স্নিগ্ধতা ও নমনীয়তা আনিয়া

দেয়, অভিমান কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধিব আশ্রয় লইযা, সেটুকু বিনাশ কবিযা ফেলে।

যথার্থ অভিমান এক অচিন্তনীয সামর্থ্য। উহা সাহস, বীরতা এবং সহিষ্ণুতাব অভাব পূর্ণ কবিযা দেয়, যাহা কিছু লজ্জাকব ও গ্লানিজনক, যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্র-জনোচিত, অন্তঃকবণকে তাহাব উপরে তুলিযা বাখে, প্রলোভনের সময় প্রহবীব ন্যায সম্মুখে দণ্ডায়মান হয, এবং আপদের কালে বন্ধুব ন্যায আলিঙ্গন কবে। এই দুঃখপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, বিঘ্নসঙ্কুল সংসাবে যথার্থ অভিমান অনেক সমযে ভেলাব ন্যায অবলম্ব হয়। কেহ লাভেব আশায় বাণিজ্য কবিযা সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইলে, সকলকে বঞ্চনা কবিবাব জন্য তাহাব শতবার মতি হইতেপাবে। অভিমান তখন তাহাকে রক্ষা কবে। সে সহস্র-গ্রন্থি-বিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পবিধান কবিতেও সম্মত হয়, তথাপি ছলনা করিযা কাহাবও কপর্দ্দক বাখিতে চায না। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থাব পূজা কবে। অবস্থা বিগুণ হইলে, অনেক স্থলেই সমস্ত সংসাব বিগুণ হয। মাতা সস্নেহকণ্ঠে সম্ভাষণ করেন না, পত্নী মুখ তুলিযাও চাহেন না, ভুলিয়াও মনে করেন না, বন্ধুজনেরা বন্ধু বলিয়া

স্বীকার করিতেও লজ্জিত হন; সুতরাং, দেখিলেই দূরে প্রস্থান করেন। দৈব-দুর্ব্বিপাক-বশতঃ কেহ অহর্নিশ ঈদৃশ অরুন্তুদ দুঃখে দগ্ধ হইলে, অভিমান আর কিছু না করুক, অন্ততঃ সেই দুঃখকে সহিয়া থাকিবার জন্য পুরুষোচিত ক্ষমতা দেয়। অভিমান না থাকিলে, হেলেনার কারাস্থিত কুক্কুরদিগের তীক্ষ্ণ দংশনেই বোনাপার্টির * তনুত্যাগ হইত, এবং অভিমান না থাকিলে, রাজ্যভ্রষ্ট প্রথম চার্ল্‌স্‌† অবাতিনিযুক্ত, দুরক্ষরভাষী দুর্নীত প্রহরীদিগের অত্যাচার সহিয়া, ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন না।

* নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে কর্সিকা দ্বীপস্থ এক জন হৃতসর্ব্বস্ব সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানের গৃহে জন্মধারণ করেন, এবং কালক্রমে আপনার অলৌকিক প্রতিভাবলে, অক্লান্তপরিশ্রমে ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সমর-নৈপুণ্যে,ফ্রান্সের সম্রাট্ এবং সমগ্র ইউরোপের প্রভু হন। ইনি যখন প্রুশিয়া ও ইংলণ্ডের সমবেত সৈন্যদ্বারা ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূমধ্যসাগরগর্ভস্থ হেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবরুদ্ধ রহেন, তখন কারারক্ষকেরা অনেক সময়ে ইহাঁকে অকারণ উৎপীড়ন করিত। ঐ কারারক্ষকদিগকেই কুক্কুর বলা হইয়াছে।

† প্রথম চার্ল্‌স্‌ ১৬০০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং পরিশেষে

সৌভাগ্যের সময় অভিমানকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়,বরং তাদৃশ উপেক্ষার ভাবই তখন যথার্থ অভিমানশালিতার পরিচয় দান করে। যখন চক্ষুর একটি দৃষ্টি কিংবা জিহ্বার একটি বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই, সেই দৃষ্টি কিংবা সেই বাক্য নিয়ত-মুখ-প্রেক্ষিগণ-কর্ত্তৃক শশব্যস্তভাবে গৃহীত ও অনুবাদিত হয়, এবং সকলে সমবেত হইয়া উহার অর্থগ্রহ করিতে উপবেশন করে,—যখন পরিচয়মাত্র থাকিলেই লোকে পরম আত্মীয় বলিয়া সন্নিহিত হয়, হাসিলে শতমুখে হাসি ফোটে, এবং একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস অকারণে ত্যাগ করিলেও নিকটস্থ সকলের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া যায়,—যখন বায়ুর প্রত্যেক তরঙ্গ প্রশংসার ধ্বনিই আনয়ন করে, এবং সমস্ত সংসার জ্যোৎস্নাধৌত নিশার ন্যায় আনন্দে ঢল ঢল প্রতীয়মান

---

পার্লিয়ামেণ্ট সভার সহিত বিরোধহেতু ক্রমওয়েলের কূট-মন্ত্রণায় পরাজিত, সিংহাসনচ্যুত এবং রাজবিদ্রোহীর ন্যায় বধ-কাষ্ঠে নিহত হন। ইহাঁর শাসন-প্রণালীতে বহুদোষ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলেও, ইহাঁর মহত্ত্ব ও উদারতার উপরে কেহ কোনরূপ কলঙ্ক আরোপণ করিতে পারে নাই। ইনি চারিত্রাংশে নিতান্ত নির্ম্মল এবং যার পর নাই আশ্রিত বৎসল ছিলেন।

হয়,মনুষ্য তখন ফল-ভর-নত পাদপের ন্যায় নিতান্ত নুইয়া পড়িলেও, তাহার চরিত্রে নীচতা কি কলঙ্কের স্পর্শ হইবে না। বিনযচ্ছন্নগর্ব্ব সম্পদের দিনেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে একবারে ভূতলে আনীত হইলে, মনুষ্য কখনই সদভিমান পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয না। তখন, তাহাকে সকল বিষয়েই পদে পদে গণনা করিতে হয,এবং কথাটি কহিতে হইলেও তাহার পাঁচ বার চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সে নিতান্ত সরলান্তঃকরণেও কাহারও গুণবাদ করিলে,লোকে তাহা চাটুবাদ বলিয়া উপহাস করে, এবং সে তাহার হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকৃতই কাহারও প্রণয়-পিপাসু হইলে, লোকে তাহাকে অম্লানবদনে সুচতুর বণিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হয়। যেমন সুখ-শান্তির স্বাভাবিক সম্ভোগ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, অতিমাত্র বিনীত ও নম্র হওয়াও সেইরূপ সকলের পক্ষে,সকল সময়ে,সম্ভবপর হয় না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মনুষ্যের পাদ-লেহন করুন, তাহাতেও অপবাদ কিংবা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু, ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার বিনয় ও প্রণয, তাহার

মধুবভাষিতা ও গুণানুবাগিতা, সমস্তই সাধাবণ মনুষ্যেব নিকট স্বার্থসিদ্ধিব সৎকৌশল বলিয়া বিড়ম্বিত। এমন স্থলে, অভিমানেব আত্মনির্ভব ভিন্ন, ভূমণ্ডলে তাহাব আব অবলম্ব কি? সে তাহাব শেষ অবলম্ব অভিমানকেও যদি তখন বিসর্জ্জন কবে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমে ক্রমে কত নীচে নাবিতে হয়, সহজেই অনুমিত হইতে পাবে।

এক সম্ভ্রান্তচবিত্র মহাশয পুরুষ, অবস্থাব পবিবর্ত্ত-নিবন্ধন, বিবাট-গৃহে যুধিষ্ঠিবেব ন্যায, একদা কোন ধনীব গৃহে অপবিচিতভাবে আশ্রয লইযা, দিনপাত কবিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিপালক, একদিন তাঁহাব কোন কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ লাভ কবিযা, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে সাধু-বাদ দেন এবং তাঁহার বিস্তব উপকাব কবেন। কেহ অপকার কবিলে, তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহিয়া লওয়া যায়, কিন্তু কেহ উপকাব কবিলে, সেই উপকাবেব ভার বহন করা, উন্নতপ্রকৃতিক মনুষ্যেব পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। উল্লিখিত ছদ্মবেশী মহাত্মা, আশাতীত-রূপে উপকৃত হইয়া, হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতাব আবেগ নিবাবণ কবিতে পাবিলেন না। তিনি তাঁহার আশ্রয়-দাতাকে সম্বোধন কবিযা, বাষ্পগদ্গদবচনে বলি-

লেন—"মহাশয! আপনি আমাব যে উপকাব করিয়াছেন, প্রাণ থাকিতে তাহা ভুলিতে পাবিব না। আমার পূর্ব্বেব অবস্থা থাকিলে, আমি আপনাব পাদযুগল মস্তকে ধাবণ কবিতাম। দুঃখ এই, ঈদৃশ উপকারী বান্ধবকে যে নিম্মু ক্তচিত্তে সমুচিত কৃতজ্ঞতা দিব, এমন ভাগ্যও এইক্ষণ আমার নাই।" যদি অভিমান কোন পদার্থ হয়, ইহারই নাম অভিমান। অভিমানী প্রাণকে অব্যবহার্য্য জীর্ণবস্ত্রেব ন্যায় অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারে, কষ্ট ও ক্লেশ যাহা কিছু সম্ভবে, তাহা অনবসাদে বহন কবিতে সমর্থ হয়, জ্বলন্ত বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেও ভীত হয না, কিন্তু সে তাহার আত্মাব চৈতন্য থাকিতে কোন মতেই মানত্যাগ করিতে পারিয়া উঠে না।

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলঙ্কৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পর-শ্রীতে তাহাব কাতরতা হয না। হৃদয পবের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনাব নিকট আপনি অপবাধী হয, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্য-

দীয সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পাবে না। অভিমানী কাপুরুষের মত, অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকাবে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবাবেব পবিবর্ত্তে শতবাব মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবিব কল্পনা বল, আব ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীব দুর্ব্বল-কর-নিক্ষিপ্ত শব-নিকরে রোমে রোমে বিদ্ধ হইয়াও, তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেবা নীচপ্রকৃতি ও স্বার্থপব, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখসংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্ম ব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপট-কুশল কার্য্যসাধ-কেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনেব প্রণালীব প্রতি দৃষ্টি কবে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। পক্ষান্তবে, যে জাতীয়দিগের অন্তবে অভিমানেব অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদেব বীতি-নীতি সর্ব্বাংশে ইহাব বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহাব সাক্ষী থাকেন। সিদ্ধি হউক, কি না হউক, তদর্থ তাহারা ব্যস্ত হয় না; সাধন-পদ্ধতিতে কোনরূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়,

ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা। ভারবি * বলিয়াছেন,—

"অভিমানই যাহাদিগের ধন, যাহারা ক্ষয়শীল প্রাণে উপেক্ষা দিয়া অক্ষয় মান সঞ্চয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহারা সৌদামিনীর বিলাস-লীলার ন্যায় চির-চঞ্চলা কমলার উপাসনা করে না। যদি তিনি তথাপি কৃপা করেন, সে কৃপা আনুষঙ্গিক ফল।" ‡

অভিমানী অন্যদীয় চরিত্রে অভিমানের উজ্জ্বলতর দীপ্তি দর্শনে ক্লিষ্ট হয়,এ কথা অলীক। যে ব্যক্তি অভিমানের সারভূত ভাবকে মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া পূজা করে,সে অন্যের প্রকৃতিতে সেই পূজার্হ ভাবের উৎকৃষ্টতর শোভা ও বিকাশ দেখিয়া হৃদয়ে কখনও অপ্রফুল্ল হইতে পারে না। পুরাতন কালের আর্য্যবীরেরা মানবহৃদয়ের এই রহস্যটি ভালরূপে বুঝিতেন, এবং এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল

* কিরাতার্জ্জুনীয় নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচয়িতা।

‡ " অভিমানধনস্য গত্বরৈ-
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুষঙ্গিকম্।"

স্থানের মহাত্মারাই তাঁহাদিগের মতানুসরণ করিয়াছেন। যখন অতীত-স্মৃতির দংশনোন্মত্ত ভীম অভিমানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন, রাজসূয়পূজিত রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির তখন অনর্গল অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যখন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রাক্ষস,† চাণক্যের ‡ বুদ্ধি-কৌশলে সর্ব্বথা অভিভূত হইয়া,পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হন, তখন অভিমানী চাণক্য ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পাদ-বন্দনা করেন। যখন পরাজিত পোরস¶, আলে-

---

† ‡ রাক্ষসনামা জনৈক নীতিনিপুণ বৃদ্ধব্রাহ্মণ পাটলিপুত্র নগরে নন্দবংশীয় মহানন্দ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ঐ মহানন্দ কর্ত্তৃক চাণক্যের অপমান হওয়ায়, চাণক্য, নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন দেন, এবং যদিও রাক্ষস বহুপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বুদ্ধিবলে তাঁহাকে পরাভব করিয়া, অবশেষে অত্যন্ত সম্মানসহকারে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

¶ পঞ্জাব প্রদেশের পুরাতন এক রাজা। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইঁহাকে পুরুরাজ বলে। যখন মেসিডোনিয়ার অধিপতি মহাবীর আলেকজেণ্ডর ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য সমাগত হন, তখন এদেশের প্রায় সকল রাজাই বিনাযুদ্ধে তাঁহার পদানত হইয়াছিল, কিন্তু পোরস বীরের মত যুদ্ধ করিয়া সৈন্যসংখ্যার অল্পতা হেতু পরাজিত হন।

ফ্রেডেরিকেব সম্মুখে আনীত হইয়া, গর্ব্বিতভাবে আপনাকে বাজা বলিযা পবিচয দেন, বিজযী বীব-চূড়ামণি তখন রুষ্ট কি অসন্তুষ্ট না হইযা, তদীয় তেজস্বিতাব নিতান্ত প্রীতি লাভ কবেন। প্রুশিযাব প্রথম সম্রাট্ ফবাশিদিগকে পবাজয কবিযা যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন কবিয়াছেন, তাহা অচিবেই বিলুপ্ত হইতে পাবে। কিন্তু, তিনি সিংহাসন-ভ্রষ্ট লুই নেপোলিয়নেব † সম্মাননাব জন্য যেরূপ যত্ন দেখাইযাছেন, ইতিহাস তাহা কখনও ভুলিতে পাবিবে না।

কাহাবও তবঙ্গচঞ্চল তবল মন রূপেব অভিমানে ফাটিযা পডে। যেন পৃথিবীব যত কিছু বৈভব, সমস্তই তাদৃশ ক্ষণবিলাসি রূপেব ক্ষণিক-বিলাসে অবস্থিত বহিযাছে। কেহ সামান্য কোন গুণ থাকিলে, সেই গুণাভিমানে মৃত্তিকায পাদ-নিক্ষেপ কবিতে চায না। কেহ পবেব চবণ লেহন কবিয়া,একটুকু পদোন্নতি লাভ কবিলে,সাধু কিংবা অসাধু কোন উপায অবলম্বন কবিয়া.বৈষযিক ব্যাপাবে কিয়ৎ-

---

† বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি বিগত ফ্রাঙ্কপ্রুশীয় যুদ্ধে রাজ্যভ্রষ্ট হন।

পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলে, সংসারে দশজনের মধ্যে কোন না কোন রূপে কিয়ৎপরিমাণে গণনীয় হইতে পারিলে, অভিমানে উন্মত্ত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দর্শন করে। ঈদৃশ জঘন্য ভাব অভিমানের বিড়ম্বনা মাত্র। /প্রকৃত অভিমান, উচ্চাশয়তার একজাতীয় বস্তু।/ উহাতে চাতুরী ও চাঞ্চল্য কিছুই নাই, এবং উহা কখনও তুলনায় তুলিত হয় না। প্রতিমনুষ্যের আত্মাতে যে এক অচিন্ত-নীয় নিজত্বের ভাব নিহিত রহিয়াছে,—যে ভাব অবলম্বন করিয়া, লোকে আপনাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকূলে 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং অন্য হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়, পৃথিবীর সকল প্রকার আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে সেই ভাবটি রক্ষা করা, এবং উহাকে ক্রমে পরিস্ফুটিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হওয়াই অভিমানের প্রকৃত কার্য্য।

যে মনুষ্য অভিমানের এইরূপ অমল তেজ অন্তরে পরি-পোষণ না করে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা সে কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে অপবাংশে যত কেন উন্নত না হউক, তাহার ললাট-দেশে সকল সম-যেই তদীয় প্রভুর নাম অঙ্কিত দেখিবে। আর, যে দেশের

অধিবাসীরা, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় সম্মানের জয়-পতাকা উড়াইবার অভিলাষে,এক হস্তে মান এবং আর এক হস্তে প্রাণটি তুলিযা দিয়া, স্বজাতিসাধারণের একীভূত হৃদয়ে জাতীয অভিমানকে আদরের সহিত রক্ষা না করে, তাহাদিগের অন্য যত প্রকারের কীর্ত্তি ও প্রতিপত্তি হউক, তাহারা কখনই মানবজাতিরূপ বিরাট্‌পুরুষের এক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে না। তাহাদিগের শিক্ষা, সম্পদ,যাহা কিছু আছে, এবং যাহা কিছু কালক্রমে হইতে পারে, সমস্তই পরানুগত্য ও পরাধিপত্যের গ্লানিজনক চিহ্নে চিরদিন চিহ্নিত থাকিবে। তাহারা যদি ছন্দানুবর্ত্তন ও নটনৈপুণ্যের প্রভাবে অন্যান্যরূপ উন্নতির পথেও কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হয়, তাহাদিগের সেই উন্নতি, জাতীয জীবনের কঠোর পরীক্ষার সময়ে, কর্ম্মফলের বিচার দ্বারা, জগতে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য ঘৃণার বস্তু বলিযাই উপেক্ষিত হইবে।

---

# মনুষ্যের জীবনচরিত।

এসংসারে সকলেই মহানুভাব ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা, পৃথিবীতে আসিয়া, খাইয়া শুইয়াই কাল কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনযাপন করিয়াছেন,—যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়াত না করিয়া, এই অনন্ত কাল-সমুদ্রের সৈকত-ভূমিতে আপনাদিগের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল্ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুলু পড়িয়াছে, মানবজাতি হয় হাসিয়াছে, না হয় কাঁদিয়াছে, তাদৃশ অনন্যসাধারণ ক্ষণ-জন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয়-ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন, এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অব-

স্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নীতিবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, পৃথিবীর প্রধান পুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ কর, ক্রমেই মন, নীচ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যোচিত উচ্চতার প্রতি অনুরক্ত হইবে। কবিসমাজ উপদেশ করেন, মহামতি মনুষ্যদিগের আলেখ্যের প্রতি স্থিরনয়নে তাকাইয়া থাক,—তাঁহাদিগের চরিত চিন্তা কর,তবেই বুঝিতে পারিবে যে, মহত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু, মনুষ্যের জীবনচরিত কোথায় পাইব? পৃথিবীতে পোনে ষোল আনা হইতেও অধিক লোক আসে আর যায়। তাহারা যে কোন সময়েও জীবিত ছিল, এমন বলিবার কারণ নাই। যদি তাহারাও জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের শয়নখট্টা এবং অবলম্বযষ্টিও জীবিত ছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন বলিয়া জগতে পরিচিত,—যাহা-দিগের জীবনচরিত লইয়া নৈতিকের উপদেশ, কবির উৎসাহ এবং চরিতাখ্যায়কের আশা ও আশ্বাস, তাঁহা-দিগের বিষয়ই বা প্রকৃতরূপে কে কি জানিতে পারে? কোন মৃত মনুষ্যের কঙ্কালশেষ দেহ দর্শন করিয়া, কেহই

তাহার মুখচ্ছবি ও রূপলাবণ্যের কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। সে কিরূপে হাসিত, হাসিব সময়ে তাহার অধর-পল্লবে কি কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত,—তাহার ভ্রূ কোন্ সময়ে আকুঞ্চিত, কোন্ সময়ে সবলায়ত থাকিত, তাহার নয়নযুগল, মুখর ভৃত্যের স্থায়, মনের কি কি নিগূঢ় কথা লোকের নিকট কহিয়া ফেলিত, ইত্যাদি সহস্র বিষয় মাংসচর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একখানি করোটি ও কএকখানি অস্থির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্যের জীবনচরিতও এইরূপ। মনুষ্য মনুষ্যের বহিঃস্থ ক্রিয়াকলাপই অবলোকন করে। প্রকৃত মনুষ্যজীবন কুসুমকোরকের অন্তঃস্থ কিঞ্জল্কের স্থায় পটলের পর পটলে আবৃত থাকে। কাহারও চক্ষু সেখানে প্রবেশ-পথ পায় না। মনুষ্য আপনাকেই আপনি জানে না। পরকে কিরূপে জানিবে? আপনার জীবন আপনিই পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে? যদিও প্রকৃতির কৃপাবলে,কেহ মানবজীবনগ্রন্থের দুই চারি পংক্তি, কি দুই চারি পৃষ্ঠা, পাঠ করিতে সমর্থ হন, তিনি আবার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষী ভাষা আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এবং বোধ

হয়, এই অপূর্ণতা কখনও ঘুচিবে না। প্রভাতে কি সন্ধ্যার সময় অথবা ঝটিকার প্রাক্কালে আকাশের জলদ-মালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত শোভা ধারণ করে, কত পরিবর্ত্তনের অধীন হয়, তাহা নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে পারিলেই, মনুষ্যের বিস্তর প্রশংসা, ভাষায় আবার তাহা আঁকিয়া তুলিব, কেহই এমন আশা করে না। মনুষ্যের মন আকাশের জলদ-মালা হইতেও অধিক পরিবর্ত্তশীল। ভাগীরথীর লহরীলীলার বিরাম আছে; কিন্তু চিরচঞ্চল মনুষ্যমনের ভাব-তরঙ্গে কখনও বিরাম নাই। কে তাহা গণনা করিবে? কে আবার তাহা বর্ণনা করিবে?

জীবনচরিতে পাঠ করা গেল, আলেকজেণ্ডার, সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া, তদীয় প্রিয় ও পুরাতন সহচর ক্লিটস্‌কে † স্বহস্তে সংহার করিলেন, এবং ক্যাসে-

---

† ক্লিটস আলেকজেণ্ডারের একজন প্রিয়তম সুহৃদ্ ও ধর্ম্মতঃ পরিগৃহীত পোষ্য ভ্রাতা ছিলেন, এবং ক্লিটস্ একদা যুদ্ধে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ভালবাসিতেন। একদিন আলেকজেণ্ডার ভোজের উৎসবে উন্মত্তের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময়ে, কথায় কথায় সহসা ক্রোধে অন্ধীভূত হইয়া ক্লিটস্‌কে স্বহস্তে বধ করেন।

গুরের *সাহসিক ভাষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় তাহাকে অপমান করিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানই—কার্য্য। ইহাদের কারণ কোথায়? আলেকজেণ্ডার এক সময়ে পুরুষপদবাচ্য বীরদিগের ললাটের তিলক ছিলেন। কেন অকস্মাৎ তিনি এবংবিধ কাপুরুষপদবীতে পদ-নিক্ষেপ করিলেন? এক সময়ে তিনি শত্রুরও সম্মান করিতে জানিতেন, কেন পরিশেষে তিনি মিত্রের মর্য্যাদাও ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার প্রকৃতির এমন শোচনীয় ও বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত কেন ঘটিল? সেই শৃঙ্খল-বদ্ধ কারণ-পরম্পরা কে দেখিয়াছে এবং কে তাহা বুঝাইতে পারিবে? বোনাপার্টি † প্রসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে,মনুষ্যের জাতিসাধারণ অধিকার-সমূহের একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন। অবশেষে অনেক বিষয়ে তাঁহার কিরূপ মত-পরিবর্ত্ত উপস্থিত

এই মহাপাতক আলেকজেণ্ডারের হৃদয়ে চিরজীবন একটি বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সংলগ্ন ছিল।

* আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সুহৃদ্।

† যখন পুরাতন রাজবংশের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়, নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সহানুভূতি তখন সাধারণের দিকে। পরে,তিনিই আবার জনসাধারণের বহুবিধ স্বত্বাধিকার পদতলে দলন করিয়া রাজার উপর রাজা এবং মহা সম্রাট্ হন।

হইল,—বক্ষক, দুদিন দশদিন যাইতে না যাইতেই, অনেকেব পক্ষেকিরূপ ভযঙ্কব ভক্ষকবেশ ধারণ কবিলেন,তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাব বাহিরের জীবন অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইযাছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাহিবেব জীবন যে অভ্যন্তবীণ জীবনেব সামান্য ছায়া মাত্র,—যে জীবনে 'কাবণ' সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি কবিযা, দৃষ্টজগতে কার্য্যফল প্রসব কবিয়াছে, তাহা অবগত হইবাব কোন উপায আছে কি? এ কথা সত্য যে, চরিতাখ্যায়কেবা এই উভয় মহাত্মাব চরিত্রভ্রংশের বহুকাবণ নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগেব হেতুবাদে মনস্তৃপ্তি হয,ইহা আমবা কখনই স্বীকাব করিতে পাবি না।

অনেকে, এই সমস্ত কথা আলোচনা কবিয়া, মনুষ্যেব স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠেই বিশেষ অনুবাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিবেচনা কবেন যে, পবে যাহা লিখে, তাহা হয় অজ্ঞতাব পরিচয দেয়, না হয অনুচিত স্তুতি কি অনুচিত নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মনুষ্য, পৃথ্বীতল হইতে প্রস্থান করিবাব পূর্ব্বে, আপনাব সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়া যায়, তাহাতে অসত্য, অত্যুক্তি অথবা অজ্ঞতামূলক ভ্রমপ্রমাদের কণিকাও থাকিতে পারে না। ভারত-

বর্ষে কেহ কোন দিন আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, এমন আমবা জানি না। বাবর এবং আরংজীব† প্রভৃতির কথা অবশ্য গণনাব বাহিবে রাখিতে হইবে। কাবণ, তাঁহাদিগকে ভারতবাসী বলিয়া স্বীকার কবিতে আজও কাহাবও মন সম্মতি দান কবিবে না। ভাবতবর্ষেব নাম উচ্চারণ করিলে, যে অস্তমিত আর্য্য-জাতিব ভূতবৃত্তান্ত মনে সমুদিত হয়, তাঁহাবা যদি স্বদেশের ইতিহাস এবং স্ব স্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেন, তবে এই ধরাবিলুণ্ঠিতা ভাবতমাতা এখনও গায়েব ধুলি ঝাড়িয়া, আবাব দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন। পুবাতন নাম এবং পিতৃপুরুষদিগেব পুবাতন কাহিনী মৃতদেহেও জীবন সঞ্চাবণে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে সে আশা তৃষাতুরের পক্ষে মৃগতৃষ্ণিকাব মত। সুতবাং, ফলকথা এই হইতেছে যে, মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ কবিযা, কোন উপকাবের প্রত্যাশা কবিলে, আমাদিগকে ইউবোপ এবং আমেরিকাতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বদেশে সে সুখের লেশ-সম্ভাবনাও নাই।

---

† ভারতবর্ষে এই দুই মুসলমান সম্রাট্ নিজ নিজ জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক মহাত্মাই আপনার জীবনের কাহিনী আপনি গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ স্বকীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার প্রণালীক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, প্রণয়িবন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজ জীবনের প্রধান ও অপ্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বদা পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধু বান্ধব কিংবা পরিবারস্থ ব্যক্তিরা, তদীয় পরলোকপ্রাপ্তির পর, সেই সকল পত্র যত্নপূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া,—প্রসঙ্গ-সঙ্গতির জন্য মধ্যে মধ্যে আবার আপনাদিগের উক্তি পূরিয়া দিয়া, মনোজ্ঞ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে ঈদৃশ গ্রন্থের কিছুই অসদ্ভাব নাই। নাম করিতে ইচ্ছা হইলে, অনায়াসে বড় ছোট শত শত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক, কাহারও স্বরচিত জীবন-চরিতপাঠে তাহা সম্যক্ সফল হয় কিনা, বোধ হয়, ইহা সংশয়ের বিষয়।

মনুষ্য ভীরু। মনুষ্য দুর্ব্বল। মনুষ্য পরের প্রশংসায় বাঁচে, পরের অপ্রশংসার শ্বাসমাত্র অঙ্গে লাগিলে, ঢলিয়া

পড়ে। সুতরাং, মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা বলে, তাহা বেদবাক্যস্বরূপ মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুই-বার চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, মনুষ্য কোন নিভৃত-স্থলে বসিয়া, মনের কবাট একবারে খুলিয়া দিয়া, জীবনের সমস্ত গূঢ়কথা যখন লিখিয়া যায়, তখন তাহাকে অবিশ্বাস করা একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লেখ করিতেছি, এস্থলে বিশেষ কোন মনুষ্যের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, মানবজাতির প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে সম্যক্ বিশ্বাস না করিবার বহুকারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে; কিন্তু তাহার অবিরামপ্রসবিনী, চির-সঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সে নিগূঢ় নির্জ্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্যচক্ষুতে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। সে যেই মনে করে যে, তাহার দিকে বর্ত্তমান ও ভাবী কালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে, অমনি তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা শাদা মনে লিখিয়া ফেলিবে স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধানভাবে লিখে, এবং লিখিয়া এখান হইতে একটি অনুস্বার তুলিয়া ফেলে,

এবং ওখানে দুটি বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক্ প্রত্যয় থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধনে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে, লেখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে, ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, বিবেচনার সহিত দেখিলে, একটিকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত জীবনবৃত্ত এই দোষে দূষিত।

যে সকল ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি,শুধু জগতের হিতকামনায়, স্বজীবনের আখ্যায়িকা রচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, অপেক্ষাকৃত সবল হইয়াও, চিত্তের ভ্রম-বিপাকে আত্মবঞ্চক। তাঁহারা বস্তুতঃ যাহা নহেন, জগতের হিতসাধনোদ্দেশ্যে, আপনাকে আপনার নিকট তাহা প্রমাণ করিবার অভিলাষে, পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইয়া, পরিশেষে এমন জটিল ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা হইতে বাহির হওয়া আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের অনেক স্মরণীয়নামা ব্যক্তি, আপনার কাহিনী আপনি কহিতে গিয়া, এইরূপে ঠকিয়াছেন। তাঁহারা, ক্রোধে অধীর হইয়া পর-পীড়নে প্রবৃত্ত

হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মবৃত্তির স্ফুরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন, এবং লোককেও সুতরাং ঐরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি লৌকিক যশের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, সে লালসা সাধু-সজ্জনের প্রীতিলাভের পিপাসা। তাঁহারা যদি বিষয়-বৈভবের জন্য চিত্তে ব্যাকুল হইয়া থাকেন, সে ব্যাকুলতা আশ্রিত-পালনের সদুদ্দেশ্যমূলক যত্নশীলতা। তাদৃশ ধর্ম্মান্ধ মহাশয় পুরুষদিগের মানসিক সবলতার প্রতি অনেকেরই সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ মনের গতি সম্বন্ধে সবলভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথার উপরও লোকের তেমন আস্থা না থাকা নিতান্ত বিস্ময়ের কথা নহে।

স্বচরিত-লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার, যেন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের জন্য, সরলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, দম্ভের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা দম্ভভরে সংসারকে তৃণের সমান জ্ঞান করিয়াছেন, এবং লোকে হাসুক কি ভালবাসুক, কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজ জীবনের লোক-ভয়ঙ্কর দোষ সমূহ কীর্ত্তন করিবার জন্য, বিকারগ্রস্ত উন্মত্তের মত

ঔৎসুক্য দেখাইযাছেন। তাঁহারা জগৎকে চমকিত কবিতে ইচ্ছা কবিয়াছেন, এবং বস্তুতঃও জগৎ আগে চমকিত, শেষে ভযে, বিস্মযে, দুঃখে ও ক্রোধে স্তম্ভিত হইযাছে।

আধুনিক কাব্যোপাসকদিগেব আবাধ্য পুত্তল লর্ড বাইবণকে * আমরা এই শ্রেণিব লোক বলিযা মনে কবি। বাইবণ আত্মসম্বন্ধে ভ্রমান্ধ ছিলেন না, কিন্তু অভিমানেব বিষময বিকাবে মোহগ্রস্ত ছিলেন। তিনিও, পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মান্ধ পুরুষদিগেব ন্যায, স্বজীবনেব পট-প্রদর্শন-সমযে, শব্দেব অর্থ পবিবর্ত্ত কবিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাব অভিধানে পবিণামদর্শিতার নাম ভীরুতা, লোকেব প্রতি শ্রদ্ধাব নাম কাপুরুষতা, এবং লোকানুবাগপ্রিয়তা অথবা লৌকিক-শাসনেব সম্মাননাব নাম নিকৃষ্টোচিত নীচতা। অনেক কথা তাঁহাব লিখিতে লজ্জা হয নাই, লোকেব তাহা পড়িতে লজ্জা হয়। লজ্জাব সঙ্গে দুঃখও হয়। কেন অমন প্রতিভাশালী পুরুষ, সাধ কবিযা, আপনাকে

* ইনি ইংলণ্ডের আধুনিক কবিগণের মধ্যে, সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম, এবং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আপনি নানাবিধ কলঙ্কে কলঙ্কিতরূপে কীর্ত্তিত কবিবাব জন্য, ঐরূপ ঔৎসুক্য দেখাইলেন,—কেন আবার সেই প্রকৃত ও অপ্রকৃত কলঙ্ক-নিচয় 'কালি-কলমে' লিপিবদ্ধ কবিযা, চিবকালেব তরে জগতে আপনার তাদৃশ এক বিচিত্র ইতিহাস বাখিয়া গেলেন, ইহা মনে কবিলে, মনে অতি বিদারুণ আঘাত লাগে। তিনি কবিবব মূব * এবং অন্যান্য বন্ধুব নিকট পত্র লিখাব ছলে, আপনাব যে এক বিকট, বিদ্বেষার্হ ও ভযাবহ ছবি আঁকিয়া তুলিযাছেন, তাঁহাব সমকালবর্ত্তিদিগেব মধ্যে অনেক † বিচক্ষণ ব্যক্তিই তাহা তাঁহাব প্রকৃত ছবি বলিয়া স্বীকাব কবেন না। তিনি কবি,—তাই কল্পনাব কুহকে পডিযাছিলেন। আপনাব প্রকৃতি যত না নিন্দিত, লোকেব নিকট উহাব তদপেক্ষাও নিন্দিত মূর্ত্তি প্রদান কবিতে যত্নশীল হইযাছেন। অহো কি ভযানক দম্ভ! অহো কি আত্মলাঞ্ছনা! কিন্তু, তত্ত্বজিজ্ঞাসুব নিকট, দাম্ভিকেব অতিবিক্ত আত্মনিন্দা ও

---

* আয়বলণ্ডের একজন সুপবিচিত কবি। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে ডবলিন নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বায়রণের একজন প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন।

† বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা স্যর ওয়াল্টর স্কট প্রভৃতি।

ধার্ম্মিকের অতিরিক্ত আত্মস্তুতি, উভয়ই সমান। কারণ, উভয়ত্রই সত্যের সমান অপলাপ।

আত্মদোষকীর্ত্তনে রুসো * বাইরণকেও পরাভব করিয়াছেন। রুসো বাইরণের ন্যায় অভিমানের বিকারে স্ফীত হইয়া লিখেন নাই। সংসার তাঁহাকে সরল বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে,শুধু এই লোভবশতঃই,আপনার সম্বন্ধে মানবজিহ্বার অবক্তব্য,মানবকর্ণের অশ্রোতব্য নানা কথা লিখিয়া যশস্বী হইতে যত্নপর হইয়াছেন। কিন্তু,পৃথিবীর লোক এমনই ছলগ্রাহী,এত যে প্রকাশ করা হইয়াছে,তথাপি অনেকে বলে যে,রুসো স্থানে স্থানে চন্দ্রবিন্দু চুরি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ডাকাতি করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের সঙ্কোচ হয় না। অথচ স্বচরিত্রে চৌর্য্যদোষের সংস্পর্শ থাকিলে, সেটুকু যত্নের সহিত আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়। রুসোর স্বলিখিত জীবনবৃত্তে অবিশ্বাসীরা এইরূপ দোষ আরোপণ করেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার

* জিন্ জেক্ক রুসো—ফ্রান্সের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি এবং পাণ্ডিত্যের চিরস্মরণীয় কলঙ্ক। ইঁহার লেখাই ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লবের বীজবপন করে। কিন্তু ইনি স্বয়ং নিতান্ত দুর্ব্বলমতি ও দূষিতচরিত্র ছিলেন, এবং চরিত্রের দোষকেও গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

যে,তিনি স্বকীয় চরিত্রেব যে সকল দোষকে বিশেষ দোষ বিবেচনা করেন নাই, তৎসমুদাযই অক্ষুন্নমনে বর্ণনা কবিযাছেন। অপিচ, যেগুলিকে তাঁহাব নিজ মনেই একান্ত অপমানজনক বলিয়া বোধ ছিল, সে গুলি বিবিধ যত্নে ঢাকিযা বাখিযাছেন।

অল্পদিন হইল,জনষ্টুযার্ট মিলেব* স্বরচিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন অনেক লোকেই তাঁহাকে বুদ্ধিগত ক্ষমতা ও পবার্থপবতা বিষযে অসাধাবণ মনুষ্য মনে করিযা থাকেন। মিল আপনিও আপনাকে অসাধাবণ মনে করিতেন,এইরূপ বিশ্বাস করিবাব বিস্তব কাবণ বহিযাছে। তাঁহাব চরিত্র যে,সর্ব্বাংশে না হউক,অনেক অংশেই তদীয সমুচ্চ বুদ্ধিব অনুরূপ ছিল, ইহাতেও সংশয হইতে পাবে না। তথাপি, বোধ হয, আপনাব কাহিনী আপনি বলিবার সময়,অন্যান্য ব্যক্তিবা যে দোষে নিপতিত হইয়াছেন, মিলও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে পাবেন নাই। হিতবাদিসম্প্রদায়েব

* ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম, এবং কতিপয় বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থবাদ ও তর্ক শাস্ত্রে ইনি ইংলণ্ডের আধুনিক পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য।

আদিপ্রবর্ত্তক * জেরিমি বেন্থামের নিকট মিলের পিতা-পুত্রে অধ্যয়ন ও পুস্তক সঙ্কলন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন। মিল বেন্থামের প্রতি কোন অংশেও অকৃতজ্ঞের ভাব প্রকাশ করেন নাই। অথচ, বেন্থামের ঋণ পরিশোধের জন্য, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যে সকল কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত ছিল, বোধ হয়, তাহার অনেক কথা অনুল্লিখিত রহিয়াছে। বেন্থামের চরিতাখ্যায়ক, মিল এবং মিলের পিতাকে ক্ষমতা ও চরিত্র-বিষয়ে যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, মিল আপনাকে আপনি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিতাকেও তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে তুলিতে যত্ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বুদ্ধি অসাধারণ হইলেও, স্বগুণপক্ষপাতিতা একেবারে তিরোহিত হয় না। জীবিত মনুষ্য স্তুতির মোহনকণ্ঠে বিমোহিত

* যাহাতে জগতের অধিকাংশ লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম, যাহাতে অধিকাংশ লোকের অহিত, তাহাই অধর্ম্ম,—এই নীতিই হিতবাদী সম্প্রদায়ের প্রধান কথা, এবং বিখ্যাত পণ্ডিত জেরিমি বেন্থাম এই সম্প্রদায়ের গুরু। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম, এবং ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রহে। মুমূর্ষু মনুষ্য এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়, ইহা কে বলিবে?

আপনার জীবন আপনি লিখিলেই যদি এত দোষ ঘটে, উহা পরেব লেখনীদ্বারা আলিখিত হইলে, কত অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য অপনাব চক্ষে এক, পরেব চক্ষে আর। সে যতক্ষণ একাকী, ততক্ষণ সরল। যেই তাহার উপব পবেব দৃষ্টি পড়িল, অমনি তাহার তনু ও মন কপটতার সুদৃশ্য আবরণে আবৃত হইল। ইহা মনুষ্যেব স্বভাবের দোষ নহে, মানব সমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনের ফল। সর্ব্বতোভাবে সরল ব্যক্তি মানবসমাজে একদিনও তিষ্টিতে পাবে কি না, সন্দেহ। ইউবোপীয়দিগেব মধ্যে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শয়নঘরেব সেবকেব নিকট কোন মহাত্মাই দেবতা নহেন। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহাও বলিয়াছেন,—যদি কাহারও স্বভাবের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে চাও, তাহার নিত্যসন্নিহিত ভৃত্যেব শবণ লও। এই সমস্ত প্রচলিত কথার প্রকৃত অর্থ এই।—মনুষ্য যখন স্বগৃহে স্বস্থচিত্তে একাকী উপবিষ্ট থাকে,—যখন প্রিয়তম সেবক ব্যতীত অন্য কেহ তাহাব নিকট যাতায়াত করিতে

পায় না, তখন বস্ত্রাদির উপরও তাহার মনোযোগ থাকে না, স্বভাবের বহিরাবরণবিষয়েও সে তত সাবধান রহে না। পরন্তু, সে যখন আপনা হইতে উচ্চ কিংবা আপনার সমান ব্যক্তির সন্নিধানে গমন করে, তখন যে কারণে সে ভাল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, ঠিক সেই কারণেই আবার, স্বকীয় স্বভাবের উপরও ভাল একখানি আবরণ দিয়া, ভাল সাজিয়া যাইতে প্রয়াসপর হয়। সুতরাং কিবা বেশবিন্যাসে, কিবা চারিত্রাংশে, বহিঃস্থ ব্যক্তির নিকট সে সকল বিষয়েই সজ্জিত পুতুল।

চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। ভিতরের প্রকৃততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণতঃ অসাধ্য। এই হেতু, তাঁহারা মনবজীবনের বাহির লই-য়াই সতত ব্যাপৃত। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহারই সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া, বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়-বিধ উপকরণ দিয়া, এক অদ্ভূত বস্তু সৃজন করেন। কোন্ কথা বলিলে, লোকের মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইবে,—কিসে সংসার মুগ্ধ এবং গ্রন্থের অধিকৃত ব্যক্তির প্রতি মনুষ্যের চক্ষু আকৃষ্ট হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের

যে পরিমাণ যত্ন থাকে, অমিশ্র সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও তেমন যত্ন পরিলক্ষিত হয় কি ?

প্রাগুক্ত চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেকে—ভক্ত। ভক্তের মন মৃত মহাত্মার গুণরাশি স্মরণ করিয়া ভক্তির তরঙ্গে নাচিতে থাকে; দোষভাগের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করে না। অনেকে স্নেহানুরক্ত। স্নেহ মনুষ্যের চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পুত্র কি কন্যা, পরলোকগত পিতার জীবনবৃত্ত লিখিতে উপবিষ্ট হইলে, অথবা পত্নী, সংসারের নিকট মৃত পতির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে, লেখনী ধারণ করিলে,তাঁহাদিগের উদ্বেল হৃদয় কতদিকে প্রবাহিত হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কত ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা হৃদয়ালু ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। অনেকে ভক্তিস্নেহের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেও, সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন আপনা হইতে অন্ধ। ক্রম্‌ওয়েলের *জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।

* অলিবার ক্রমওয়েল ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের সহিত রাজার যে যুদ্ধ হয়,সেই যুদ্ধে ক্রমওয়েল পার্লিয়ামেণ্টের পরিচালক ছিলেন।

কোন কোন লেখক ক্রম্‌ওয়েলকে দেবতা হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার, দস্যু কিংবা দানব অথবা কুটিলগতি কাল-সর্পের সহিত, তাঁহার তুলনা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিংবা সাম্প্রদায়িক অনুরাগের অন্ধতা ব্যতীত ইহার আর কি কারণ হইতে পারে?

লেখকদিগের রুচি ও প্রকৃতির বৈষম্যবশতঃও অনেক স্থলে একই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনার ঘোরতর বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত হইতে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা,তাহা না করিয়া, দুখানি সর্ব্বত্র-সমালোচিত প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে, এখানে একটি উদাহরণ দিব। শকুন্তলার নাম ও চরিত্রের সহিত পরিচয় না আছে,এদেশে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আগে ব্যাস, তার পরে কালিদাস, ইহাঁরা উভয়েই সেই লোকোত্তর-সৌন্দর্য্যশালিনী তপোবন-বিলাসিনীর জীবনের আলেখ্য এত যত্নের সহিত আঁকিয়া রাখি-

প্রথম চার্লস্ সিংহাসনচ্যুত ও বিনষ্ট হইলে, ইনি ইংলণ্ডের অধিনায়ক হইয়া কিয়ৎকাল ইংলণ্ডীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

য়াছেন যে, ভারতে শকুন্তলার কথা কাহারও কাছেই নূতন কথা নহে। কিন্তু, ব্যাসের শকুন্তলা এবং কালিদাসের শকুন্তলা একস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, ইনিই যে উনি, এইরূপ অবধারণ করা, অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ব্যাসের শকুন্তলা পরুষাক্ষরভাষিণী, প্রবীণা,—কথার কথা কাটিতে সঙ্কোচ নাই, সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই, লোকে কি কহিবে, কি না কহিবে, তৎপ্রতিও অণুমাত্র দৃষ্টি নাই। যেন বয়সের প্রথমোন্মেষেই প্রগল্ভস্বভাবা, প্রৌঢ়া তাপসী। আর, অদূরে কালিদাসের শকুন্তলা, লতার ন্যায় কোমলা, নিঃশ্বাসের ভরও সয় না, আপনার তনুতে আপনি লুক্কায়িত। যেন লজ্জা আর প্রীতির সহিত মধুরতা মাখিয়া কেহ এক খানি মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে। অথবা, যেন লজ্জা আপনিই প্রীতির আকর্ষণে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা ওজোগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখনীর গুণে অনেক দীনসত্ত্ব ব্যক্তিও ওজস্বল বলিয়া প্রতিভাত হন, এবং সময়ে সময়ে মহাসত্ত্ব প্রবীর-

পুরুষেরাও, ক্ষীণমতি অকৃতীব হাতে পড়িয়া, অপাত্রেব পংক্তিতে মিশিয়া যান। যদি নিদর্শন চাও,তাহা হইলে মহাভাবতীয় কৃষ্ণচরিত্রের সহিত বঙ্গীয় কবিকল্পনাব কৃষ্ণচবিত মিলাইয়া লও, কিংবা বাল্মীকিব সেই দুর্নিবীক্ষ্য দুবাধর্ষ লক্ষ্মণ, কেমন করিয়া, ধীবে ধীবে,বঙ্গে "ধব লক্ষ্মণ" নামে পরিচিত হইয়া পড়িলেন, তাহা চিন্তা কর।

পূর্ব্বেই বলা হইযাছে যে, ভাবতবর্ষেব কোন মহাত্মাই আপনার জীবনচবিত আপনি লিখিযা যান নাই। ভাবতবর্ষবাসীরা একে অন্যেব জীবনচরিত লিখিযা-ছেন এমনও কোন প্রমাণ পাওযা যায় না। তাঁহাবা কবিতার কল-কুঞ্জনেই মোহিত থাকিতেন। আব কোন দিকেই চিত্ত প্রেবণ করিতে অবসব পাইতেন না। * শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য † প্রভৃতি কতিপয সুপ-বিচিত সাধুপুরুষেব জীবনবৃত্তান্ত অংশতঃ সঙ্কলিত আছে।

---

* বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহামুনি। ইঁহাকে কেহ আদি বুদ্ধ, কেহ বুদ্ধ গৌতম বলে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইনি খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ এবং খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে আশী বৎসর বয়ঃক্রম-কালে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

† বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা এবং মোহমুদ্গরপ্রভৃতি সুললিত উপদেশ গ্রন্থের রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ ঋষি।

কিন্তু তাহাও ভক্তের হাতে পড়িয়া এত বিকৃত ও অতি-বঞ্জিত হইয়াছে যে, এইক্ষণ আর কোন অংশেও জীবন-চবিত বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

পারসিকেবা, এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত হই-লেও, প্রতিবেশীব সংসর্গদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। জীবনচবিত লেখার প্রকৃত আড়ম্বর গ্রীসদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তব পশ্চিমে। সে দিকে যত জনে অদ্য পর্য্যন্ত লোকেব জীবনচরিত লিখিয়া গিয়া-ছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে, বস্‌ওয়েলই * বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। পণ্ডি-তেবা বলেন, বস্‌ওয়েল চবিতাখ্যায়কদিগেব রাজা। তিনি, জন্‌সনেব সম্বন্ধে, চরিত-লেখকের কার্য্য কবিতে গিয়া, চিত্রকবেব কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় সকলই উঠিয়াছে। আমরা যদিও বস্‌ওয়েলের চিত্রনৈ-

* জেম্‌স্‌ বস্‌ওয়েল—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ লেখক সামুয়েল জন্‌সনের জীবনচরিত লিখিয়া, ইদানীং জনসন হইতেও অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি তদ্গতচিত্ত ভক্তের ন্যায় সতত জন্‌সনের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে এডিনবরা নগরে ইঁহার জন্ম, ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি, তথাপি মানবপ্রকৃতির বিচিত্রগঠন স্মরণ করিয়া, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, যথাযথ বর্ণনা বিষয়ে বস্‌ওয়েলও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বস্‌ওয়েল, জন্‌সনের আত্মার ভাবে একেবারে অভিভূত ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জন্‌সন্ বিনা আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। দুর্ব্বল-স্বভাবা কুমারীরা যেরূপ আপনাদিগের বিকৃত কল্পনার আবেগে ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ জন্‌সন্‌কর্ত্তৃক আবিষ্ট থাকিতেন। এই গুণেই তিনি অভীপ্সিত ফল-লাভে সমর্থ হইয়াছেন; অথচ এই গুণই আবার তাঁহার প্রধান দোষ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। জন্‌সনের সহিত অপরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকিত না; এবং তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, তাহাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্‌সনের নিকটবর্ত্তী হইলেই,স্তম্ভিত হইত। ওদিকে জন্‌সন্ যতই সাধু, যতই সত্যপরায়ণ হউন, তিনি বস্‌ওয়েলকে তাঁহার নিত্যসহচর ও চিত্তরঞ্জনপর চরিতাখ্যায়ক বলিয়া স্নেহ করিতেন। বস্‌ওয়েল তাঁহার মুখের কথা, নয়নের

ভঙ্গি,তাঁহাব হাস্য, তাঁহার ক্রোধ সমস্তই গ্রন্থবদ্ধ কবিতে উপবিষ্ট বহিযাছেন, ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরিত বহিত। মনে প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা স্ফুবিত হইতে থাকিলে, কাহারও যথার্থ জীবন প্রকটিত হয় কি না, তৎসম্বন্ধে হাঁ কি না বলা নিতান্ত নিষ্প্রযোজন।

জীবনচবিত পাঠেব ফল সম্বন্ধেও লোকেব ভিন্ন ভিন্ন মত। কবি ও নীতিপ্রবক্তাদিগেব উপদেশ এই প্রবন্ধেব প্রাবম্ভস্থলেই উল্লিখিত হইযাছে। বিজ্ঞান-ভক্ত দার্শনিকেবা, আব একটু অগ্রসব হইযা, এইরূপ বলিযা থাকেন যে, জীবনচবিতই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রেব মূলভিত্তি। মানবপ্রকৃতিব মর্ম্মপরিগ্রহ কবা মনোবিজ্ঞানেব মূল উদ্দেশ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যেব জীবনগ্রন্থ সমালোচনা দ্বাবাই সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সংসিদ্ধ হয। মানবমন অঙ্কুবিত অবস্থায কিরূপ থাকে, উহাব বৃত্তিসমুদায কুসুমেব ন্যায় ক্রমে ক্রমে কিরূপে বিকসিত হয,—মনুষ্য, কোন্ মনোবৃত্তিব কিরূপ বিকাশে,কি অভিলাষে, কোন্ কার্য্যে কখন প্রবৃত্ত হয়,এবং তাহার হৃদযযন্ত্রের কোন্ তাব স্পর্শ করিলে, কখন কি তান বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই, তাঁহারা জীবনচরিত পাঠ করিয়া, সঙ্কলন

করিতে ইচ্ছা করেন। মনুষ্যের যথার্থ জীবনবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই উদ্দেশ্য কেন, ইহা হইতে মহত্তর উদ্দেশ্যও শুধু জীবনচরিত পাঠেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু, জগতে যে প্রণালীতে মনুষ্য মনুষ্যের জীবন পাঠ করে,এবং পাঠ করিয়া যে ভাবে তাহা লিপি-বদ্ধ করে,তদ্দ্বারা তাদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, ইহা বস্তুতঃই চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক, স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইয়া, কবির কল্পনা ও বীণা লইয়া উপবেশন করিলে, না বুদ্ধিই ভোজ্য লাভ করে, না হৃদয়ই দ্রবীভূত হয়। তথাপি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এত অভাব,এত অপূর্ণতা সত্ত্বেও মনুষ্যের জীবনচরিতে সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মনুষ্যের অসাধ্য। মনুষ্য কি ইতিহাসে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে ? জীবনচরিত সাধারণতঃ যে সকল দোষে দূষিত, ইতিহাসশাস্ত্রও সেই সকল দোষে দূষিত, অথচ ইতিহাস জগতের অপরিসীম উপকার সংসাধন করিতেছে। জীবনচরিতশাস্ত্রও, তীক্ষ্ণ সমালোচনা দ্বারা যথাসম্ভব শোধিত হইয়া, জগতের সেইরূপ অশেষ উপকার সংসাধন করিবে, সন্দেহ নাই। ইতিহাস মানবজাতির জীবনচরিত ; জীবন-

চরিত মনুষ্যবিশেষের ইতিহাস। যেমন ইতিহাস, প্রাচীন পিতামহের ন্যায়, জগতের ভূত কথার প্রস্তাব করিয়া, মানবজাতির নির্ব্বাণোন্মুখ আশার উদ্দীপন করে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কিহেতু জলে জল-বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল, তাহা কহিয়া, নিয়ত শিক্ষা দেয়; মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া প্রকৃত সুহৃজ্জনের কার্য্য করে। জাতিবিশেষের কাহিনী কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও, ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয, কারণ সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম, এবং সেই উত্থান ও পতন,—কেবল আধারের ভেদ।

---

# জীবনের ভার।

" I slept, and dreamt that life was Beauty,
I woke, and found that life was Duty." *

এই দুর্লভ মানবজীবন অনেকেব পক্ষেই এক দুর্ব্বহ ভার। শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্যবস্তুব অভাব নাই, অন্য কোনরূপ অভাবেরও তাড়না নাই;—তথাপি হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন। দিন যায়, রাত্রি আইসে, রাত্রি যায়, দিন আইসে, আবার রাত্রি, আবার দিন,—আলোব পর অন্ধকাব, অন্ধকারের পব আলো; সূর্য্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে, আবার উঠিতেছে ও আবার অস্ত যাইতেছে;—এক, দুই, তিন করিয়া

---

* ভাবানুবাদ।

নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানবজীবন!
জাগিয়া মেলিনু আঁখি,
চমকিনু পুন দেখি,—
কঠোর-কর্ত্তব্য-ব্রত—জীবন-যাপন।

ঘটিকাযন্ত্রের অশ্রান্তগতি লৌহ-হস্ত ঘুরিয়া আসিতেছে ও ঘুরিযা যাইতেছে; কিন্তু সময় কিছুতেই ফুরাইতেছে না, জীবনের অসহ্য ভার কিছুতেই কমিতেছে না, আত্মা কিছুতেই উৎসাহিত হইতেছে না। সুখের সহস্র সামগ্রী ঊষার প্রসন্ন জ্যোতিতে চারিদিকে হাসিতেছে, প্রীতি ও মমতা প্রভাত-সমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রমোদ-লহরীতে খেলা করিতেছে, সৃষ্টির আনন্দপ্রবাহ হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে অমৃত-ধারায় বহিয়া যাইতেছে,—কিন্তু মন কিছুতেই উঠিতেছে না। আঁধার রাত্রির বিজলীর মত, অধরে কখনও একটু হাসির রেখা ফুটিতেছে, অথচ সে হাসির কোন অর্থ নাই,—দৃষ্টি শূন্যগর্ভ, চিত্ত চির-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াও অধীর। সঙ্গীত, সাহিত্য, সুহৃজ্জনের সংসর্গ, কাব্যকথা, প্রেমালাপ, ক্রীড়ার আমোদ, চিত্রের তুলিকা, পর্য্যায়ক্রমে আদৃত, পরীক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। অন্তর কিছুতেই নিবিষ্ট হয় না। ইহা কি?

জীবনের এ অবস্থা যে অস্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কারণ, যাহা স্বাভাবিক, তাহা স্বাস্থ্যকর; এবং যেখানে স্বাস্থ্য, সেখানেই প্রীতির পবিত্র উচ্ছ্বাস ও প্রফুল্লতা। যদি এ অবস্থা স্বাভাবিক

হইবে, তাহা হইলে হৃদয় ইহাতে এরূপ ক্লিষ্ট ও জ্বালাদগ্ধ রহিবে কেন?

পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় স্বভাবানুজাত স্বাস্থ্যসুখের প্রাণপ্রদ স্পর্শে শীতল রহে, এ সংসার তাঁহার কাম্যকানন অথবা কার্য্যভবন। পর্ব্বত অবধি পুষ্পস্তবক পর্য্যন্ত, এ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতেই তাঁহার প্রীতি আছে। বিদ্যুতের বিনোদ নৃত্য, বজ্রের ভীম গর্জ্জন, বৃষ্টি, বাত, শীত, গ্রীষ্ম, ফুল, ফল, লতা, পাতা, বিহঙ্গের বন্যগীত,বনচরের উদ্ভ্রান্ত প্রেম, ইহার কিছুই তাঁহার নিকট সুখ-শূন্য নহে, এবং মনুষ্যের সুখ-দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, শস্যের হ্রাস বৃদ্ধি, শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞানের প্রচার, বাণিজ্য ও রাজকার্য্য, সমাজের উন্নতি ও অধোগতি, নীতির নূতন সংস্করণ এবং জাতিবিশেষের উত্থান ও পতন,ইহার কিছুই তাঁহার নিকট নিঃসম্পর্ক বিষয় নহে। তিনি আপনাতে অনুরক্ত, অতএবই সংসারে লিপ্ত ও সংসারে আসক্ত। তাঁহার কর্ত্তব্যের আর অবধি নাই।

কিন্তু, আমরা মনুষ্যমনের যে অবস্থাকে আঁকিয়া তুলিতে যত্নবান্ হইয়াছি, মনুষ্য যখন সেই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সে আপনাতেই আপনি

বিরক্ত, অন্য কিছুতে তাহার অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তখন সৃষ্টি থাকুক, কি সৃষ্টি বিলুপ্ত হউক, তোমার সমাজ ও সামাজিক বন্ধন সুরক্ষিত রহুক, কি উচ্ছিন্ন যাউক, উভয়ই তাহার নিকট সমান কথা। তখন সে যৌবনে জরাজীর্ণ, বাহিরের বসন্তসমীর তাহাকে কিরূপে দোলায়িত রাখিবে? তখন সে আপনার অন্ধকারে আপনি আচ্ছন্ন, জগতের কোন্ আলো তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিবে? সুতরাং, এ বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিতে পারে না যে, এই অবসাদ, এই অনুৎসাহ, এই গ্লানি ও এই ভাব এক ভয়ানক রোগ। কিন্তু হায়! এই রোগের আদিমূল কোথায়? যদি ইহা রোগ বলিয়াই অবধারিত হইল, তবে কি ইহার প্রতিবিধান নাই? মনুষ্য শরীর-সম্পর্কে অতিসামান্য রোগের প্রশমনের জন্যও প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে;—অথচ, যে রোগে তাহার জীবনের সকল আশাই উন্মূলিত হয়,—জীবনের পারিজাত-কানন ইহলোকেই দগ্ধ মরুর মূর্ত্তি ধারণ করে, তৎপ্রতি কি কেহই ফিরিয়া চাহিবে না?

আমরা মানবপ্রকৃতির গতি ও পরিবর্ত্তরীতি যেরূপ পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস

যে, উল্লিখিত মানসিক ব্যাধি দুইটি প্রচ্ছন্ন পাপেব প্রায়শ্চিত্ত, এবং সেই দুই পাপ,—জীবনেব লক্ষ্যভ্রংশ ও আলস্য।

[ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ এবং চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পাদ প্রভৃতি শাবীব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব যেমন এক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রযোজন বহিযাছে, প্রতি-মনুষ্যনিহিত জীবনীশক্তিবও সেইরূপ একটি স্থিবনির্দ্দিষ্ট, নির্দ্ধাবিত লক্ষ্য আছে।] মনুষ্য ধনী হউক, কি নির্ধন হউক,—সে সিংহাসনেব প্রান্তভাগে কিংবা প্রতিভাব উজ্জ্বল আলোকে জন্মগ্রহণ করুক,—অথবা আপনাব ললাটপট্টে দুঃখ ও দুর্গতিব সর্ব্বপ্রকাব লাঞ্ছনা ধাবণ কবিযা পৃথিবীতে আসুক, তাহাব জন্ম ও জীবন, শিশুব লোষ্ট্রনিক্ষেপেব ন্যায, নিবর্থক নহে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, গ্যালিলিযো * এবং বাম, যুধিষ্ঠিব ও ম্যাটসিনি † প্রভৃতিব জীবন

* গ্যালিলিয়ো—পৃথিবীব এক জন অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইটালীদেশের অন্তর্গত পিসা নগবে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে ইঁহাব জন্ম এবং ফ্লরেন্স নগরের অনতিদূরে ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। যাঁহাদিগের প্রযত্নে জগতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, ইনি সেই পূজনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও একজন অতি পূজ্য মহাত্মা।

† ম্যাট্‌সিনি—ইটালীর অন্তর্গত জিনোয়া নগরে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে

যেমন সাধারণ ও বিশেষভাবে বিধিনির্দ্দিষ্ট; যাহা-দিগকে কেহ চিনে না, জানে না, মনুষ্য বলিয়া গণনায় আনে না,—মনুষ্যজ্ঞানে নিকটে আসিতে দেয় না, সেই অপরিচিত-নামা অলক্ষিত ব্যক্তিদিগের জীবনের লক্ষ্যও সাধারণ ও বিশেষভাবে সেইরূপ বিধিনির্দ্দিষ্ট। যে সংসারে অতি ক্ষুদ্র একটি বারিবিন্দুর উদয় ও বিলয়ও অনন্তবিস্তারিত নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা অনুশাসিত,—অতিক্ষুদ্র একটি অঙ্গার-কণাও নিয়তির শাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় না, সেই সংসারে মনুষ্যের ন্যায় অনন্ত-তৃষ্ণাবিশিষ্ট, অনন্তোন্মুখ উন্নতজীব যে, কোনরূপ প্রয়োজনের অনুসরণ বিনা, শুধু লীলা করিতে আসিবে এবং কিছুদিনের তরে লীলা করিয়াই তিরোহিত হইতে অধিকার পাইবে, এইরূপ কল্পনা করাও বুদ্ধির বিড়ম্বনা।

ইঁহার জন্ম হয়। পৃথিবীর আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে ইনি এক জন বিখ্যাত লোক। ইটালী কিছু দিন পূর্ব্বে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ উহার রাজরাজেশ্বর ছিলেন। এইক্ষণ সেই ইটালী অষ্ট্রিয়ার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একটি সম্মিলিত ও দৃঢ়-গঠিত নূতন রাজ্য হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রযত্নে ইটালী এই নূতন একতা ও নবজীবন লাভ করিয়াছে, ম্যাটসিনি তাঁহাদিগের চালক ও মন্ত্রনায়ক বলিয়া সম্মানিত।

বস্তুতঃ, মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের এক একটি লক্ষ্য আছে, এবং স্বাভাবিক শক্তি ও চিত্তবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ ও চরিত্রের অনন্যসাধারণ গঠনে যাহার যে লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট কি নিরূপিত হয়, মানব-জীবনের সাধারণ নিয়মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে সেই লক্ষ্যসাধনই তদীয় জীবনের অদ্বিতীয় অথবা প্রধান কার্য্য। ইহাতেই তাহার সুখ, এবং ইহাতেই তাহার সার্থকতা। এই লক্ষ্য স্থির থাকিলেই তাহার জীবনের কেন্দ্র স্থির। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই গভীরসত্য অনেকের বুদ্ধিতেই স্ফুরিত হয় না,— অনেকের ইহা মনে থাকে না, এবং যাহাদিগের মনে থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকেরই নিজ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রহে না। তাহারা ইচ্ছায় হউক,আর অনিচ্ছায় হউক, মনের সাময়িক দুর্ব্বলতায় হউক, কিংবা বিশেষ কোন প্ররোচনার প্রাবল্যে হউক, জীবনের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া জীবন-তরীর হালি ছাড়িয়া দেয়, এবং অব-স্থার নিপীড়নে, কিংবা সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে, পরি-শেষে যেখানে গিয়া ঠেকে, সেখানে বসিয়া, কর্ত্তব্যবিমূঢ় বৃদ্ধের মত, বিলাপ ও পরিতাপে দিনপাত করিতে রহে। তখন তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত জীবনের দুর্ব্বহভারবহনে—

স্বপ্নে ও জাগরণে সকল সময়েই সেই অসহ্য ভার। এইরূপ জীবন উদ্‌যাপন করা যে যার পর নাই ক্লেশকর,—জীবন এই রূপে দুর্ভর হইয়া উঠিলে, কুসুমশয্যাও যে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক।

তুমি জাননেন, তোমার হাতে * রাফেয়েলের ঐ চিত্রতুলিকা কে তুলিয়া দিল? উহা কি তোমাকেই সুখী করিবে? না, মনুষ্যেরই কোন কার্য্যে লাগিবে? প্রকৃতি তোমার অমানুষকণ্ঠে সঙ্গীতের সার-সুধা ঢালিয়া দিয়া তোমার দ্বারা মানুষ-সর্পের বশীকরণ ও চিত্তোৎকর্ষ-সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তুমি, সে ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তুলি ও বর্ণপাত্র লইয়া বসিয়া থাকিলে, তোমার এই জীবনে কি কখনও সাফল্যসুখ অনুভব করিতে পারিবে? তুমি যদি তোমার ঐ চিত্রের তুলিকা লইয়া অহোরাত্র পরিশ্রম কর, সে শ্রম কি কোনদিনও তোমার কি অন্যের প্রীতিপ্রদ হইবে? অথবা, প্রকৃতি তোমাকে, ভাববি

* ইটালী দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। অথচ অদ্য এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়েও ইঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন স্বরূপ কমনীয় চিত্রপট সকল গুণগ্রাহী পণ্ডিতদিগের প্রাণনিহিত ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে।

কি ভবভূতির মনস্বিতা ও মনোমদ ভাষা-শক্তিতে অলঙ্কৃত করিয়া, মানুষী ভাষার শক্তি-সম্পদ ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের দ্বারা জাতিবিশেষের উন্নতি-বিধানের জন্য, সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি, সে কথা না বুঝিয়া, কিংবা বুঝিয়াও, তাহাতে অবহেলা করিয়া, কোন এক বণিকের সুসজ্জিত কর্ম্মস্থলে বসিয়া, স্বর্ণাভরণ ক্রয় বিক্রয় করিতেছ এবং সেই ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব লিখিতেছ। তুমি তোমার এই লক্ষ্যভ্রষ্ট নিস্ফল-শ্রমে নির্ব্বৃতি কি শান্তির আশা করিবে কেন? কিংবা মনে কর, তুমি * রিশ্‌লুর শাসনী ক্ষমতা ও প্রখর প্রভুত্বশক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রিশ্‌লু যেমন একটি উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যকে শুধু স্বকীয় শাসন-ক্ষমতায় একটা সাম্রাজ্যের মত সুদৃঢ়-গঠিত ও সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, মনে কর তুমিও যেন ঠিক তেমনই সাম্রাজ্য-গঠনের সামর্থ্য ও কর্ম্মকুশলতা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, তোমার এই সমুজ্জ্বল শক্তি-সামর্থ্য ও সম্মানার্হ কর্ম্ম-

* ফ্রান্সের অধিপতি ত্রয়োদশ লুইর প্রধান মন্ত্রী। যাঁহারা রাজ্যশাসনক্ষম রাজপুরুষ বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক।

নৈপুণ্য,যদি বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে প্রয়োজিত না হইয়া,অপথে ও কোনরূপ অপকৃষ্ট কার্য্যে ব্যয়িত হয়,তুমি যদি বিশ্লুব মানব-যন্ত্র-চালনার উচ্চ ক্ষমতা লইয়া সুবর্ণকারের বাত-যন্ত্র চালনায় উপবিষ্ট হও, তোমার কি কখনও জীবনে কৃতার্থ ও তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে? শঙ্করাচার্য্য যদি জগতে তত্ত্বজ্ঞানের পবিত্র পীযূষ বিতরণ না করিয়া কোন রাজার রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হইতেন, অথবা ভক্তির পুতুল চৈতন্যদেব যদি জগতে ভক্তির অমৃত না বিলাইয়া বোনাপার্টির বীর-ব্রত গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন কি কখনও নিজের কিংবা পরের সুখাবহ হইত? তাদৃশ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট জীবন কি কোন অংশেও সুচারু-বিকশিত মানব-জীবনের মোহনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে চরিতার্থ করিতে পারে? ইহাই জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ।

জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ যদি পাপ,জীবনের কর্ত্তব্যবিষয়ে আলস্য ক্ষমার অযোগ্য,অসহনীয় মহাপাপ। জীবনের লক্ষ্য ভ্রংশ কোন স্থলে অজ্ঞানকৃত, এবং অনেক স্থলে অনিচ্ছা-কৃত অপরাধ। আলস্য সর্ব্বতোভাবে এবং সকল স্থলেই ইচ্ছাকৃত অধঃপাত। উহার আরম্ভ যেমনই কেন প্রবোচক হউক না, অবসান যার পর নাই ভয়ঙ্কর। ফলতঃ, আলস্য

উপেক্ষা কি পরিহাসের কথা নহে। চিন্তাশূন্য, মূঢ় মূর্খেরা আলস্যকে দুঃখের বিরাম বলিয়া মনে করিতে পারে, তরলমতি যুবজনেরা আলস্যকে আমোদ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িতে পারে, এবং ভ্রমরপ্রকৃতি কবিসম্প্রদায়ও আলস্যে হৃদয়ের বিলাস-সুখ অনুভব করিয়া উহাকে কল্পনার বিলোল চিত্রে চিত্র করিতে পারেন। কিন্তু, বিজ্ঞানের নিষ্ঠুর চক্ষে আলস্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণা-জনক কলঙ্ক ও লজ্জাজনক দুষ্কৃতি আর নাই। আল-স্যের নাম অকার্য্য। উহা মানব-জীবনরূপ কল্পতরুর কোটরস্থ বহ্নি। একবার যদি উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটিকে ভস্মরাশি না করিয়া আর উহা বাহির হয় না। উহা হৃদয়-কুসুমের কীট। উহার বিষ-দন্ত আশার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলে। উহা শক্তিরূপ সুবর্ণের শ্যামিকা। আগুনে না পোড়া-ইলে, সে দুরপনেয় মলিনতা আর কিছুতেই প্রক্ষালিত হয় না। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের ভাব,—অরোগে রোগ, অশোকে শোক, অদুঃখে দুঃখ, অতাপে তাপ। যাহার বুদ্ধির জ্যোতি, দেশব্যাপী অন্ধকারকে ভেদ করিয়া, সত্যের গৌরব বিস্তার করিবে বলিয়া আশা

ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন এক ধনিসন্তানের চিত্তবিনোদনে রত। যে, সমুচ্ছ্রিত বট-বৃক্ষের ন্যায়, বহু সহস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল হইবে আশা ছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে মুষ্টিমিত ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত। যাহার উদয়োন্মুখী প্রতিভা দর্শনে বহুলোকের প্রাণ পুলকে পূর্ণ হইয়া নাচিয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে পণ্যাঙ্গনার উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত। যাহার নবোদ্গত কল্পনার কমনীয় কান্তি দেখিয়া অনেকেই বাহু তুলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল। আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে উদরের জ্বালায় কারারুদ্ধ। যাহার হৃদয়নিহিত তেজস্বিতা,—যাহার আকাঙ্ক্ষা, আস্পর্দ্ধা, অভিমান ও অধ্যবসায় সমীপস্থ সকলের মনেই বিস্ময় জন্মাইয়াছিল, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে অঞ্চলবদ্ধ নর্ম্মসচিব। যে এক সময়ে পুরুষের মধ্যে পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজা পাইয়াছিল,—যাহার দৃষ্টি, দামিনীর দুঃসহ দীপ্তির ন্যায়, সহস্র দৃষ্টি শাসন করিত, যাহার জিহ্বা সহস্রাধিক হৃদয়কে নিত্য নূতন তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রাখিত, আলস্যের প্রসাদাৎ আজি সে সকলের কাছেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত, সর্ব্বত্রই পাদ-

দলিত। আলস্যের প্রথম ছায়াপাতেই জীবনের সকল উদ্যম এইরূপে বিনষ্ট হয়, এবং জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে। ইহার পরিণাম যে কি হইতে পারে, তাহা কয় জনে ভাবিয়া দেখে?

মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত হয় না। পাপের দুর্গন্ধময় বিকটচ্ছবি তাঁহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায়, এবং সে উহা হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে রহিতে চাহে,—দূরে রহিতে পারিলেই ভাল বাসে। কিন্তু আলস্য যখন হৃদয়কে অসার করিয়া তুলে—যখন আলস্যের প্রভাবে হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে বিনাশ পায়, স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা বিকৃত হইয়া যায়,—যখন অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সেই কেমন এক শূন্য-শূন্য ও পুরাতন-শূন্যতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে, তখন পাপজন্য পরিবর্ত্তনের নূতনতাও নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে; এবং যাহাদিগের অধঃপাত অন্য কোন প্রকারে আশঙ্কিত হয় নাই, আলস্যের শূন্যহৃদয়তাই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অধঃপাত সাধন করে। কিছুই ভাল লাগে না,

অতএব কিছু একটা হইলেই যেন বাঁচি, এই এক চিন্তাই তখন হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা, এবং বোধ হয়, সেই চিন্তাই অনেক দুঃখদগ্ধ ও ভারাক্রান্ত জীবনের আদিকাহিনী ও শেষ ইতিহাস।

আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে, আলস্য ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহরূপে প্রতিভাত হয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, আলস্য আর অকর্ম্মণ্য জীবন এক কথা। কিন্তু, যাহাকে অকর্ম্মণ্য জীবন বল, তাহারই অপর অর্থ আত্মদ্রোহ, সমাজদ্রোহ ও বিশ্বদ্রোহ। অতএব যে অলস, সে এই ত্রিবিধ অপরাধেই সর্ব্বপ্রকারে দণ্ডার্হ ও নিগ্রহভাজন।

প্রথমতঃ আত্মদ্রোহ। বিধাতা তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, তুমি সেই চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অন্ধ হইয়া রহিলে। বিধাতা তোমাকে শ্রুতি দিয়াছেন, তুমি শ্রুতি সত্ত্বেও বধির হইয়া রহিতে যত্ন পাইলে। ইহা আত্মদ্রোহ। কেন না, ইহাতে তোমার আত্মার ক্ষতি। আর, বিধাতা তোমাকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছেন, বুদ্ধি ও বিবেকের সমুচিত বিকাশেই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু, তুমি আলস্যবশতঃ সেই বিকাশের পথে ইচ্ছা সহ-

কারে কাঁটা দিলে, অথবা আপনার উৎকর্ষসাধনে আল-
স্যের হেলায় খেলায় উপেক্ষা করিয়া ক্রমে একটি পশু
হইলে। ইহাও আত্মদ্রোহ। কেন না, ইহাতেও তোমার
আত্মার অতীব শোচনীয় ক্ষতি। সুতরাং প্রতিপন্ন হই-
তেছে যে,আলস্যে ও আত্মদ্রোহে কার্য্যতঃ কিছুই প্রভেদ
নাই। কারণ, আলস্য বুদ্ধি ও হৃদয় প্রভৃতি সমস্ত মনো-
বৃত্তিকেই অপ্রাকৃত করিয়া রাখে এবং [আত্মহত্যারূপ
আসুর-কার্য্যে একদিনে যাহা সম্পাদিত হয়, আলস্যও
একটুকু একটুকু করিয়া ধীরে ধীরে ঠিক তাহাই সম্পাদন
করে।] কিন্তু মনুষ্যের কি বিচার! যে ব্যক্তি কোন অসহ্য
মনস্তাপে কিংবা অসহ্য শোকে একদিনে, এক মুহূর্ত্তে
আত্মহত্যা করিতে চাহে, তাহাকে সকলেই বিশেষরূপে
শাসনকরে, অথচ, যে বিনা শোকে ও বিনা মনস্তাপে
ক্রমে ক্রমে আত্মহত্যা করিতে বহে, তাহাকে কোনরূপ
শাসনের অধীনতায় আনিতে কেহই সেরূপ যত্নবান্ নহে।
এই উভয়ের মধ্যে অধিকতর নিন্দা কার?

দ্বিতীয়তঃ সমাজ-দ্রোহ। আলস্যের ফল যদি শুধু
আত্মদ্রোহেই পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে যতই কেন
দুর্ব্বল হউক না, বলিবার একটা কথা ছিল। বলিতাম,

আমার গলায় আমি সাধ করিয়া ছুরি দিব, তোমার তা-হাতে সুখ-দুঃখ কি ? আমার চক্ষু আমি আপনি উৎপা-টন করিয়া ফেলিব, আমার কর্ণ আমি দগ্ধ শলাকাদ্বারা বেধ করিয়া বধির হইয়া থাকিব, আমার ভূমি আমি অমনি পতিত রাখিয়া আপনার চিত্ত পরিতৃপ্ত করিব, তোমার তাহাতে আসে যায় কি ? এবং তুমি কেন সেই জন্য বৃথা অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, অথবা আমাকে বৃথা নিগ্রহ করিতে সম্মুখীন হইয়া তোমার ও আমার উভয়েরই বিরক্তি জন্মাইবে ? কিন্তু, সামাজিক ধর্ম্ম আলস্যের এই গর্ব্বিত উক্তিতে মুহূর্ত্তের তরেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়ের অটল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, এবং যে অলস, সে যে আত্মদ্রোহিতাতেই সমাজদ্রোহী এই সত্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করে।

দেখ, আলস্যে কত প্রকারে সমাজদ্রোহ। সমাজ-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গই মানবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় অন্য অঙ্গ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট রহে, এবং যে অঙ্গ যে পরিমাণে অন্যদীয় বল শোষণ করিয়া লয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে প্রতিদানে আপনার প্রাণবল প্রদান করিয়া সামাজিক শক্তির সাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

কিন্তু, যে অলস, তাহার শোষণ আছে, (প্রতিদানে পর-পোষণ নাই। সে নেয, অথচ কিছুই দেয না। সে আদান-প্রদান-রূপ সমাজ-নীতির প্রত্যক্ষ পরিপন্থী, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বথা সমাজ-যন্ত্রের ঘোরতর অনিষ্টকর। সমাজের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সাধারণের শ্রম-লব্ধ। সেই শ্রম শারীরিক হউক, কিংবা মানসিক হউক, কিন্তু কোনরূপ সম্পত্তিরই বিনা শ্রমে উৎপত্তি নাই। যে অলস, সে এই শ্রমের অংশ বহন করে না, কিন্তু শ্রম-লভ্য বস্তুর ভাগ হরণ করিয়া সমাজের আংশিক দরিদ্রতার কারণ হয। অপিচ, সমাজের যাহা কিছু বল, তাহা সাধারণের একতার ফল। কেহ বুদ্ধিবলে, কেহ বা হৃদয়-বলে, সমাজের পুষ্টিসাধন করে, এবং কেহ নীতিবলে, কেহ বা শারীর-বলে, সমাজের সামর্থ্য বর্দ্ধন করিতে প্রযাস পাইযা আপনার জন্ম-ঋণ পরিশোধে যত্নবান্ রহে। এইরূপে, তিল তিল করিযা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকলের বল-সঞ্চয়েই সমাজের সাধারণ-বল। কিন্তু যে অলস, সে সমাজের বল বৃদ্ধি করিবে দূরে থাকুক, ব্যাধিজীর্ণ মাংসপিণ্ডের মত সমাজের কণ্ঠে সে বিলম্বিত রহে, এবং তাহার অযোগ্য ভার-বহনরূপ অনাবশ্যক

কার্য্যেই সমাজ অকারণে অংশতঃ ক্ষীণবল হইতে থাকে। ইহাতে জ্যামিতিব সিদ্ধান্তেব ন্যায় অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যে অলস, সে সামাজিকতার সূক্ষ্মবিচাবে তস্করেব তুল্যস্থানীয়। তস্কর যেমন দণ্ডার্হ, অলসও লোকতোধর্ম্মতঃ তেমনই দণ্ডার্হ। নীতিব নির্ম্মল দৃষ্টিতে এ উভয়ে কোন অংশেই কোন পার্থক্য নাই।

তুমি কে যে তুমি আলস্যের বিলাস-দোলায অর্দ্ধ-নিদ্রাব মধুব-বিলাসে সময়পাত কবিবে, আর আমি চৈত্রেব রৌদ্র ও শ্রাবণেব বৃষ্টি মাথায বহিযা তোমার জন্য ভোগ্যবস্তু আহরণ কবিব? তুমি কে যে তুমি বসন্তেব পুষ্পিত বৈভবে অঙ্গ ঢাকিযা বিবহবিলাপে বসিয়া থাকিবে, আর আমি তোমাবই জন্য আমাব এই ক্ষীণ শবীব ও দীন চিত্তকে অশেষপ্রকাবে ক্লেশ দিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব। হউক তোমাব নাম হস্ত,আব আমাব নাম পদ, অথবা তোমাব নাম নাসিকা,আব আমার নাম নখ। কিন্তু, তুমি আর আমি উভয়ই যখন সমাজেব অঙ্গ, তখন তুমি যদি হস্ত কিংবা নাসিকাব কার্য্য না কবিলে, আমি কেন তোমার সম্পর্কে পদ কিংবা নখেব কার্য্য-সাধনে রত রহিব? আমি দিবসের একার্দ্ধ মাত্র পরিশ্রম করিয়াই

জীবন-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু, আমাকে যে সেই স্থলে সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাহা-তেও আমার উপযুক্ত সংস্থান কি সংকুলন হয় না, তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার মত আর কতকটির ঐ ঘৃণার্হ আলস্য। আমি ও আমার সমানধর্ম্মা ব্যক্তিরা, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যে ভাবে আমাদিগের কঠোর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, তাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্গতির অভাবনীয় ক্লেশে ক্লিষ্ট হওয়া আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। কিন্তু, তথাপি যে আমরা, সময়ে সময়ে সেই ক্লেশের কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, দেশত্যাগে বাধ্য হইতেছি, তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার মত আর দশ জনের ঐ ঘৃণার্হ আলস্য। আমি ও আমার সমশ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা যেরূপ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়াছি, এবং সেই শিক্ষা ও দীক্ষার মাহাত্ম্যে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা ও রুচি যেরূপ প্রসারিত ও পরি-মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে সম্মান-স্বাধীনতার অমল স্বর্গেই আমরা সর্ব্বতোভাবে অধিকারী। কিন্তু,তথাপি যে,আমরা অপমান ও অধীনতার পঙ্কিল নিরয়ে কীটের মত পড়িয়া রহি-য়াছি,তাহার প্রধান কারণ তোমার এবং তোমার অনুকা-

বিদিগেব ঐ ঘৃণার্হ আলস্য। অতএব তোমাব ঐ আলস্য-জনিত মহাপাতকে ধিক্,এবং যাহারা তোমাব ঐ পাপময় আলস্যের অনুকবণ কি অনুবর্ত্তন কবিযা মনুষ্যকে দুঃখেব উপর দুঃখ দিতেছে,—সামাজিক দুঃখের ভাব বাড়াইতেছে,—সামাজিক সুখেব বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহাদিগকেও ধিক্।

তৃতীযতঃ বিশ্বদ্রোহ। আলস্যেব সহিত সমাজ-দ্রোহেব কিরূপ সম্বন্ধ বহিযাছে, তাহা যাঁহাবা বুঝিয়াছেন, আলস্যেব সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহাবা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এই বিশ্বেব নিয়ম কার্য্যতৎপবতা,—এই বিশ্বের নিযম শ্রম। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেব যেখানে যে কিছু পদার্থ আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য করিতেছে, প্রত্যেকেই শ্রম-নিবত। প্রকাণ্ড সূর্য্য কিংবা প্রকীর্ণ পবমাণু,—অনন্ত নক্ষত্রবাজি অথবা অনন্তখদ্যোতমালা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, অগ্নি, বাযু, বিদ্যুৎ ইহাব কাহারও বিরাম নাই, কাহাবও বিশ্রাম নাই। অদ্রির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ কব, অথবা অন্ধকারাবৃত গিবিগুহা কি সাগর-গর্ভে প্রবেশ কব, দেখিবে কার্য্যের গতি সকল স্থলেই সমানরূপে অব্যাহত। বিশ্বের অনন্ত সূর্য্যমণ্ডল যেমন গ্রহ

উপগ্রহ লইয়া অহোরাত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, সূর্য্যরশ্মিবিলসিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ধূলিকণাও আপনার কার্য্যে তেমনি অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে। জল চলিতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অন্তঃস্রোত যাতাযাত কবিতেছে ;—পবমাণু সকল যোগে ও বিযোগে, সৃষ্টি ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে, এবং রূপ, বস ও গন্ধ প্রভৃতি বিবিধভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে,—বিশ্বজনীন প্রাণ-প্রবাহ ধ্বংস-প্রাদুর্ভাবেব বিবিধ লীলায অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও ক্ষণকালেব তবে যন্ত্রের বিবতি নাই। আবর্ত্তেব পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তেব পব বিবর্ত্ত,—অঙ্কুরেব পর পল্লবোদ্গম, পল্লবোদ্গমের পব ফুল, ফুলেব পব ফল, এবং পবিণতিব পব পবিণতি ও প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়া,—নিমেষের জন্যও জগদ্‌যন্ত্রেব সেই ক্রিয়াশীলতাব নিবৃত্তি কি নিবোধ নাই। প্রকৃতির এই অশ্রান্ত কার্য্যক্ষেত্রেব মধ্যে মনুষ্যের আলস্যজনিত অকার্য্য কিরূপ নিসর্গনিষিদ্ধ, নিয়ম-বিরুদ্ধ, অপ্রাকৃত ভাব, তাহা চিন্তা করিতেও এইক্ষণ শরীব কণ্টকিত হয়! ইহার পরও কি জিজ্ঞাসা করিবে যে, অলসের জীবন কেন এইরূপ দুর্ব্বহ ভার?

জীবনেব ঐ ভার প্রকৃতির অঙ্কুশ-তাডনা,—আসন্ন বিপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ অথবা আরব্ধ ব্যাধিব পূর্ব্বযাতনা। উহাব অর্থ,—শঙ্কিত হও,—সাবধান হও,—ভবিষ্যতেব প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মনুষ্য যখন জীবনের ভাবে ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পডে, তখন প্রকৃতি তাহাকে অস্ফুটস্বরে উপদেশ দেন যে,—কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপব হও, নহিলে জীবনে সজীবতা নাই। মনুষ্য যখন হৃদযের স্বাস্থ্য ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতেব ন্যায় পড়িয়া থাকে, তখন প্রকৃতি তাহাকে যন্ত্রণাব অব্যক্তশাসনে প্রকারান্তবে বুঝাইতে থাকেন যে,—কার্য্য কর এবং জীবনেব কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে শান্তি নাই। মনুষ্য যখন আপনাকে ঐরূপে ছাডিয়া দিয়া একবাবেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,—স্রোতের জলে তৃণেব মত ভাসিয়া যায়, উত্থানের চেষ্টাও পরিত্যাগ কবে, তখন প্রকৃতি তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুতাপের অরুন্তুদ বেদনায় এইরূপ আদেশ করেন যে,—সময় থাকিতে উত্থিত হও,—সময় থাকিতে স্বশক্তির আশ্রয় লও,—বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।

# মহত্ত্ব ও মিতব্যয়।

এই দুইয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ।

"What would life be without arithmetic,
but a scene of horrors?" *

যাহারা বয়সে বালক না হইলেও বুদ্ধি-চাপল্যে বালক, অথবা যাহারা স্বভাবতঃ অবোধ না হইয়াও সংসারের গতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই প্রবন্ধের শিরোনাম, কাঁচ-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায়, তাঁহাদিগের নিকট নিতান্তই বিসদৃশ অথবা বিরুদ্ধসংযোগ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ, কোথায় নন্দনজাত কল্পপাদপের উচ্চতম উচ্চতা, আর কোথায়, তিমিরাবৃত গিরি-গহ্বরের নিম্নতম নীচতা। কোথায় কাব্যের কমনীয়-বিলাস, আর কোথায় কড়া ও ক্রান্তির কদর্য্য গণনা! কোথায় মহত্ত্বের চিরস্পৃহণীয় মাধুরী,আর কোথায় মিতব্যয়ের চিরবিতৃষ্ণাজনক ক্ষুদ্রচিন্তা! এই দুইয়ে কি কখনও কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়।

* গণিত বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে, মনুষ্যের জীবন কি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যেই পরিণত হইত।

আমাদের বিশ্বাস এমন নহে, এবং এই জন্যই আমরা এই অতিলঘু প্রশ্নের নিকট গুরুভাবাক্রান্তচিত্তে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। আমরা ইহা জানি যে, এ জগতে যদি কিছু উপাস্য পদার্থ থাকে, সেই অতুল ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থ মহত্ত্ব; এবং যিনি যে পরিমাণে মহত্ত্বের উচ্চ আদর্শকে, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা করিয়া, পূজা ও পরিপোষণ করিতে পারেন, তিনিই সেই পরিমাণে মনুষ্যজাতির পূজনীয় ও মনুষ্যত্বের বিশ্রাম-স্থল। আমরা ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে, এই সুবিস্তীর্ণ সংসার-মরুতে যদি কিছু আদরের বস্তু থাকে, সেই বস্তু মহত্ত্ব, এবং যিনি যতটুকু মাত্রায় মহত্ত্বের আদর করিতে জানেন, তিনিই ততটুকু মাত্রায় মনুষ্য-মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন সুহৃদ্। আমরা ইহাও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, মহত্ত্ব কাব্যের প্রাণ-প্রিয়-ধন, কল্পনার চির-বাঞ্ছিত লীলাকানন, ধর্ম্মের প্রিয়তম পার্থিব-নিকেতন, এবং যাহা মহত্ত্বের সার, তাহাই মাধুর্য্যের প্রকৃত প্রস্রবণ।

কবিতা স্বভাবতঃই মনুষ্যের হৃদয়-হারিণী হয় কেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর হইতে পারে। সংসারে

যাহা দেখিতে পাই না, কবিতার কমনীয় স্নিগ্ধ আলোকে কখনও কখনও সেই স্পৃহণীয় শোভা নয়নগোচর হয়, এই জন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। সর্ব্বত্র যাহা শুনি না, কবিতার অস্ফুট আলাপে সময়ে সময়ে সেই প্রীতি-পবিত্র মধুরধ্বনি মনুষ্যের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে, এই জন্য কবিতা হৃদয়-হারিণী। অথবা,পৃথিবীর ফুলে ও ফলে, কিংবা পৃথিবীর কোন বস্তুতেই, যে রসের স্বাদ পাই না, কবিতায় কদাচিৎ তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় রস-স্বাদে কৃতার্থ হই, এই জন্য কবিতা হৃদয-হারিণী। কিন্তু এই সমস্ত উত্তরের উপর সর্ব্বপ্রধান উত্তর এই যে, মাটীর মানুষ, প্রাণ-পণে চেষ্টা করিলেও, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং স্বার্থ ও প্রয়োজনের শাসনে, মহত্ত্বের যে উচ্চগ্রামে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না, কবিতার অপার্থিব মানুষ, সেই দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরারোহ উচ্চতায় অবলীলাক্রমে উত্থিত হইয়া, মনুষ্যের কলুষপঙ্কিল কল্পনাকে যেন কি এক অলৌকিক শক্তির সহিত ক্রমশঃই সেই ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কিংবা আহ্বান করে,— মনুষ্যকে ক্ষণকালের জন্য হইলেও ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিম্নভূমি হইতে সবলে তুলিয়া লইয়া, মহত্ত্বের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য দেখাইয়া মন্ত্র-

মুগ্ধবৎ মোহিত করিয়া রাখে ; এইজন্যই কবিতা মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহিণী। পৃথিবীতে যে কয় খানি কাব্য আছে, মহত্ত্বই তাহার মূলমন্ত্র। যে কাব্য, এই মন্ত্র-হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অধঃপাতের আপাতমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া, মনুষ্যের মন ভুলাইতে যত্ন পাইয়াছে, তাদৃশ বিকটবস্তুকে কাব্য বলা শব্দশাস্ত্রের বিড়ম্বনা।

অপিচ, ধর্ম্ম মনুষ্যের মন এবং মনুষ্যসমাজের উপর স্বভাবতঃই প্রভুর ন্যায় আধিপত্যস্থাপনে সমর্থ হয় কেন ? রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ তাঁহার সিংহাসনের উপরে বসিয়া যাহাদিগকে চালনা করিতে সক্ষম হন না, রাজ-পথের এক জন সামান্য ভিক্ষু, শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, তাহাদিগকে বিনা মূল্যে কিনিয়া লইতে অধিকারী হয় কিসে ? এই প্রশ্নেরও অনেক উত্তর আছে। কিন্তু বোধ হয়, যিনিই এই বিশ্বজনীন প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়া চিন্তার নিভৃত নিবাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে এই উত্তর পাইয়াছেন যে —কাব্যের ন্যায় ধর্ম্মেরও প্রধান লক্ষ্য মহত্ত্ব, এবং এই-জন্যই ধর্ম্ম মনুষ্যজগতের অধিপতি ও মনুষ্য ধর্ম্মের অধীন। এই বিশ্বসমুদ্রের বিবর্ত্তনে জীবের পর জীবের বিকাশ

হইয়াছে, নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্ট—এবং উৎকৃষ্টপরম্পরায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সেই জীব-জগতের জীবন-প্রবাহে মহত্ত্বের আদর্শরূপ মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া আজি মনুষ্যকে প্রবৃত্তিজন্য মোহ ও স্বার্থপরতার নিগড় ভাঙ্গিতে শিক্ষা দিতেছে। এমন যে আরাধনার ধন,—মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ববিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি ইহাতে উপেক্ষা করিতে পারে? এই পৃথিবী যে দিন ইহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও ভজনালয় হইতে মহত্ত্বের সকল প্রকার কল্পিতমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দিবে, এবং সেই সকল শূন্য দেবালয় ও শূন্য ভজনালয়ে নিকৃষ্টসম্পদের নানাবিধ বিকটবিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজনে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিবে, পৃথিবীর সহিত সেই দিন পশুনিবাসের কোন পার্থক্য থাকিবে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ। কেন না, মনুষ্য আপনার মনুষ্যত্বকে বিস্মৃত হইয়া, প্রয়োজনের অনুরোধে কিংবা পাশব-শক্তির পীড়নভয়ে, পিশাচের নিকটেও মাথা নোয়াইতে পারে। ইহা মানবজাতির পুরাতন কলঙ্ক, এবং এ কলঙ্ক শীঘ্র যে পুঁছিয়া যাইবে এমন আশা অতি দুর্ব্বল। কিন্তু যদি প্রীতি ও ভক্তির

অনুবোধে মাথা নোয়াইতে হয়,তাদৃশ স্থান মহত্ত্বের পাদ-পীঠ। সুতরাং, মহত্ত্বেব উপাসনা যদি পৃথিবী হইতে এক বাবে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রীতি অথবা ভক্তির আর অবলম্ব থাকে কোথায়? এবং যেখানে প্রীতি নাই ও ভক্তি নাই, অথবা প্রীতি ও ভক্তি যেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পাবে না, কে সেই প্রত্যক্ষ নিরযে সাধ কবিয়া বাঁচিয়া বহে?

এই সকল কথা ভাবিযাই বলিয়াছি যে, মনুষ্যজগতে মহত্ত্বের তুলনা নাই। মহত্ত্ব যদি পর্ণকুটীবে লতাপাতার আচ্ছাদনে পড়িয়া থাকে, সেই পর্ণকুটীবও স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে সুন্দর দেখায়; মহত্ত্ব যদি অসংখ্যগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণাম্বরে পরিহিত রহে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও সেখানে লজ্জায় নিষ্প্রভ হয়। বাহিরের শোভা ও বাহিরেব সুচিক্কণ কারুকার্য্য ক্ষুদ্রতারই উপযুক্ত আবরণ। মহত্ত্বেব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কোনরূপ কৃত্রিম সহায়তাব অপেক্ষা করে না। উহা যদি বাহিরের সকল প্রকাব কান্তি ও কমনীয়তাতে বঞ্চিত হইয়া আপাততঃ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর ন্যায়ও প্রতীয়মান হয়, তথাপি উহাব গৌরব ও সৌরভ কালসহকারে দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে,

এবং যাহার চক্ষু আছে, সে ই যেমন প্রাতঃসূর্য্যের প্রফুল্লজ্যোতিঃ দেখিয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার চিত্ত আছে, সে ই মহত্ত্বের প্রদীপ্ত অথচ প্রসন্ন প্রতিভাদর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রহে।

কিন্তু সে মহত্ত্ব কি?—পরার্থ আত্মশাসন, পরার্থ আত্মসুখ বিসর্জ্জন। উচ্চাভিলাষ, উচ্চস্পর্দ্ধা, মান ও মনস্বিতা, সাহস ও শৌর্য্য, এ সকল ভাবও মহত্ত্বের উপাদান বলিয়া সদ্‌যুক্তিসহকারেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই যে, ভয়ে যিনি যমের নিকটও দৃষ্টি সঙ্কোচন করেন না, স্নেহে তিনি শিশুর নিকটও গলিয়া পড়েন, ন্যায়ের শাসনে শত্রুকেও তিনি সম্মান করেন, এবং সত্য ও সাধুতার অনুরোধে অনুগত জনের আনুগত্য অবলম্বনেও তিনি অভ্রভঙ্গ বহেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্ত্বের উপাসনা করে না, সে কখনও শক্তিসত্ত্বে শক্তিসংযম করিতে ইচ্ছুক হয় না, এবং বৈভবের সহিত বিনয়ের মিশ্রণ কিরূপ মধুর ও মনোহর, তাহা বুঝিয়া উঠে না। যখন দেখিতে পাই যে, শাকান্নমাত্র যাঁহার সম্বল, তিনি আত্মাবমাননা

ও আত্মবিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ সাম্রাজ্যসম্পদকেও পাদ-তলে দলন করিতে সাহস পাইতেছেন,—তৌলদণ্ডের এক-দিকে পৃথিবীর ভোগসুখ এবং আর একদিকে আপনার সম্মানরূপ তুলসীপত্রকে তুলিত করিয়া সেই তুলসীটিকেই তিনি অধিকতর ভারবিশিষ্ট মনে করিতেছেন, অথবা অব-স্থার অজেয় অত্যাচারে পরাজিত হইয়াও অন্তরে তিনি অপরাজিত রহিতেছেন, এবং অদৃষ্টচক্রের অন্তস্তলে নিপ-তিত হইয়াও আত্মার বল, আত্মার বীরতা, উচ্চাভিলাষ ও উচ্চতর অধ্যাত্মসামর্থ্যে আপনাকে আপনি মনুষ্যত্বের উন্নত ভূমিতে ধ্রুবনক্ষত্রবৎ স্থির রাখিতে সক্ষম হইতে-ছেন, আমরা তখন অনুভব করি ও একবাক্যে বলিয়া উঠি যে,মহত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র,এবং তিনি মহান্। কারণ, যে মহত্বের উপাসনা করিতে জানে না, সে সুখ ও সম্মানের তুলনায় কখনও সম্মানের মূল্য অবধারণ করিতে পারে না ; এবং মনুষ্য যে শারীর-বল ও সম্পদ-বলের উপরে মানসিকবলেও বলীয়ান্ হইতে পারে, ইহা কোন ক্রমেই তাহার ভোগ-বিমূঢ় জড়বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না। যখন দেখি যে, বিঘ্নবিপত্তির ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত যাঁহাকে এক পদ হেলাইতে পারে নাই, সুখ-সঞ্জাত স্নিগ্ধ

সমীরণের মৃদুল দোলনেই তিনি কৃতজ্ঞতার ভরে ঢুলিয়া পড়িয়াছেন,—আপদের পর্ব্বত-ভারেও যিনি নুইয়া পড়েন নাই,প্রীতি অথবা শ্রদ্ধার পুষ্পভারেই তিনি নত হইয়াছেন, বিদ্বেষের বিষাক্ত বাক্যও যাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই, ভক্তির অস্ফুট-মধুর সম্ভাষণমাত্রেই তিনি অন্তরে স্পৃষ্ট হইতেছেন, আমরা তখন অনুভব করি ও এক-বাক্যে বলিয়া উঠি যে, মহত্ত্বই তাঁহার জীবনের মন্ত্রসূত্র, এবং তিনি মহান্। কারণ, যেখানে সূর্য্যের আলোক আভাত হয় না, সেখানে যেমন ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, সেইরূপ যেখানে মহত্ত্বের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় না,সেখানেও এই সমস্ত লোকোত্তর গুণরাশি বিকশিত হইবার স্থান পায় না। কিন্তু, উচ্চতার যেমন উচ্চতর উচ্চতা আছে, গভীরতার সম্পর্কেও যেমন গভীরতর গভীরতা সম্ভবপর হয়, মহত্ত্বেরও সেইরূপ মহত্তর উৎকর্ষ আছে। সেই উচ্চতম মহত্ত্ব—পরার্থে প্রীতি,—পরার্থ আত্ম-শাসন,—আত্মসুখবিসর্জ্জন,—আত্মোৎসর্জ্জন।

মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বসুখ-নিরত। সে আপনার বিনা আর কিছু জানে না, আপনার বিনা আর কিছু বোঝে না, আপনার বই আর কিছুরই খবর লইতে অবসর পায়

না। এইরূপ আত্মচিন্তা প্রাণিমাত্রেরই অপরিহার্য্য গতি। ইহা যেমন মনুষ্যে আছে, পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গাদিতেও তেমনই বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা যাহার জীবনশক্তির প্রণোদনী এবং শীত-বাত যাহার স্বাভাবিক শত্রু, সে ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ছাড়িয়া আগে আপনার ভাবনা না ভাবিয়াই পারে না। আপনার ভাবনা ভুলিয়া গেলে, তাহার জীবনশক্তিই নিরবলম্ব হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। কিন্তু, প্রকৃত মহত্ত্ব সেই আপনার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাবনাকেও আপনার করিয়া লয়, এবং সময়ে সময়ে, যেন আপনারই উচ্ছ্বাসে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া,—যেন আপনারই প্রভাবের স্রোতোবেগে আপনি প্রবাহিত হইয়া, পরার্থ আপনাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং কুত্রচিৎ কখনও সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দেয়।

তুমি সকলের ভাগ বলে বা ছলে কাড়িয়া আনিয়া আপনার মুখারবিন্দে তুলিয়া দিতেছ। ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে। ইহা তোমার বাহুবলের নিদর্শন মাত্র। বনের বাঘও এইরূপ অথবা ইতোধিক প্রবলতর ক্ষুৎপিপাসার পাশবশক্তি নিত্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু, তুমি যখন, আপনার মুখের গ্রাস অধিকতর ক্ষুধিত অন্য কাহা-

রও মুখে তুলিয়া দিয়া, আপনি একটু ক্লেশ স্বীকার কর, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি পূজাস্পদ। তুমি, বর্ণবিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, আপনি আপনার বিলোল শোভা নিরীক্ষণ করিতেছ। ইহা তোমার মহত্ত্ব নহে। ইহা শুধু তোমার বৈভব-শালিতারই প্রমাণ। কবিতা শিশুকণ্ঠ-সাহায্যেও এই নীতি শিখাইতে প্রযাস পাইয়াছে যে, মনুষ্য বেশভূষার বৈচিত্র্যবিষয়ে ময়ুব ও মক্ষিকাব নিকটও আসন পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু, তুমি যখন, আপনার বেশ ও আপনার ভূষাব কথা বিস্মৃত হইয়া, আপনা হইতে দুঃস্থ অন্য কাহাবও অঙ্গে একখানি বস্ত্র তুলিযা দেও, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি মনুষ্যের শিক্ষাস্থল। তুমি, শুদ্ধ আপনাব সুখ ও আপনাব দুঃখেব সঙ্কীর্ণচক্রে ঘুবিয়া ঘুবিয়া, আপনারই প্রলাপ ও বিলাপ লইযা জীবন-যাপনে বত রহিয়াছ,—আপনাকেই জগতেব কেন্দ্রস্থানীয় মনে করিয়া আপনার আনন্দে আপনি ভাসিতেছ, আপনাবই বেদনায় আপনি কাঁদিতেছ, ইহা তোমার মহত্ত্বেব পবিচয় নহে। ইহাতে এই মাত্র বুঝায় যে, এ জগতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও লক্ষ লক্ষ জীব, যেমন এক আপনারই সুখের অন্বেষণে দেহ পাত কবিয়া,

বিস্মৃতির সমাধিমন্দিরে শয়ান হইযাছে, তুমিও তাহাদি-গেরই এক জন। কিন্তু, তুমি যখন পরকীয ন্যায্য সুখেব জন্য আপনার অন্যায্য সুখকে পবিত্যাগ কব,—পরেব তীব্রতর দুঃখে আপনাব সামান্য দুঃখ ভুলিয়া যাও, পবেব জন্য কাঁদ,—অথবা নির্ভয়ে, নিস্পৃহহৃদযে, এবং অভি-মানেব উপব উচ্চতব অভিমানে, আপনাব মান পব-কীয় মানেব নিকট বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসব হও,—আপনাব সমুজ্জ্বল মনস্বিতাকে আঁধাবে বাখিযা, পবেব চিত্ত-বিনোদনে,—পব-প্রীণনে প্রীতি অনুভব কব, তখন তুমি মহান্, তখন তুমি গুরুস্থানীয।

প্রকৃত মিতব্যযেব পরিণামফল, চবমলক্ষ্য এবং মূল-সূত্রও ঐরূপ পব-পোষণ ও পরার্থ আত্মোৎসর্জ্জন। কার্পণ্য ও মিতব্যযিতা এক কথা নহে। এই দুইকে এক মনে করা নিতান্তই ভ্রম। কার্পণ্য অভ্যাসগত লোভেব অভ্যাসজাত সঞ্চয়, মিতব্যযিতা উদ্দেশ্যবিশেষেব উচ্চতব অনুবোধে ইচ্ছাকৃত সংগ্রহ। কার্পণ্যেব আদি চিন্তা আত্মসুখ, মিত-ব্যযিতার আদি চিন্তা পবের সুখ। কার্পণ্যেব যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা আপনাব নিমিত্ত, মিতব্যযিতাব যত কিছু উৎকণ্ঠা, তাহা পরের নিমিত্ত। এমন স্থলে এই দুইকে এক

জ্ঞান কবিতে যাইব কেন? যাহাবা কৃপণ, তাহাদিগকে ঘৃণা কব, তাহাতে আমাদিগের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যাহাবা শক্তিসত্ত্বেও ক্ষুধাতুবকে এক মুষ্টি অন্ন এবং তৃষাতুবকে এক ফোটা জল না দিয়া, গভীর রাত্রিতে কুশীদগণনাব কষ্টচিন্তায় ডুবিয়া রহে,সহৃদয় আর্য্যসন্তানেবা যে, প্রাতঃসময়ে তাহাদিগেব নাম-গ্রহণেও কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন, ইহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ দীনচিত্ত ও ক্ষীণপ্রাণ ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ সামাজিক নিগ্রহ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি, মুষলধারাব বৃষ্টির মধ্যে দ্বাবস্থ অতিথিকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনারা মনেব আনন্দে সুখ-পর্য্যঙ্কে শযান থাকে, তাহাদিগেব নামোচ্চাবণে অন্নব্যঞ্জন নষ্ট না হউক, চিত্তেব স্ফূর্ত্তি ও হর্ষ অবধাবিত বিনষ্ট হয়। এইরূপ পিত্তদগ্ধ ব্যক্তিরা বৃথা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, বৃথা এ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। কবি এইরূপ স্বর্ণভার-নিপীড়িত সমৃদ্ধ-দরিদ্রদিগকে সম্ভাষণ কবিয়া বলিয়াছেন,—

"তুমি ধনী হইলেও দবিদ্র। গর্দ্দভ যেমন উহাব নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত সুবর্ণবাশির ভার বহন করে, তুমিও সেইরূপ পুঞ্জীভূত ধনের ভার বহিয়া পথশ্রমমাত্র করি-

তেছ, এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমায় সেই ভার হইতে বিমুক্ত করিতেছে।"*

কিন্তু যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে এক মুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা এক মুষ্টি কম খান, পরকে সুখসম্ভোগে একটুকু অধিকারী করার অভিলাষে আপনাদিগের সুখসম্ভোগের চক্র একটুকু সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ মিতাচার-পরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে পাতক হইবে। তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত কর।

সুতরাং, এইক্ষণ প্রত্যক্ষ দেখ, মহত্ত্বের সহিত মিতব্যয়ের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং ইহারা, সমান পরিধির ক্ষেত্র না হইলেও সমকেন্দ্রবদ্ধ। মহত্ত্বের অর্থ মিতব্যয় এবং মিতব্যয়ের অর্থ মহত্ত্ব, এমন কথা আমরা বলি নাই।

* "If thou art rich, thou art poor ;
For like an ass, whose back with ingots bows,
Thou bearest thy heavy riches but a journey,
And Death unloads thee.

( Shakespeare. )

কিন্তু মহত্ত্বের গতি যে দিকে, মিতব্যয়ের পরিণতিও সেই দিকে, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণতাকে মহত্ত্বের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার কর কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে মিতব্যয়ী হওয়া কষ্ট জ্ঞান করে, সে কখনও আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সুচারু-রূপে সম্পাদন করিতে পারে না। জনকজননী ও স্ত্রীপুত্র-পরিজনের ভরণপোষণ এবং ন্যায়তঃ পাল্য আশ্রিতদিগের লালন পালন মনুষ্যমাত্রেরই অনুল্লঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। মনু, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কঠোরমূর্ত্তি-দর্শনে, যেন একটুকু ভীত হইয়াই, মনের তদানীন্তন আবেগে এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "যদি শত অপকার্য্য করিতে হয়, তাহাও বরং করিবে, তথাপি পরিজনদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনে ক্লেশ দিবে না। যাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণে উদাসীন রহিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহাদিগের সমস্ত পুণ্যই পয়োমুখ বিষকুম্ভের সমান।" * কিন্তু যাহারা স্বসুখ-লালসা ও ভোগ-পিপা-

* "বৃদ্ধৌচ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ
অপকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ।
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ।" ইত্যাদি
(মনুসংহিতা।)

সাব প্রমত্ততায় অমিতব্যয়ী হয়, তাহাদিগেব পরিজনেরা প্রথমে কিরূপ উপেক্ষিত এবং পরিশেষে কিরূপ অপার দুঃখসমুদ্রে নিপতিত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখ। যে সকল সুকোমলপ্রকৃতি শিশু এক সময়ে আদবের পুতুল ছিল, পিতাব অমিতব্যয়িতায় আজি তাহারা অনাথনিবাসের অতিথি, অথবা ভিক্ষান্নেব জন্য লালায়িত। যাঁহাবা, এক সময়ে অন্তঃপুরের কমনীয় উদ্যানে কুসুমেব মত বিকশিত ছিলেন, পতি কি পবিবারস্থ অভিভাবকেব অমিতব্যয়িতায়, আজি তাঁহারা তীর্থাশ্রমের কাঙ্গালিনী। যদি ইহার পরও অমিতব্যযিতাকে সামাজিক মনুষ্যমাত্রেই ঘোবতব পাতক বলিযা ঘৃণা করিতে না শিখে, এবং মিতব্যয়িতার সহিত কর্ত্তব্যেব কঠোরধর্ম্ম এবং সুতরাং মহত্ত্বেব পূজার্হ ধর্ম্মভাবের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সকলে তাহা না বোঝে, তাহা হইলে বলিব যে, মনুষ্যের চক্ষু কিছুতেই ফুটিবার নহে।

তুমি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা এবং লোকসমাজেব উপকার-চেষ্টাকে মহত্ত্বেব অঙ্গ বলিযা মানিতে সম্মত হইবে কি? তাহা হইলে মিতব্যয়ী হও। যে, জীবনের প্রথম হইতেই, মিতব্যয়ী হইতে যত্নশীল না হয়, তাহার

নিকট স্বদেশ, স্বজাতি অথবা স্বসমাজ, ইহাদের কাহারও কোন প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কিংবা উপার্জ্জিত অর্থরাশি দ্বারা জগতের উপকার করিয়াছেন,—স্থানে স্থানে শিক্ষার মঠ স্থাপন করিয়া অনাথ ও অসহায় শিশুদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন, এবং এইরূপে অথবা অন্য প্রকারে মনুষ্যত্বের বিকাশ-কার্য্যে প্রকৃতির সাহায্য করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র হইতেও শ্রেষ্ঠতর প্রাকৃতশক্তি বলিয়া গণনার মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা স্থানে স্থানে ঔষধের আশ্রম সংস্থাপন দ্বারা দীন-দুঃখীর রোগ-জীর্ণ অঙ্গে ঔষধের শান্তিপ্রদ প্রলেপবৎ অনুভূত হইয়াছেন, পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া আশ্রয়হীন পথিকদিগকে প্রণয়িজনের অপ্রত্যক্ষ প্রিয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন,—অপ্রত্যক্ষ কোমলস্পর্শে শীতল করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিতব্যয়ী ছিলেন। যাঁহারা পতিতজাতির পুনরুদ্ধরণ-বাসনায়,শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় সম্পদের বিকাশের উপযোগি বিবিধ কর্ম্ম-যন্ত্রের গঠন ও চালনে প্রভূত অর্থবলের চালনা করিয়া, যন্ত্রী বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন,—আগুনের জিহ্বায় হাত দিয়াছেন, সাপের ফণা ছিঁড়িয়া আনিয়া-

ছেন, বাঘের দাঁত উপাড়িয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারাও স্বজীবনে মিতব্যয়ী ছিলেন। যদি এই সকল পুরুষার্থ-সাধক প্রধান মনুষ্যেরা অর্থকে এক হাতে উপার্জ্জন করিয়া, চৈত্রবায়ু-তাড়িত শক্তুর ন্যায়, আর এক হাতে উড়াইয়া ফেলিতেন, অথবা উচ্ছৃঙ্খলতার অবতারের ন্যায় পুরুষপরম্পরাগত সম্পত্তিকে সুসেব্য ও অসেব্য নানাবিধ ভোগে ও সুখে ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে হয় ত মধুলুব্ধ মক্ষিকার মত অনেক মাক্ষিক-প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উড়িয়া উড়িয়া, মধুর স্বরে গুণ্ গুণ্ করিত। কিন্তু, কালাতিপাতে কে তাঁহাদিগের নাম শুনিত? কে তাঁহাদিগের নাম লইত? কে তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া মহত্ত্বের গুণানুবাদে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত?

ইহাও দৃষ্ট না হয় এমন নহে যে, এই পৃথিবীর অনেক সবলমতি ও সুকুমারপ্রকৃতি ব্যক্তি ব্যয়সম্বন্ধীয় উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রকৃতই উদারতার লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং মিতব্যয়ের বুদ্ধিকে মহত্ত্বের সমকেন্দ্রবদ্ধ নীতিরেখা বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, অপব্যয়ীর নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় ভাবকেই মহত্ত্ব, অভিমান ও শক্তিমত্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা হৃদয়াংশে নিকৃষ্ট নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই বিচিত্র জ্ঞানাংশে তাঁহারা নিঃসন্দেহ ভ্রান্ত। সংসারে যেমন অনেকেই ভাল ভাবিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকে, তাঁহারাও বস্তুতঃ ভাল ভাবিয়াই ভ্রমে পড়িয়া আছেন। নাম নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেলি, * সেরিডেন † এবং গোল্ডস্মিথ §

* পর্সি বিশ্‌ সেলি ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি বিখ্যাতনামা বায়রণের সমসাময়িক এবং বায়রণের একান্ত প্রীতিভাজন সুহৃৎ ছিলেন। ইঁহার গুণরাশি স্মরণ করিয়া এখনও অনেকে ইঁহাকে ভক্তি করেন, এবং ইঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুঃখে অবসন্ন হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়, এবং ইনি ৩০ বৎসর বয়সের সময়ে জলে ডুবিয়া মৃত্যুর গ্রাসে নিপতিত হয়েন।

† রিচার্ড ব্রিন্‌স্লী সেরিডেন, চতুর্থ জর্জ্জের সমসাময়িক ও সুহৃৎ। ইনি প্রহসনাদি রচনা দ্বারা প্রথমে সুপরিচিত হন, এবং পরিশেষে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে সম্মান লাভ করেন। ইনি জীবনের শেষভাগে ঋণযন্ত্রণায় ও রোগযন্ত্রণায় যার পর নাই কষ্টদুঃখে মানবলীলা সংবরণ করেন।

§ অলিবার গোল্ডস্মিথ সুপ্রসিদ্ধ লেখক, সুকবি এবং জন্‌সনের সুহৃৎ। ইনি দাতা, পরোপকারী এবং যার পর নাই অমিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি অর্থাভাবে এক এক সময়ে অন্নকষ্ট পাইয়াছেন, এবং অশেষ প্রকারে অপমানিত হইয়াছেন।

প্রভৃতি অতিবড় ভাল এবং অতিবড় উচ্চাশয় কতকগুলি পুরুষকে এই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই জীবনচরিত উদারতা ও অমিতব্যয়িতার মিশ্রণজন্য দগ্ধহলাহলে মনুষ্যের স্মৃতিপটে দগ্ধাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু,তাঁহারা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, আত্মাবলম্বন ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি মহত্ত্বের যে সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে অভিমানে আবৃত ও আত্মগত, মিতব্যয়রূপ পরিণাম-মধুর কঠোরব্রতের সঙ্গে সে গুলিরও অতি দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা হইলে অভিমানের নামেই তাঁহারা মিতব্যয়ী হইতেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, আপনাকে অন্যের গলগ্রহ করিয়া রাখা, অথবা আপনার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার ভার অন্যের উপর ফেলাইয়া দেওয়া,যার পর নাই অনুদারতার কার্য্য,তাহা হইলে উদারতার নামেই তাঁহারা মিতব্যয়ের আশ্রয় লইতেন। তাঁহারা যদি বুঝিতে পাইতেন যে, যিনি সকল শক্তির আদি শক্তি এবং বিশ্বশক্তিতে শক্তিময়ী, সেই প্রাণাশ্রয়া প্রকৃতির অতি সামান্য একটি বস্তুও অপব্যয়ে যায় না, কিংবা অমিতবলে ব্যবহৃত হয় না,—যদি তাঁহারা বিজ্ঞানের বিমল চক্ষু লইয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন যে, প্রকৃতির এই বিশ্ব-

ভাণ্ডারে একটি ধূলিকণা কিংবা একটি পুষ্পরেণুরও অপ-চয় ঘটে না, তাহা হইলে তাঁহারা শক্তিমত্তার নামেই মিতব্যয়কে মহত্ত্বের অভিন্ন অঙ্গ বলিয়া অবধারণ করি-তেন, এবং অমিতচারিতা যে একমাত্র দুর্ব্বলতারই পরি-ণামফল, ইহা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইতেন। অযুত কোটি সৌরজগৎ লইয়া এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সম্পদ্, অনন্ত হইতে অনন্ত যাঁহার নিত্য সঞ্চয় এবং নিত্য পোষ্যপালনের নিত্য দান, একটি গলিতপত্র, স্খলিত ফুল, এক ফোটা তৃষিত জল, অথবা রেণুপ্রমাণ একটুকু মৃত্তি-কার ব্যবহার বিষয়েও যখন তিনি মিতব্যয়ের অপরি-বর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া-ছেন, তখন মনুষ্য মিতব্যয়ের ধর্ম্মকে কোন্ সাহসে এবং কি অভিমানে মহত্ত্বের অঙ্গীভূত শক্তিসম্পদের বিরোধী ভাব বলিবে, বুদ্ধি তাহা পরিগ্রহ করিতে পারে না।

# নিন্দুকের* এত নিন্দা কেন?

এ দেশের এক প্রাচীন নীতিপ্রবক্তা এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, কিন্তু নিন্দুকের ভার সহিতে পারেন না। নিন্দুক পর্ব্বত ও সমুদ্র হইতেও দুর্ব্বহ। আবার, সকল নীতিপ্রবক্তার শিরোমণি মহামনা শেক্ষপীরও নিন্দুকের নিন্দাচ্ছলে অতি মর্ম্মস্পর্শিবাক্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

"যে আমার অর্থ অপহরণ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমার কিছুই নিতে পারে না। উহা অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এইক্ষণ তাহার হইল, এবং পূর্ব্বেও উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আসিয়াছিল। কিন্তু, যে আমা হইতে আমার সুনামটি চুরি করিয়া নেয়, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমায় যথার্থই দরিদ্র করে।"

---

* যেসকল ধাতুর উত্তর পাণিনীয় প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণ অনুসারে উক প্রত্যয় হয়, নিন্দ্ ধাতু তাহার অন্তর্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালায় নিন্দ্ ধাতুর উত্তর উক প্রত্যয়ের প্রয়োগ চিরপ্রচলিত। এই হেতু বাঙ্গালায় নিন্দক না বলিয়া নিন্দুক বলে।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিন্দুকের উপর খড়্গহস্ত ; সকলেই নিন্দুককে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। নিন্দুকের উপমাস্থল চোর, নিন্দুকের জিহ্বার নাম কালকূট, নিন্দুকের সাহচর্য্যের নাম নরক, নিন্দুকের কথকতার নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন ? অথচ একথাও অস্বীকার করিবার বিষয় নহে যে, কাব্যে, সাহিত্যে ও নীতিতত্ত্বে নিন্দুকের এত নিন্দা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই কোন না কোন রূপে লোকনিন্দায় কিয়ৎপরিমাণে লিপ্ত। মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে ? মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে বাদ-বিতর্ক হয়, তাহার প্রধান এক ভাগই কি পরনিন্দা নহে ?

মনুষ্যের সামাজিক জীবন আলোচনা কর। দেখিবে, তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে কথা কহিতে যাও,তাহাতেই তোমাকে অল্প কি অধিক পরিমাণে মনুষ্যের নিন্দা করিতে হইতেছে। যাহারা তোমার ন্যায়োপেত কার্য্যের অন্যায্য পরিপন্থী, তুমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটূক্তি কর। যাহাদিগকে শাসন না করিলে, তোমার ন্যায়সঙ্গত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিনষ্ট হয়, তুমি তাহাদিগকেও যথেচ্ছ তিরস্কার করিয়া থাক। অথবা, তোমার

আত্মা যাহাদিগকে মনুষ্য নামের অযোগ্য, মনুষ্যসমাজের শত্রু কিংবা মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করে, তুমি বন্ধু বান্ধবকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর কোন অভিলাষে,নিভৃত আলাপে তাহাদিগের প্রকৃতচিত্র অঙ্কিত করিতে যত্নপর হও। ইহার কোন্ কার্য্য লোকনিন্দার সম্পর্কশূন্য? যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, কিংবা বিশেষ কোন ধর্ম্ম কি সত্যের প্রচারক, তাঁহারাও সকলেই কর্ম্মসূত্রে বাধ্য হইয়া লোক-নিন্দা করিয়াছেন। সমাজবিশেষের নিগ্রহ বিনা,সামাজিক সংস্কার এবং ধর্ম্মবিশেষের দোষোল্লেখ বিনা ধর্ম্মসংস্কার সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। লোকে পুরুষপ্রবর লুথরের * কতই না প্রশংসা করে; কিন্তু তদীয় অনুগামিদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত উন্মুক্তপ্রাণে তাঁহার

---

* ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণির অন্তর্গত স্যাক্সনি প্রদেশে ইঁহার জন্ম এবং ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি পুরাতন খৃষ্ট-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন করিয়া এইক্ষণকার প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি পোপের প্রতিকূলে প্রোটেষ্ট্ (Protest) অর্থাৎ প্রতিবাদ করেন বলিয়া ইঁহার মতাবলম্বীরা প্রোটেষ্টাণ্ট নামে জগতে পরিচিত।

প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারাও ইহা স্বীকার করে যে, তিনি ধর্ম্মানুরাগ এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রভূত গুণে অলঙ্কৃত হইয়াও পোপ * এবং পোপের শিষ্যসেবকদিগকে নিন্দা করিবার সময়ে একাই একসহস্র জিহ্বা এবং সহস্রাধিক ভেরীর কার্য্য করিতেন। পোপের অনুচরবর্গ যেখানে তাঁহার একগুণ নিন্দা করিতেন, তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া ঋণ পরিশোধে যত্ন পাইতেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতি, সমাজ-রহস্য ও কাব্য-সাহিত্যের সমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী রাজা ও রাজমহিষী এবং মৃত গ্রন্থকারদিগকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিন্দার কশাঘাত করিতেছেন ;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত গ্রন্থ-

* রোমেন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ অথবা প্রধানতম গুরুকে পোপ বলে। ক্যাথলিকেরা খৃষ্টের মাতা মেরীরও ভজনা করে এবং ভজনালয়ে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখে, প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাহা করে না। লুথরের পূর্ব্ব সময়ে সমস্ত ইউরোপ, পোপের আজ্ঞাধীন ছিল। ক্যাথলিকেরা পোপকে অদ্যাপি অভ্রান্ত গুরু বলিয়া মানে, লুথরের অনুচর প্রোটেষ্টাণ্টেরা তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে না।

কার, অথবা অন্য কোন শ্রেণীর জীবিত প্রধান ব্যক্তি-দিগকে, ক্রীড়ার পুতুলের মত নির্জ্জীব বিবেচনায়, নানা প্রকাবে নিন্দা করিয়া, আপনার সমালোচনী ক্ষমতাব পবিচয় দিতেছেন। অধিক আর কি,কল্পনামাত্র যাঁহাদি-গের সম্বল, কুসুমচয়ন যাঁহাদিগেব ব্রত, সেই কবিগণও অতি সূক্ষ্মসূত্রিত কৌশলে লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সার্থকতা দেখাইতেছেন। /যখন সকলেই এই প্রকাব কাহারও না কাহারও নিন্দা কবিতে বাধ্য হইতে-ছেন, তখন বৃথা আব নিন্দুকের এত নিন্দা করিব কেন ?/

এই প্রশ্নটি এই ভাবে উত্থাপিত হইলে, আপাততঃ এরূপ বোধ হওয়া বিচিত্র নহে যে, পরনিন্দায পাতক-স্পর্শের যাহা কিছু আশঙ্কা, তাহা কতকটা অমূ-লক। কিন্তু প্রশ্নের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বে প্রবেশ কবিলে দৃষ্ট হইবে যে,/পরনিন্দার একভাগ পরপীড়ন, আর এক ভাগ পবস্বাপহবণ,/ এবং যাহাবা নিন্দুক, তাহারা অতএবই সর্ব্বাংশে দস্যু তস্করের সমান।

/স্তুতি ও নিন্দা উভয়েবই সীমারেখা এক দিকে সত্য এবং আর এক দিকে সদুদ্দেশ্য, সৎপ্রয়োজন অথবা সাধুকামনা।/ সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও

স্তুতি কবিবে না, এবং সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহাবও নিন্দা কবিবে না। তবে স্তুতিনিন্দাব সমালোচনায় এই এক বিশেষ পার্থক্য যে, স্তুতিবাদ যদি সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহাব উদ্দেশ্য ও প্রযোজনেব প্রতি প্রায়শঃ মনুষ্যেব দৃষ্টি পড়ে না। মনুষ্যসমাজ স্তাবককে কবে কোন্ দেশে বিচাবগৃহে আনিয়া শাসন করিয়াছে? কিন্তু নিন্দাব স্থলে, যেমন এক দিকে সত্য, তেমন আব একদিকে সদুদ্দেশ্য, সৎপ্রযোজন এবং সাধুকামনাব পবীক্ষা না করিয়া, কেহই নিন্দুককে নিষ্কৃতি দিতে সাহস পায় না, অথবা সম্মত হয় না। মনুষ্য, প্রণযেব অধীন হইয়া, প্রিয়জনেব স্তুতিগান কবিতে পাবে,অথবা ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া, ভক্তিভাজনের গুণানুবাদ কবিতে পাবে। তাদৃশ স্থলে সত্যেব মর্য্যাদা বক্ষা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমবা তখন তাদৃশ স্তুতি ও গুণানুবাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবা কোন অংশেও আবশ্যক মনে করি না। কারণ, প্রীতি অথবা ভক্তিব স্তুতি কখনই মানবসমাজেব সৌভাগ্য-শান্তির বিঘ্নজনক হইতে পারে না, এবং উদ্বেল হৃদয়, প্রীতি অথবা ভক্তির কোমল অথচ

প্রবল আকর্ষণে, অন্যদীয় হৃদয়ের প্রতি প্রধাবিত হইলে, তাহাতে সংসারের সুখসমষ্টির বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হয় না। কিন্তু মনুষ্য বিনা প্রযোজনে, কিংবা বিনা বিবেক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও উপকার-বাসনার শাসনে, কখনও কোন মনুষ্যের নিন্দা করিতে অধিকারী নহে। নিন্দা অতি ভযাবহ গরল। স্বকার্য্যনিপুণ সুচিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থই গরল ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইযা খেলা করিতে পারেন না, যাঁহারা মনুষ্যবিশেষ কিংবা মনুষ্যসমাজের উপকার করিতে সমর্থ, তাঁহারাও উল্লিখিত উপকারমাত্র প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইযা খেলা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। তাঁহাদিগের কথা কেবল সত্য হইলেই হইবে না; কিন্তু যে কথা তাঁহারা বলিতেছেন, তাহাতে সৎপ্রয়োজন এবং সাধুকামনাও আছে কি না, তাহাও প্রগাঢ় দৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে। যাহারা সাধারণতঃ নিন্দুক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত, তাহারা প্রায়শঃই নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক। অপিচ, তাহারা লোকনিন্দায় যেরূপ নীচাশয নিষ্ঠুরতা ও নিকৃষ্ট প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে, তাহাতে তাহাদিগের অন্তরে সদুদ্দেশ্য কিংবা সাধুকামনা বিদ্যমান

থাকা কোন রূপেও অনুমিত হইতে পারে না। সুতরাং, তাহারা যে মনুষ্যসমাজে বিশেষরূপে ঘৃণিত এবং বিষাক্ত বস্তুর ন্যায় দূর হইতে পরিত্যক্ত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি ? তবে, নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি আছে, এবং যেখানে বাহিরে উহার পরিস্ফুট কোন কারণ নাই, সেখানে অন্তস্তলে বিশিষ্ট কোন গূঢ় কারণ আছে। কেহ আহূত নিন্দুক, কেহ অনাহূত নিন্দুক, কেহ বা বরাহূত নিন্দুক। * অনেকে আবার এই তিন শ্রেণির অতিরিক্ত। তাহাদিগকে সাধারণ নিন্দুক বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সুসঙ্গত। কোন্ প্রকারের নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিবার পূর্ব্বে নিন্দার প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

* যাহাদিগকে সমালোচনার জন্য আহ্বান করা হয়, অথবা লোকে স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা ডাকিয়া আনে, তাহাদিগকে আহূত নিন্দুক বলা যাইতে পারে। যেমন আহূত ব্যাধি অথবা নিমন্ত্রিত শত্রু। যাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া আনে নাই, জিজ্ঞাসা করে নাই, অথবা নিন্দার বিষয়ের সঙ্গে যাহাদিগের কোনদিকে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তাহারা অনাহূত অথবা অনিমন্ত্রিত নিন্দুক। আর, যাহারা পরের যশোধ্বনি অথবা সুখ্যাতির রব শুনিয়া আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা বরাহূত নিন্দুক।

নিন্দাব এক কাবণ সহানুভূতির অভাব। যাহাব সহিত তোমার মন মিলে না, প্রাণ মিলে না, হৃদয় মিলে না, এবং জীবনেব গতি মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা কর এবং সেও তোমাব নিন্দা কবে। তাহাব আত্মা তোমার নিকট এক গভীব অন্ধকার কূপ, তোমাব আত্মাও তাহাব নিকট এক গভীব অন্ধকার কূপ। দুইয়েই দুইয়েব বহি-বাবরণ মাত্র দেখিযা থাক, এবং শুধু বহিবাবণ দেখ বলি-য়াই, দুইয়ে দুইযেব সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কব।

সাম্প্রদায়িকদিগেব পবস্পব নিন্দা কিযৎপবিমাণে এই শ্রেণিব। কাবণ, তাঁহাদিগেব মধ্যে মতভেদজন্য সহানু-ভূতিব অভাবই তাদৃশ নিন্দাবাদেব প্রধান প্রবর্ত্তক।— যাহাদিগেব মধ্যে সাম্প্রদাযিকতাব পবিচিহ্নিত পার্থক্য নাই, অথচ ধর্ম্ম, নীতিতত্ত্ব, বাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও বিবাহপ্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানেব বিধি ব্যবস্থা লইয়া মনের ভাবওবিশ্বাসেবপার্থক্য নিতান্ত বৃহৎ,তাহাদিগেব পবস্পব নিন্দাও এই শ্রেণির। মবৃমনেবা * খৃষ্টেব উপা-সনায একান্ত ভক্তিপবায়ণ হইযাও, খৃষ্টীব সমাজে নিতান্ত

* আমেবিকাব একটি উপাসক সম্প্রদায়। ইহাদিগেব মধ্যে প্রায় সকলেই বহুবিবাহকারী; অনেকে ৮। ১০ টি বিবাহ করেন।

ঘৃণিত, এবং তাহাদিগেব মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত সাধু, সদাশয় ও দয়াধর্ম্মপব পরোপকাবী, তাঁহারাই আবার নিন্দাব দংশনে বিশেষরূপে নিপীড়িত। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে লুথরকে পুরুষপ্রবব বলিয়া প্রসঙ্গতঃ ব্যাখ্যা কবিযাছি, এবং মনুষ্যসমাজের একার্দ্ধ যাঁহাকে বর্ত্তমান সভ্যতাব পথপ্রদর্শক বলিয়া পূজা করিতেছে, ক্যাথলিকদিগেব চক্ষে তাঁহাব মত পাপিষ্ঠ এ জগতে আর কেহ জন্ম গ্রহণ কবিয়াছে কি না, তাহা সন্দেহেব কথা। পক্ষান্তবে,আমেবিকাব দাস-ব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজকদিগেব নিকট জিজ্ঞাসা কব, তাঁহাবা বলিবেন যে, পাঁচকোটি মনুষ্যকে পশুপক্ষীব মত পিঞ্জব-রুদ্ধ রাখিয়া, তাহাদিগের রক্তমাংস বিক্রয়দ্বাবা বীতিমত বাণিজ্য করিলেও, তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক কি পাপের ভয় নাই , কিন্তু,পাবকাবেব * মত ধর্ম্মদ্রোহী নবাধমেব নামোচ্চারণ করিলেও মন রুগ্ন এবং চিত্ত পাপের পঙ্কিল হ্রদে চিবদিনেব জন্য নিমগ্ন হয়।

---

* আমেরিকাব ইদানীন্তন ধর্ম্মসংস্কারক, বিখ্যাত বক্তা, বিখ্যাত লেখক। যাঁহাদিগের যত্নে আমেরিকার দাস-ব্যবসায় রহিত হয়, ইনি তাঁহাদিগের অগ্রগণ্যপরিচালক ছিলেন। ইনি খৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়া বুদ্ধ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষ বলিয়া মানিতেন।

নিন্দুকের জিহ্বা রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার ছায়ায় থাকিয়া কতরূপ বিচিত্র কথার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন প্রথিতনামা গ্লাডষ্টোনের পবিত্রজীবন। বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন জ্ঞানে, গুণে, বাগ্মিতার অলোকসাধারণ বৈভবে এবং রাজনীতির যন্ত্রচালন-ক্ষমতায় প্রকৃতই বর্ত্তমান বৃটিস সাম্রাজ্যের প্রধানতম যশস্তম্ভ বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সম্মানিত। কিন্তু, ইংলণ্ডের বহু কোটি লোক যেমন তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করে, ইহাও অভ্রান্ত সত্য যে, তত্রত্য বহু কোটি লোক তেমনই তাঁহাকে অপদেবতা জ্ঞানে ঘৃণার সহিত বিদ্বেষ করিয়া থাকে,এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া,অন্নপানীয় গ্রহণের পূর্ব্বে,নিত্য-কর্ম্মের মত একবার তাঁহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, ইংলণ্ডের সুবিস্তীর্ণ অধিকারের মধ্যে গ্লাডষ্টোনের ন্যায় যশস্বী, অথচ গ্লাডষ্টোনের ন্যায় নিন্দিত,দ্বিতীয় আর কেহ আছে কি না, বলা যায় না। ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিকেরা ইদানীং প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম রক্ষণশীল, আর এক শ্রেণীর নাম উদারতন্ত্রী, কিংবা উন্নতিশীল। গ্লাডষ্টোন যে সম্প্রদায়ের নেতা কিংবা প্রধান পুরুষ, সেই সম্প্রদায় উদারতন্ত্রী কিংবা উন্নতিশীল

বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত। তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি অনেকে সরলান্তঃকরণে এইরূপ বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাসের নির্ভরে লোকের কাছে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, গ্লাডষ্টোন সদ্যোজাত শিশুর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া নিয়া মদিরায় তাহা মিশাইয়া লয়েন, এবং সেই দ্রবীভূত হৃৎপিণ্ডপানেই বক্তৃতায় তিনি বিশ্ব মোহন করিতে সমর্থ হয়েন। * ইহার উপর আবার মনুষ্যের কি নিন্দা হইতে পারে ?

অপিচ, বৃদ্ধ ও যুবজনের মধ্যে যে নানাপ্রসঙ্গে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবমূলক। বৃদ্ধ, যুবার প্রতপ্ত ও প্রমত্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না,—সে কেন হাসে, কেন কাঁদে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি দুঃখে ঢুলিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও, এখন আর তাহা বুঝেন না, কিংবা বুঝিতে চাহেন না। আবার, যুবজনেরা বৃদ্ধের শীত-সঙ্কুচিত সাবধান প্রাণের মর্ম্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর

* হেনরী লুসি প্রণীত 'দুই পার্লিয়ামেন্টের দৈনিকবিবরণ' নামক অতিপ্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থে এই কথাটা লিখিত আছে।

হইবার পূর্ব্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহাদিগের চঞ্চল বুদ্ধিতে তাহা প্রবেশ করে না। সুতরাং, যুবার চিন্তাবিরহিত প্রমোদময় জীবন, যুবার বিলাস-লালসা, যুবার বেশ-বিন্যাস-ভঙ্গি, যুবার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি, যুবার তরঙ্গ-তরল পরিবর্ত্ত-প্রিয়তা অনেক সুবিজ্ঞ বৃদ্ধের নিকটও নিতান্ত নিন্দার্হ, এবং বৃদ্ধের পরিণাম-গণনা, পরিগণিত কথা, সকল কথায়ই উপদেশ-দানের প্রবৃত্তি,—বৃদ্ধের নীরস গাম্ভীর্য্য, নিয়ম-দৃঢ়তা ও নিয়মিত জীবনের দৃঢ়শৃঙ্খলা অধিকাংশ যুবার কাছেই যার-পর-নাই নিন্দনীয় ও বিরক্তিজনক।

সহানুভূতির অভাবে কতরূপে নিন্দার সৃষ্টি হয়, আমরা তাহার প্রকার মাত্র দেখাইয়া দিলাম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই শ্রেণীর নিন্দা, অনেক স্থলেই, কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ, ইহার অভ্যন্তরে খলতার ভাগ প্রায়শঃ খুব বেশী নহে। ইহা সকল সময়েই ক্ষমাযোগ্য কি না, তাহা বিচার্য্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্ত ও অধম ব্যক্তিরা আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারেনা,—তাঁহারা চিন্তার যে

গ্রামে অবস্থান কবেন,কল্পনার সহায়তায় সতত যেখানে উড্ডীন রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না, এবং স্তুতরাং তাঁহাবা কেন কি কবেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য্য ও কাবণেব শৃঙ্খলে সুসংবদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয না। তাঁহাদিগেব অতি মহৎ কার্য্যও ইহাদিগেব রুগ্ন ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে নিতান্ত কুৎসিত অনুষ্ঠান বলিয়া অনুমিত হয়, এবং স্তুতরাং ইহারা মনেব সহিত তাঁহাদিগের নিন্দা কবিযা থাকে। আর, যেখানে পাবে,সেখানে শুধু নিন্দা-বাদেই পবিতৃপ্ত না রহিযা, মানবজগতের মুকুট-মণি স্বরূপ মহাত্মাদিগকে কর্ম্ম দ্বাবাও নিপীড়ন কবে। ইহাবা শিক্ষাব ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কাবণেই স্তুমানুষের কৃপা-পাত্র। পৃথিবীব এক পুবাতন মহাপুরুষ * মবণ-মুহূ-র্ত্তেও এই শ্রেণিব নিন্দুক ও নিপীড়কদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন,এবং অধুনাতন এক মনস্বী ব্যক্তি† এই শ্রেণির অভাজনদিগকে লক্ষ্য কবিয়াই বলিয়া গিযাছেন যে, মানবজগতে যিনি যে পরিমাণে বড, তিনিই সেই পরিমাণে নিন্দার কল কল কোলাহলে

* খৃষ্টীয়ধর্ম্মেব প্রতিষ্ঠাতা,—খৃষ্টীয়জগতের আরাধ্য-দেবতা যিশুখৃষ্ট।
† আমেরিকার অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক ইমার্সন।

অভ্যর্থিত। ইহা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে,যেখানে সহানুভূতিব অভাব আছে, সেখানে শক্তিব অভাব অবশ্যম্ভাবী না হইতে পারে, কিন্তু যেখানে শক্তির অভাব দৃষ্ট হইবে, সেখানে সহানুভূতিব অভাব অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবাব বিষয়।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পাবে যে, যাহাবা শক্তিব অভাব কি ন্যূনতাহেতু নিন্দুক, তাহাদিগেব দ্বারা উল্লিখিতরূপ লোকোত্তব ব্যক্তিদিগেব জীবনের উদ্দেশ্য একেবাবে বিনষ্ট হয়। কিন্তু,প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণবাশি কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পাবে না। তৃণ আপনিই দগ্ধ হইযা যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও অন্ধকাবে, জ্ঞানে ও অজ্ঞতায়, এবং পৌরুষে ও অপৌরুষে যেখানে বিবোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু,ইতিহাসে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে যে, সমাজেব অধিকাংশ লোক যদি গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিন্দা দ্বারা আপনাদিগের নীচতা ও ন্যূনতা ঢাকিয়া রাখিতে বৃথা এইরূপ প্রয়াস না পাইত, তাহা

হইলে মনুষ্যজাতি উন্নতির বর্ত্মে আরও অনেক দূর অগ্রসর হইত।

মনুষ্য শক্তির অভাববশতঃ যেমন নিন্দুক হয়, ভক্তির অভাবেও সেইরূপ পরনিন্দায় তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। বস্তুতঃ, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে, যাহার প্রকৃতিতে ভক্তির যে পরিমাণ অভাব, সে পরনিন্দায় সেই পরিমাণে প্রমুখ ও পুরঃসর। যে সকল সমালোচন-ক্ষম, সূক্ষ্মদর্শী, শিক্ষিত ব্যক্তি, অপ্রসিদ্ধ উইচার্লী * কিংবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভল্‌টেয়ার † প্রভৃতির ন্যায়, ভক্তির বিশেষ অভাব-

* উইলিয়ম উইচার্লি ইংলণ্ডের একজন নাটক ও প্রহসন লেখক। ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সমসাময়িক কবি। ইঁহার লেখনী লোকসমাজের সর্ব্বপ্রকার অশ্রোতব্য নিন্দায় কলঙ্কিত। ইনি ক্রমে দুই তিন বার বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষ বিবাহ আশী বৎসর বয়সের সময়। শেষ বিবাহের সাত আট দিনের মধ্যেই ইনি ভার্য্যার বহু অর্থ আমোদ-উৎসবে উড়াইয়া দিয়া কালের গ্রাসে কবলিত হন।

† ভল্টেয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বপ্রধান লেখক ও জগদ্বিখ্যাত লোক। ১৬৯৪ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের অধীন স্যাটিনে নগরে ইঁহার জন্ম হয় ও ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে অতি পরিণতবয়সে পারিস নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, চরিতাখ্যান ও দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই বহুসংখ্যক গ্রন্থ

বশতঃ স্বভাবের এক অংশে একান্তবিক্বত, এবং সেই কারণেই উচ্চকল্পের মনুষ্যত্ব হইতে একদিকে কতকটা বঞ্চিত, ধর্ম্মে তাহারা একপ্রকার নাস্তিক, এবং সামাজিকতায় তাহারা বিশ্বনিন্দুক। তাহাদিগের কাছে এ জগতের কিছুই সুন্দর নহে, কিছুই সমুচ্চ কি সম্মানযোগ্য নহে, এবং পতঙ্গ হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত, ছোট বড়, লঘু গুরু, কোন পদার্থই পূজার্হ নহে। তাহাদিগের বিচারে প্রণয়ের নাম প্রবঞ্চনা, সৌহার্দ্দের নাম স্বার্থসাধন, সৌজন্যের নাম শঠ-চাতুর্য্য এবং যশস্বিতা ও ছল-নৈতিকতা সমান কথা। যে ব্যক্তি এই সংসারে কোন না কোন ক্ষমতায় দশ জনের মধ্যে যশস্বী,—কোন না কোন গুণে দশ জনের মধ্যে গণনীয়, সেই ব্যক্তিই তাহাদিগের কাছে, কোন না কোন রূপে বিশেষ নিন্দাভাজন,—বিশেষরূপে নিগ্রহযোগ্য। পূর্ণিমার প্রফুল্লচন্দ্র, সৌন্দর্য্যের সুধাস্রোত ঢালিয়া, জগতের অনন্তকোটি প্রাণ শীতল করিতেছে। কিন্তু, যাহারা স্বভাবের বিকৃতিহেতু বিশ্বনিন্দুক, তাহা-

---

লিখিয়াছেন, এবং যখন যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতেই আপনার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার লেখনী সর্ব্বপ্রকার ভক্তির উপরই বজ্রের মত আঘাত করিয়াছে।

দিগের চক্ষে পূর্ণিমার চন্দ্র শুধু কলঙ্কেরই প্রতিকৃতি রূপে প্রতিভাত হইতেছে। অথবা, পৃথিবীর যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ, পরার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া—জীবনে প্রীতির পবিত্র অমৃত ঢালিয়া, মনুষ্যকে কৃতার্থ করিয়াছেন,—পূর্ণচন্দ্রের অমল জ্যোৎস্নাকেও প্রীতির অলৌকিক জ্যোৎস্নায় যেন একটুকু আঁধারে ফেলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্তরূপ বিশ্বনিন্দুকের নিকট তাঁহারাও শুধু ছলনারই প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণির নিন্দুকদিগের সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিবার থাকিতে পারে ? তবে, এই এক কথা বিশেষ আলোচ্য যে, যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ জন্মান্ধ, কিংবা জন্মবধির, সকলেই তাহাদিগকে সরলহৃদয়ে দয়া করে,—কিন্তু যাহারা অধিকতর দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরজীবনের জন্য ভক্তিহীন,—সুতরাং অন্ধ হইতেও অধিকতর অন্ধ, বধির হইতেও অধিকতর বধির, তাহাদিগের প্রতি কেহই কোনরূপ দয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহে ? এই পার্থক্যপ্রদর্শনের অর্থ কি ? অপরাধ কার ?

নিন্দার চতুর্থ প্রবর্ত্তক অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিঘাংসার অপক্ব ফল, অথবা আহত অভিমানের অন্তর্গূঢ় মুর্ম্মুর-

দাহ। কাহারও আচার-ব্যবহারে, কিংবা বিশেষ কোন কার্য্যদর্শনে, মনে সহসা ক্রোধের সঞ্চার হইলে,উদারমতি সদাশয় ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই ক্রোধের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। উহা ন্যায্য কি ন্যায়বিরুদ্ধ,—ন্যায়সঙ্গত হইলেও উহা দয়া ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতরবৃত্তির চক্ষে কিরূপ অনুমোদিত,ইহা ভালরূপে না বুঝিয়া তাঁহারা কখনও কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই ক্রোধের ভাব পোষণ করিতে সাহস পান না। কারণ, ঐরূপ অবিহিত, অসঙ্গত ও দয়াধর্ম্মের অননুমোদিত ক্রোধ মহাপাতকের মধ্যে পরিগণনীয় ও সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। কিন্তু, যাহাদিগের প্রকৃতিতে উদারতা কিংবা সদাশয়তার কোন সম্পর্ক নাই, এবং যাহারা ন্যায়ের শাসন ও দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তির শাসনকে শিরোধার্য্য রূপে সম্মান করিতে শিক্ষা পায় নাই, তাহাদিগের রীতি নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা কাহারও প্রতি কোন ছলে ক্রুদ্ধ হইলে, কুপিত ভুজঙ্গের মত,তৎক্ষণেই তাহার মর্ম্মস্থলে দংশন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, এবং যদি কোনরূপ কারণে সেই ক্রূর অভিলাষ-সাধনে অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে অতৃপ্ত ক্রোধের অস্ফুটজ্বালা নিবারণের জন্য নানাবিধ কল্পিত নিন্দাবাদের

আশ্রয় লয়। এই শ্রেণির নিন্দা কি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সমালোচনাব বিষয়ীভূত হয় না ? তুমি তোমার জীবনেব তবী শিক্ষাব সময়ে সুখ-লালসাব দুর্দ্দম-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া এইক্ষণ বালুব চডায় আসিয়া ঠেকিয়া বসিয়াছ,—এবং যাহাকে তুমি মনুষ্যেব মধ্যে গণনায় আনিতে না, তোমাব সেই সতীর্থ সহযোগী, তোমা হইতে বুদ্ধিবলে হীনতব হইযাও, শুধু সুখ-ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়েব বলে, তোমাকে বহু নীচে ফেলাইযা, যশ ও প্রতিষ্ঠাব মুকুট কাডিযা নিয়াছে, —তোমাব অন্যায্য অভিমানে আঘাত কবিযাছে। সে এইক্ষণ এই অপবাধেই তোমার নিকট যার-পব-নাই নিন্দনীয। তুমি তোমাব প্রভুত্বের গৌববে উন্মত্ত হইয়া,— তোমার প্রকৃতির লঘুতা হেতু প্রভুত্বেব গুরুভার বহন কবিতে না পারিযা, পরকীয় সম্মান ও স্বাধীনতার উপর পদাঘাত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলে। কিন্তু, যাহাকে তুমি তৃণ জ্ঞানে পদতলে দলন করিবে বলিয়া মনে কবিয়াছিলে,আঘাত করিতে যাইয়া পরিচয় পাইলে যে, সে পর্ব্বতেব ন্যায় দৃঢ়,—পর্ব্বতেব ন্যায় অনম্য ও অটল। সে এইক্ষণ এই অপরাধেই তোমার কাছে

যার-পর-নাই নিন্দনীয়। তুমি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট সসম্ভ্রমে গৃহীত হইবার আশা করিযাছিলে, তোমার সে আশা সফল হইল না,—তুমি কোন সুহৃজ্জনের নিকট আশাব অনুপযুক্ত উপকাব লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তোমাব মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল না, অথবা তুমি কাহাবও উপব তোমাব অর্থসম্পদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া কোন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিযাছিলে, তোমাব সে আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ হইল না। তাহারা সকলেই এইক্ষণ সেই সেই অপরাধে তোমার কাছে যাব-পর-নাই নিন্দনীয়। যাঁহাবা মনুষ্যসমাজে কর্ম্মপুরুষ বলিযা কীর্ত্তিত এবং কর্ম্মেব বহুবিধ সূত্রে বহুলোকেব সহিত জড়িত, বোধ হয়, তাঁহারাই অতৃপ্ত-ক্রোধের উদ্‌গার-জনিত নিন্দায় বিশেষ নিপীড়িত।

নিন্দাব পঞ্চম প্রবর্ত্তক জাতীয প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহা কোথাও প্রতিবেশিতার ঈর্ষ্যামূলক, কোথাও শক্তি ও সম্পদ লইয়া প্রাণান্তকর শত্রুতামূলক। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এক সময়ে ঘোরতব শত্রুতা ছিল। এখন সে শত্রুতা নাই। এখন শত্রুতার সেই ভয়াবহ বিদ্বেষ প্রতিবেশিতার সামান্য ঈর্ষ্যায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং,

আগে ইংরেজের চক্ষে আমেরিক এবং আমেরিকের চক্ষে ইংরেজ যেমন সর্ব্বাংশে নিন্দাভাজন বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিল, সে ভাব এখন পবিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, এখন যাহা আছে, তাহাও পবস্পব নিন্দাবিষয়ে নিতান্ত লঘু প্রবর্ত্তনা নহে। ইংবেজ গ্রন্থকাবেবা, আমেবিক সভ্যতার কিংবা তত্রত্য কোন বড় লোকের বর্ণনা করিবার সময়ে, সত্য ও ন্যায়পবতার মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘাত কবিতেও কুণ্ঠিত হন না, এবং আমেরিক লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা বর্ণনাবিষয়ে পটু, তাঁহাবাও, ইংবেজের রীতিপদ্ধতি কিংবা সম্ভ্রান্ত কোন ইংবেজের চরিত্র লইয়া আলোচনার সমযে, শুধু সত্য ও ন্যায়পরতারই প্রতি দৃষ্টি বাখেন না। এইরূপ পরস্পব নিন্দা কিয়ৎপরিমাণে সাম্প্রদায়িকদিগেব পরস্পর নিন্দাব মত। কিন্তু, ফবাশি ও জর্ম্মণে যে পরস্পব নিন্দা হইয়া থাকে, তাহার প্রবর্ত্তনা জাতিমান ও ধন-প্রাণ লইয়া শত্রুতায়। সুতরাং, তাহা বিষের অংশে গাঢ়তব, এবং জাতিগত হইলেও, ব্যক্তিগতক্রোধমূলক নিন্দাব ন্যায় তীব্রতর। যে সকল জর্ম্মণ স্বদেশে সাধুতার আদর্শ বলিয়া সম্মান পাইতেছেন, তাঁহারাও ফরাশির চক্ষে দুরিত-দৃপ্ত দানব, এবং যে সকল ফরাশি স্বদেশে বিদেশে

সমান সংবৰ্দ্ধনা পাইবার যোগ্য, তাঁহারাও জর্ম্মণের দৃষ্টিতে দুষ্টসর্প। জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনুষ্যের জিহ্বাকে পরনিন্দার পাপে কিরূপ কলুষিত করিতে পারে, মানবজাতির ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে?

নিন্দার ষষ্ঠ প্রবর্ত্তক বুদ্ধিচাপল্য অথবা বাবদূকতা। মৎস্যের মধ্যে শফরী ও অগাধ-জল-বিহারী রোহিতে যে প্রভেদ, যাহারা বুদ্ধিতে চপল, সুতরাং হৃদয়ে ও রসনায় তরল, তাহাদিগের সহিত ধীর, স্থির, গভীরসত্ত্ব ব্যক্তিদিগেরও সেই প্রভেদ। উল্লিখিতরূপ চপলচিত্ত লোকেরাই সমাজে বাবদূক বলিয়া পরিচয় পায়, এবং সামাজিক আলাপের কোনরূপ উচ্চপ্রসঙ্গে অধিকার না থাকা হেতু, সাধারণতঃ পরনিন্দাই ইহাদিগের আলাপের একমাত্র বিষয়, কণ্ঠকণ্ডূয়নের একমাত্র তৃপ্তির ক্ষেত্র, এবং কালযাপনের একমাত্র উপায় হয়। এই শ্রেণিস্থ দুটি লোক কোথাও মিলিত হইলেই, সেখানে কাহারও না কাহারও নিন্দার লহরী উঠে; এবং ইহারা যদি স্তুতি দ্বারাও কাহারও চিত্তরঞ্জন করিতে ইচ্ছা করে, তখনও অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দাবাদের দ্বারাই তুলনায় সেই উপস্থিত ব্যক্তির স্তুতি করিয়া থাকে।

ইহারা কতকটা আবার কৃকলাসের মত। যখন যাহার সন্নিহিত, তখন তাহার বর্ণে অনুরঞ্জিত। ইহারা আজ তোমার সন্নিহিত হইয়া তোমার শত্রুর নিন্দা করিতেছে; কল্য পুনরায় তোমার শত্রুর সন্নিহিত হইয়া তোমার নিন্দা করিবে। তবে ইহাদিগের পক্ষে এই এক বিশেষ কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহারা আপনারা যেমন অন্তঃসারশূন্য, ইহাদিগের নিন্দাবাদও প্রায়শঃ সেইরূপ অভিসন্ধিবিরহিত, অর্থশূন্য। ইহারাই প্রকৃত বরাহূত নিন্দুক। এ সংসারে যেখানে যখন যশ, মান ও গুণ-গ্রামের প্রশংসার রব মনুষ্যের শ্রুতিগোচর হয়, সেখানেই ইহারা, স্বয়মাহূত অতিথির ন্যায়, উপস্থিত হইয়া, প্রশংসার সেই মধুর রবের সহিত নিন্দার শ্রুতি-কঠোর বিকট রব মিশ্রিত করে, এবং ভেক যেমন ভ্রমরের সহিত কণ্ঠস্বর মিশাইতে যাইয়া মনুষ্যের আনন্দ জন্মায়, ইহারাও কিয়ৎপরিমাণ মনুষ্যের সেইরূপ আনন্দ জন্মাইয়া থাকে।

নিন্দার সপ্তম ও শেষ প্রবর্ত্তক পরশ্রীকাতরতা। ইহাকে স্বশ্রীকাতরতা বলিলেও ভাষায় গুরুতর দোষ ঘটে না। কেন না, ইহা, স্বজাতি ও পর-জাতির মধ্যে, স্বজাতীয় ও

সন্নিহিত প্রতিবেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকে; এবং বলিব কি,—ইহা দূরসম্পর্কিত অপেক্ষা নিকটসম্পর্কিতকে, যথার্থ পর অপেক্ষা মনগড়া পর—আপনার জনকেই বরং অধিকতর স্পর্শ করে। নিন্দার অন্য অন্য প্রবর্ত্তনা সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না, বোধ হয়, যুক্তির কোন রূপ আকুঞ্চনেই পরশ্রীকাতরতামূলক জঘন্য নিন্দাবাদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না। যাহারা পরশ্রীকাতরতার পোড়া আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের অনর্থক নিন্দা করে,—যেখানে অমৃতের প্রত্যাশা, সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়,—সম্মুখে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া,পরোক্ষে পিশুনের মত আঘাত করিতে থাকে, তাহারা যেমন খল-স্বভাব, তেমনই ক্ষুদ্রপ্রাণ। যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তবে তাহারাই সেই নিন্দুক। তাহারা জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদিয়া রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি তাহারা প্রস্ফুট-কুসুম-কাননে পাদ-চারণা করে, তথাপি তাহারা করে কতিপয় কণ্টকমাত্র লইয়াই গৃহে প্রত্যাগত হয়। অভ্যুদয়ই তাহাদিগের চক্ষে অপরাধ এবং উন্নতিই তাহাদিগের চক্ষে পাপ। তাহারা মনুষ্যোচিত-গৌরবশূন্য। কারণ,

যেখানে তাদৃশ গৌরবের লেশমাত্রও বিদ্যমান থাকে, সেখানে বিনা আঘাতে পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। তাহারা কাপুরুষ। কারণ যেখানে পৌরুষ তেজস্বিতার কণিকামাত্রও সজীব রহে, সেখানে অন্যদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ-রাশিতে আনন্দ বই কখনও অসূয়ার অন্তর্দাহ জন্মে না। অথবা তাহারা সর্ব্বাংশেই মনুষ্যগণনার বহির্ভূত। কারণ, মনুষ্যত্বের চরম-বিকাশ ও পরমোৎকর্ষ—পরের সুখে সুখ; তাহাদিগের তুষানল-জর্জ্জরিত পৈশাচিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা—পরের সুখে দুঃখ।

মনুষ্যসমাজের উপরিতন স্তর সমূহেও নিন্দায় অদ্যাপি পরোপকার-প্রবৃত্তি ও পরার্থপরতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মনুষ্য প্রীতি, স্নেহ, ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্যের নিন্দা করে না। যে দিন তাহা হইবে, সে দিন মনুষ্যসমাজের অর্দ্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে। বোধ হয়, তখন মনুষ্য শত্রুকেও সদ্‌গুণের জন্য সরলহৃদয়ে সম্মান করিতে শিখিয়া পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের পূর্ব্বস্বাদ লাভ করিবে।

# রাজা ও প্রজা।

বাজা ও রাজপদ কোন্ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। রাজত্বের উৎপত্তি বিষয়ে প্রাচীন-তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক-মত্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা সমাজসংস্থাপনবিষয়েও যেরূপ নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, রাজশাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠা বিষয়েও সেইরূপ বহুপ্রকাব কপোলকল্পিত মতকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার কবিয়াছেন। কেহ বলেন, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজে কোন ব্যক্তিই বাজ-পূজা প্রাপ্ত হইত না। যেমন এখন এক এক পরিবাবে এক এক জন কর্ত্তা অথবা অভিভাবক থাকে, পূর্ব্বকালেও বয়সাদি বিবিধ অবস্থার বিবেচনায়, এক এক পরিবারে ঐরূপ এক এক জন কর্ত্তা অথবা অভিভাবক থাকিত। সেই কর্ত্তা পরিবাবস্থ সমস্ত ব্যক্তির উপর সর্ব্বতোমুখ ক্ষম-তার সহিত আধিপত্য করিতে অধিকার পাইত; এবং উল্লিখিতরূপ পাবিবারিক প্রভুতাই, নানাকারণবশতঃ, কালে বহুপরিবারেব উপর প্রসারিত হইয়া, মণ্ডলাধিপত্য

অথবা এক প্রকার ক্ষুদ্র রাজত্বের মূর্ত্তি ধারণ করিত।) কেহ কহিয়া থাকেন যে, শারীরিক পরাক্রমই রাজশক্তির প্রথম সোপান। যে সকল পরাক্রমশালী পুরুষ, পৃথিবীর পুরাতন অসভ্য অবস্থায়,যূথপতি শাখামৃগপ্রভৃতির ন্যায়, শারীরিক বলে দশজনের উপর বলীয়ান্ হইয়া উঠিত, এবং দশ-জনকে পরাভব করিয়া আপনার প্রধানত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, সমাজ তাহাকেই রাজপূজা দিতে বাধ্য হইত। সে চারিত্রাংশে যত কেন নিষ্ঠুর ও যেমন কেন নরাধম হউক না, সে কথা গণনায় আসিত না। সে যদি,বড় ছোট বহু লোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, আপনার বিজয়শিঙ্গা বাজা-ইতে পারিত, তাহা হইলেই আর সকলে ভয়ে তাহার কাছে মাথা নোয়াইত। অপিচ, সে আগে বিশেষ কোন পরিবার কিংবা মণ্ডলীবিশেষের কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়া না থাকিলেও, শেষে শুধু আপনার ঐ বল-বিক্রমের বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াই, তাদৃশ বহু কর্ত্তার উপব প্রধান এক কর্ত্তা হইয়া বসিত। কাহারও মত এই যে, সামাজিকেরা, দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ব্বৃত্ত প্রতিবেশীর অত্যাচাব হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, সাহস, শৌর্য্য, শস্ত্রনৈপুণ্য এবং অন্যান্য সাংগ্রামিক গুণের পরীক্ষা লইয়া, আপনা-

দিগের মধ্যে এক জনকে রাজপদে অভিষেক করিত, এবং অভিষেকের পরক্ষণ হইতে তিনিই সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী ও আরাধ্য প্রভু হইতেন। কেহ আবার এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ইদানীং সংসারে কাপট্যজনিত অধর্ম্মের যেরূপ ভয়ানক প্রভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বকালের লোকেরা অসভ্য হইলেও অসরল ব্যবহার জানিত না, এবং অশিক্ষিত হইলেও অসাধুপথে পাদ-চারণা করিত না। তাহারা যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক এবং পরোপকারপরায়ণ বিবেচনা করিত, তাঁহাকে সকলে আশ্রয়পুরুষ ও উপদেষ্টা বলিয়া মানিত, এবং আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধিলে, তাঁহার কাছে বিচারপ্রার্থী হইত। এইরূপে, যাঁহারা এক সময়ে বহুবিধগুণে গণপতি বলিয়া পূজা পাইতেন, তাঁহা-রাই কালে সেই গণের রাজা বলিয়া সম্মানিত হইতেন, এবং বিশেষ কোন কারণের প্রতিবন্ধিতা না ঘটিলে, তাঁহার পরবর্ত্তী বংশীয়েরাও যথাক্রমে তাদৃশ রাজ-সম্মান লাভ করিতেন। অরণ্যচারী আরব, তাতার, এবং দ্বীপ ও পর্ব্বতবাসী অসভ্যজাতিসমূহের বর্ত্তমান রীতি-পদ্ধতির পর্য্যালোচনা করিলে, এই সকল বিভিন্ন মতের

অনুকূল নানারূপ নিদর্শন সঙ্কলিত হইতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু আমরা এইক্ষণ সে সকল জটিল কথায় যাইতে চাহি না। কিরূপে রাজপদের সৃষ্টি হয়, তাহাব অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া, বাজা ও প্রজা প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পব কিরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ,—এই দুইএব মধ্যে বিচারতঃ কে প্রভু, কে সেবক, তাহাই আমবা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা* এই শব্দটির মৌলিক অর্থেব প্রতি দৃষ্টি করিলে এইরূপ প্রতীয়মান হইবে যে, যিনি বহুবিধ অসাধারণ গুণে সাধাবণ মনুষ্য হইতে অধিকতব উজ্জ্বল তিনিই বাজপূজার যোগ্য; অথবা যিনি বহুসংখ্য লোকেব। চিত্তরঞ্জনক্ষম,—বহু লোকের চিত্তরঞ্জনরূপ পুণ্যব্রতে দীক্ষিত, তিনিই রাজার আসন পাইতে অধিকারী। এই উভয় লক্ষণেই এক দিকে বিবিধ লোকোত্তর গুণের আশ্রয়তা, এবং আর এক দিকে পরের ভার-বহন-ক্ষমতা ও পরকীয় সুখের জন্য সেবাধর্ম্মপরায়ণতার গন্ধ পাওয়া যায়।

*রাজ্ দীপ্তৌ—রন্জ প্রীণনে। দীপ্ত্যর্থক রাজ ধাতু কিংবা পর-প্রীণনার্থক রন্‌জ্ ধাতু হইতে "রাজা" শব্দ সাধিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষায় রাজা এই শব্দটির যে প্রতিরূপ* শব্দ ছিল, তাহারও দুইটি অর্থ। এক অর্থ পিতা, আর এক অর্থ পুত্র। ইহার এই তাৎপর্য্য যে, যিনি পিতার মত সকলকে পালন করেন, পিতার প্রাণ লইয়া সকলের সুখ-শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এবং ঠিক পিতৃপদোচিত প্রভুত্বের সহিত সকলের স্বার্থ, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি রাজা। অথবা, যিনি পুত্রের মত সকলের প্রাণ-প্রিয়, পুত্রের ন্যায় প্রিয়-সাধন-পটু, পুত্রের ন্যায় সুখসম্পত্তি ও পদ-প্রতিপত্তির পরিরক্ষক এবং পুত্রবৎ প্রতিপালক তিনিই রাজ-পদবাচ্য। কিন্তু হায়! পৃথিবীর কোথায় কোন্ যুগে কয়টি রাজা রাজপদের এই সুগভীর ও সুমধুরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, এবং আপনাকে প্রজার পিতৃস্থানীয় কিংবা পুত্রস্থানীয় জ্ঞানে রাজধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া রাজা এই শব্দটির সার্থকতা সাধনে সমর্থ হইয়াছে?

যে সকল রাজ্য, উদিত ও বিকশিত হইয়া, কাল-শাসনে পুনরায় লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ইতিবৃত্ত

* পুরাতন এন্‌গ্লো সেক্সন ভাষার Cyning শব্দ হইতে ইংরেজী King শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, মনুষ্যজীবনের যেমন বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য এই তিনটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ আছে, রাজনীতিরও বয়ঃকালভেদে সেইরূপ তিনটি পৃথক্ যুগ নিরূপিত রহিয়াছে। সংজ্ঞা দিতে হইলে, প্রথম কালকে রাজ-যুগ, মধ্যকালকে মিশ্রযুগ, এবং রাজনীতির পরিণত প্রৌঢ় কালকে প্রাকৃতযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

রাজযুগে রাজাই সর্ব্বে সর্ব্বা,—প্রজা কিছুই নহে। তখন রাজার কর্ত্তব্য, রাজার দায়িতা এবং প্রজার সুখ-সম্পদ-রক্ষার জন্য রাজার অবশ্যপালনীয়-নিয়মাধীনতার কথা কোন শ্রেণীস্থ লোকেরই চিন্তাক্ষেত্রে প্রবেশপথ পায় না। সুতরাং, সে সময়ে প্রজার সহিত রাজার সেব্য-সেবক-সম্বন্ধকল্পনার আর সম্ভাবনা কোথায়? ব্যবস্থা-পকেরা সে সময়ে রাজার সুখ, রাজার সম্মান এবং রাজকীয়শক্তির সীমাবৃদ্ধির জন্যই কায়মনোবাক্যে যত্ন-পর হয়েন; প্রজাকে কোন বিষয়েই গণনাস্থলে উপস্থিত করিতে ভালবাসেন না। অধিক কি, প্রজা যে মনুষ্য এবং তাহার যে মনুষ্যোচিত কতকগুলি স্বত্বাধিকার ও কতকগুলি স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহাও তাঁহারা

তখন ভুলিয়া মনে করেন না। রাজনীতিবিষয়ে মনু-সংহিতার ব্যবস্থাকেই অতি প্রাচীন অনুশাসন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, * —"জগৎ অরাজক হইলে, সকলেই বলবানের ভয়ে বিচলিত হইবে, এই হেতু বিধাতা সমুদয় চরাচরের রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্টদিকপালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া, রাজার সৃষ্টি করেন। যেহেতু রাজা ইন্দ্রাদি প্রধান

---

* "অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ। চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥ যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ। তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥ তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ। নচৈনং ভূবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥ সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্। স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥ বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং। কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং॥ যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥ তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ং। তস্য হ্যাশুবিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥"

দেবতাদিগের অংশে নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তিনি স্বকীয় তেজে সকল প্রাণীকেই অভিভব করিতে পারেন। /রাজা সূর্য্যের ন্যায় দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মনকে সন্তাপিত করেন;/ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই রাজাকে আভিমুখ্যে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। শক্তির আতিশয্যহেতু, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি সূর্য্য, তিনি চন্দ্র, তিনি যম, তিনি কুবের, তিনি বরুণ এবং তিনিই মহেন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেক না, কারণ, তিনি নরদেহধারী প্রধান দেবতাবিশেষ। যে ব্যক্তি অসাবধান হইয়া, অগ্নির অতি নিকটে গমন করে, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, কিন্তু রাজরূপী অগ্নি পুত্রদারভ্রাত্রাদিরূপ কুল, গো, অশ্ব, মেষাদি পশু, এবং সুবর্ণাদি ধনসঞ্চয় সমুদয়ই দহন করেন। /রাজা সর্ব্বতেজোময়। তিনি প্রসন্ন হইলে প্রকৃষ্ট-শ্রী-লাভ হয়, তাঁহার পরাক্রমে দুর্দ্দম শত্রুকেও দমন করা যায়, এবং তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, সে নিঃসংশয় বিনাশ

প্রাপ্ত হয়; যেহেতু রাজা স্বয়ং তাহার বিনাশের জন্য মনোযোগ করেন।”

যদিও মনু, চরাচর-রক্ষার প্রয়োজনের সহিত রাজ-শক্তিপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া, রাজকীয় দায়িতার সূত্রসূচনা করিয়াছেন; তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বচন গুলি পাঠ করিবার সময়, কেহই রাজা ও প্রজাকে একজাতীয় মনুষ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহস পাইবে না। মনে আপনা হইতেই এইরূপ ধারণা জন্মিবে যে, সমস্ত মনুষ্যজাতি অতিনিম্নশ্রেণীর জীব; আর সিংহাসনারূঢ়, দণ্ডধর, রাজমুকুটমণ্ডিত মহা-পুরুষেরা কোন এক বিশেষ প্রকারের অলৌকিক পদার্থ। তাঁহাদিগের শক্তির ইয়ত্তা নাই, ইচ্ছার নিয়ামক নাই, এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপেরও বিচারস্থান নাই। তাঁহা-দিগের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি, যে দিকে বল, সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে পারে। উহার গতিপথে কেহই কোন রূপ বাধা দিতে অধিকারী কিংবা সমর্থ নহে। মনুসংহি-তায় অবশ্যই দুর্ব্বৃত্ত, দুর্ব্বিনীত ও দুর্ম্মন্ত্রিপরিবৃত রাজার বিবিধ বিড়ম্বনা ও বিনাশ-সম্ভাবনার কথা লিখিত আছে। কিন্তু, সে লেখা, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থার মত, লেখা

মাত্র। কারণ, রাজা রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও সম্মানের উপর আক্রমণ করিলে, কিরূপে এবং কোথায় তাহার প্রতিবিধান হইবে,—প্রজা কাহার দ্বারে তখন আর্ত্তনাদ অথবা অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া আপনার মান ও প্রাণ রক্ষার পথ পাইবে, তাহার কোন স্পষ্ট বিধি মনু কিংবা মনুর উত্তরকালবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের গ্রন্থমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ইয়ুরোপেও পুরাকালে রাজারা দেবাংশসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং রাজশক্তি সর্ব্বথা ও সকল স্থলেই অপ্রতিহত বেগে চলিতে পারিত। মনু যেমন বলিয়াছেন,—'মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি,'* ইয়ুরোপের † কবিও সেইরূপ দেশীয়দিগের হৃদয়ের কথার অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, 'দৈবী শক্তি আপনিই আবরণ হইয়া, রাজার রক্ষা বিধান করেন।' ইংলণ্ডীয় রাজনীতিশাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান সূত্রই এই যে, 'রাজা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না।' এ কথার প্রকৃত মর্ম্মার্থ এই,—রাজা প্রভাব ও প্রকৃতি উভয়

* ইনি মহতী দেবতা, নররূপে অবস্থান করিতেছেন।
† মহাকবি শেক্ষপীর।

অংশেই লৌকিক জগতেব এত ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন যে, তদীয় দেবদুর্ল্লভ নির্ম্মল চরিত্রে কখনও কোনরূপ দোষস্পর্শ সম্ভবে না।

শাস্ত্রে ত একথা অতি সুন্দর ভাষায়ই লিখিত আছে বটে ; কিন্তু পৃথিবীর রাজ-চবিত্রে ইহাব প্রামাণিকতা প্রতি-পন্ন হয কোথায ? পৃথিবীব সুখ-দুঃখেব ইতিবৃত্তে ইহাই ববং রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিযাছে যে,নবকও যে সকল পাপিষ্ঠেব নামোচ্চাবণে শঙ্কিত হয়, তাহারা বাজ-মুকুটে অলঙ্কৃত, এবং বাজসিংহাসনে উপবেশিত হইয়া শত কোটি মনুষ্যের সুখ ও সম্মানেব উপর একটা ভয়ঙ্কব জন্তুব মত স্বেচ্ছাচারে বিচরণ করিতে অধিকার পাই-য়াছে, এবং মনুষ্য তাদৃশ দুবাচাব জীবকেও, কোথাও প্রাণেব ভয়ে, কোথাও দুঃসহ অপমানের চিন্তায়, রাজা কিংবা বাজাধিরাজ প্রভু বলিয়া, কপটপ্রীতি অথবা কৃত্রিম ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়াছে। ইয়ুরোপের অধুনাতন সভ্যতা বহুল-পরিমাণে পুবাতন রোমক সভ্য-তার উপরে সংস্থাপিত। রোমের ভাষা ইয়ুরোপীয় সমস্ত ভাষার আদি জননী, অথবা ধাত্রীমাতা। বোমের কাব্য-সাহিত্য বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যের আদর্শ।

রোমের ব্যবস্থাশাস্ত্র ইয়ুরোপের ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি। রোমের রাজসভা ইদানীন্তন রাজনৈতিক সভা-সমিতির প্রাথমিক মূর্ত্তি। সিসিরো* প্রভৃতি রোমক বাগ্মী, উদ্দীপনা ও আবেগময়-শব্দ-যোজনা বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়ুরোপের প্রধান ও অপ্রধান সমস্ত বাগ্মীরই শিক্ষাগুরু। যে সকল 'মহিমান্বিত' পুরুষ সেই 'মহামহিম' রোম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মনুষ্যমাত্রেরই মস্তকের উপর পদাঘাত করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন, মানবজাতির ইতিহাস তাঁহাদিগকে দৈবীশক্তির পার্থিববিগ্রহ বলিয়া সম্মান করিতে সমর্থ হইয়াছে কি? জীবিত মনুষ্য স্বার্থের দাস, শঙ্কার ক্রীড়াপুত্তল। কিন্তু, মানবজাতির স্মৃতি বিধিলিপির মত অখণ্ডনীয় এবং পাষাণকঠিন ন্যায় ধর্ম্মের মত অনমনীয়। যাহারা টাইবিরিয়স সীজরের † সময় হইতে ক্রমে ক্রমে

* রোমের অদ্বিতীয় বাগ্মী, অতি প্রধান লেখক, এবং সিনেট নামক রাজসভার সভ্য। খৃঃ পূঃ ১০৬ অব্দে আর্পিনাম্ নগরে ইঁহার জন্ম হয়, এবং খৃঃ পূঃ ৪৩ অব্দে গায়েটানামক নগরের অনতি দূরে ইনি প্রচ্ছন্নশত্রুকর্ত্তৃক নিহত হন। ইনি নানাবিধ অসাধারণ গুণে পৃথিবীর একজন বড় লোক।

† আগষ্টস্ সীজর রোমের প্রথম সম্রাট্। দ্বিতীয় সম্রাট্ টাইবিরিয়াস। টাইবিরিয়াস খৃঃ পূঃ ৪২ অব্দে জন্ম গ্রহণ করে, এবং ৫৬ বৎসর বয়সে সম্রাটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ২৩ বৎসর

পৃথ্বীবিশ্রুত রোমকসিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজার উপর রাজা বলিয়া জগতে রাজপূজা পাইয়াছে, কবি-কল্পিত অসুর কি পিশাচও তাহাদিগের আসুরিক নিষ্ঠুরতা এবং পৈশাচিক জঘন্যতার বিকটভাব দর্শনে ভয়ে শিহরিত, এবং ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া, ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া, দূরে পলাইয়াছে। মানবজাতির স্মৃতি কি তাদৃশ দুরিত-দুর্গন্ধময় বীভৎস বস্তুর নিকটও অবনত হইতে পারে?

ফলতঃ, পূর্ব্বে রোম, পরে ফ্রান্স ও রুশিয়া প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা কোন দিনও আপনাদিগকে কৃতকর্ম্মের জন্য মনুষ্যের নিকট দায়ী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন, দেশের কোন শক্তিই তাঁহাদিগের সর্ব্বগ্রাসিনী, সর্ব্বনাশিনী, প্রমাথিনী প্রভুশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে নাই। অবলার মান ও ধর্ম্ম, এবং পুরুষের ধন, প্রাণ, পদ ও প্রতিপত্তি, এবং সম্পদ ও স্বাধীনতা, সমস্তই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের তরঙ্গায়িত চঞ্চলমতি ও দুর্নিবার পাশব প্রবৃত্তির উপর

রাজত্বের পর, ৭৮ বৎসর বয়সের সময়, কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহার রাজত্বের ইতিহাস অসংখ্য দুষ্কৃতিতে কলঙ্কিত। এই ব্যক্তি যেমন নিষ্ঠুর, ে নই নীচাশয় ও নিকৃষ্ট ভোগপ্রিয় ছিল।

নির্ভর করিত। তাঁহাদিগের কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইলে, অতিকুক্রিয়ান্বিত অধম ব্যক্তিও একরাত্রির মধ্যে দেশে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিত, এবং তাঁহাদিগের অকৃপা হইলে বহুদিনের সম্ভ্রান্ত, বহুলোকপূজিত ব্যক্তিও দেখিতে দেখিতেই সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া অপার দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যাইত।

রাজশক্তির আধিপত্যসময়ে সকল রাজাই প্রজার স্বত্বকে পদতলে দলন করিয়াছেন, এইরূপ বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এবং ইহা বস্তুতঃও ইতিহাসবিরুদ্ধ। মনুষ্য সিংহাসনেই শোভা পাউক, অথবা জীর্ণবস্ত্রে আবৃত হইয়া, পর্ণকুটীরেই অবস্থান করুক, তাহাকে অবশ্যই মনুষ্য বলিব, এবং সে যদি প্রকৃতির বিড়ম্বনায় একটা ক্যালিগুলা * কি কংসাসুরের মত একবারে মনুষ্যনামের অযোগ্য না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে দয়া ও বিবেকের স্বাভাবিক বন্ধন অথবা মানবজাতির স্তুতিনিন্দারূপ সুদৃঢ় শাসনের অধীন বলিয়া মনে করিব। যদি

* ক্যালিগুলা রোমের তৃতীয় সম্রাট্, কংসাসুর মথুরার পুরাতন রাজা। ক্যালিগুলার সহিত তুলনায় কংসাসুরকেও কোন কোন অংশে দেবতা বলিয়া বোধ হইতে পারে।

পৃথিবীস্থ সমস্ত স্বেচ্ছাচার রাজা, উল্লিখিত অমানুষ নর-পতিদিগের মত, লোকপীড়ন, লোক-হনন এবং লৌকিক সুখের ও লোকসমাজের সর্ব্বনাশ-সাধনকেই নিজ নিজ জীবনের একমাত্র কার্য্য জ্ঞান করিত,—যদি তাহারা সকলেই ন্যায়কে অন্যায়, এবং অন্যায়কে ন্যায়রূপে প্রতিপাদন করিতে যত্নপর হইত,—যদি প্রজার সুখ-সম্মান-স্বাধীনতাকে রাজার প্রবৃত্তিসাগরে ভাসাইয়া দেওয়াই সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে রাজনীতির প্রধান অনুষ্ঠান হইয়া উঠিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের একীভূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কেমন যে এক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ, আবর্ত্ত-ঝটিকার প্রাক্‌কালীন উন্মত্ত-ভৈরব অদ্ভুত-নাদের মত, সহসা সমুত্থিত হইয়া, সমুদয় জগৎকে আতঙ্কিত ও চমকিত করিত, তাহা মনে করাও মনুষ্যের অসহ্য কষ্টকর।

যে সকল রাজা কোন রূপ নিয়মের অধীন নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও যে, অনেকে বিনীত, প্রজারঞ্জনরত ও সদাচারপরায়ণ হইয়া, জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিবেক ও দয়ার প্রাগুক্ত বন্ধন ও লৌকিক শাসনই তাহার মুখ্য কারণ। ইংলণ্ডীয়

এলফ্রেড * পার্লিয়ামেণ্টের অধীন ছিলেন না, অথচ পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মাধীন কোন রাজাই, মহত্ত্ব, মাধুর্য্য এবং ন্যায়পরতা কিংবা প্রজাবৎসলতা বিষয়ে, এলফ্রেডের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। তিনি আপনাকে, প্রজার প্রভুস্থানীয় মনে না করিয়া, তাহাদিগের পিতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করিতেন, এবং পিতা যেমন সন্তানের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য আপনার সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করেন, তিনিও তাঁহার প্রজা-পুঞ্জের সুখ-সম্পদ-বৃদ্ধির সদুদ্দেশ্যে সেইরূপ আপনার ভোগ, বিলাস ও বিবিধ সুখ-সামগ্রী অকাতরপ্রাণে পরিত্যাগ করিয়া প্রজার হিতসাধনেই সতত সংরত রহিতেন। ইংলণ্ডের অধিবাসীরা, আজও সেই প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মার পুণ্যরাশি চিন্তা করিয়া, সময়ে সময়ে প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। রুশিয়ার

* ইনি ইংলণ্ডদেশের অতি পুরাতন সময়ের স্যাক্সন জাতীয় রাজা। ৮৪৯ খৃঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম এবং ৯০১ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। ইনি দ্বাবিংশ বৎসর বয়সের সময় রাজসিংহাসনে আরো-হণ করিয়া ত্রিংশৎবৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি ইংল ণ্ডের ইতিহাসে 'এলফ্রেড্-দি-গ্রেট' অর্থাৎ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ এল-ফ্রেড্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

পিটার-দি-গ্রেট * শতলক্ষ লোকের অনিয়ন্ত্রিত প্রভু হইয়াও, সেবাধর্ম্মপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, নিয়মাধীন-জীবন-যাপনে যত্নপর রহিতেন, এবং প্রজার সুখকেই আপনার জীবনসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, আপনার বল, বিক্রম, বুদ্ধি বৈভব, সমস্তই প্রজার কল্যাণে ব্যয়িত করিতেন। রুশের অধিবাসীরা তাঁহার রাজ্যলাভ সময়ে সকল অংশেই নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল। তিনি, তাহা-দিগের উন্নতিবাসনায়, দেশে দেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং শিল্প-বিজ্ঞান ও বিবিধ যন্ত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যে আগে আপনি শিক্ষালাভ করিয়া, শেষে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে পিটার-দি-গ্রেটের বহুপরবর্ত্তী-রুশ-সম্রাট্ দ্বিতীয় আলে-কজেন্দারের † পবিত্র কীর্ত্তিও প্রসঙ্গতঃ আমাদি-গের স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। আজি কএক বৎসর হইল এই উদার-প্রকৃতি মহাপুরুষ, পাপকর্ম্মা

---

* রুশিয়ার অন্তর্গত মস্কোনগরে ১৬৭২ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ইঁহার প্রথম বয়-সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

* ইনি বর্ত্তমান রুশ সম্রাটের পরলোকগত পিতা; ১৮১৮ খৃঃঅব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৮৫৫খৃঃঅব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নিহিলিষ্টদিগেব * ষড়যন্ত্রে পড়িয়া, নিহত হইয়াছেন ; কিন্তু,বোধ হয়,পৃথিবীর ইতিহাস পুবোবর্ত্তী বহু শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া ইঁহাব জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন কবিবে। ইনি,বিংশতি লক্ষ সুনিপুণ সৈনিকেব সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং বিংশতি কোটি নবনারীব সকল প্রকাব সুখদুঃখের বিধাতা হইয়াও, আপনাকে আপনি প্রজাসাধারণের পরিচারক ও পরিবক্ষক মাত্র বলিয়া জানিতেন, এবং প্রজার মঙ্গলরূপ মহার্হধর্ম্ম পালনেই সকল সময়ে সমানরূপে ব্যাপৃত থাকিতেন। রুশজাতীয় কৃষকেব সহিত কোন দিনও কৃষিবিষয়িণী ভূমির কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহাবা ছাগ, মেষ, ও গো মহিষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় ভূম্যধিকারীর স্বেচ্ছাধীন সম্পত্তি ছিল। ইঁহার কুসুম-কোমল করুণ প্রাণ কৃষিজীবী প্রজাব দুঃখে দ্রবীভূত হয়,

* রুশিয়া রাজ্যে নিহিলিষ্ট নামে একটি প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় আছে। নিহিলিষ্টেরা নাস্তিক ও রাজদ্রোহী। সামাজিক ধর্ম্মেও তাহাদিগের আস্থা নাই। লোকের নিকট তাহারা আপনাদিগকে নিহিলিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেয় না। কিন্তু, তাহারা স্বসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিমাত্রের নিকটই সাঙ্কেতিক চিহ্নে সুপরিচিত। পৃথিবী হইতে! রাজার শাসন ও ধর্ম্মের শাসন উঠাইয়া দেওয়াই তাহাদিগেব জীবনের প্রধান কার্য্য, এবং এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাহারা সর্ব্বপ্রকারের অপকার্য্য করিতে প্রস্তুত।

এবং ইহারই অশ্রুধারা, রুশিয়ার চিরসঞ্চিত কলঙ্করাশি ধুইয়া ফেলাইয়া, অসংখ্য দীন, হীন, দুঃখী কৃষককে, দাসত্বের তথাবিধ লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি এবং স্বাধীন-মনুষ্যরূপে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দান করে। ইঁহার যশঃ-প্রতিষ্ঠা জগতে অতুল। প্রায় সকল দেশের রাজবংশাবলীতেই এইরূপ দুই একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সাধুপুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু, কোন দেশে, দেশীযদিগের সৌভাগ্যবশতঃ, কদাচিৎ কোন রাজা সদযস্বভাব ও সদাচারনিষ্ঠ হইলেই যে, সে দেশে রাজশক্তি নিয়মিত কিংবা খর্ব্বীকৃত হইল, এবং প্রজার মনুষ্যোচিত ক্ষমতা বাড়িল, এমন নহে।

আমরা যে কালকে রাজনীতির মিশ্রযুগ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহার অভ্যুদয হইতেই প্রজাবর্গ মনুষ্য-সংখ্যায় পরিগণিত হয়,—মনুষ্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া, রাজ্যের বিবিধ কার্য্য-নির্ব্বাহে কতকগুলি বিধিবদ্ধ স্বত্বাধিকার লাভ করে। এস্থলে মনুষ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে রাজ্যের শাসনপ্রণালী, আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপনী, রাজপুরুষনিয়োগ এবং পর-রাজ্যের সহিত শত্রুতা কি মিত্রতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রজার মতামত থাকে

না।—সিংহাসনারূঢ় এক ব্যক্তি যেরূপ ইচ্ছা করেন, এক কোটি লোকের অনিচ্ছা হইলেও, তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, যদি সকলকে জীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অজস্রধারায় হৃদয়ের শোণিত ঢালিতে হয়, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। মিশ্রযুগের প্রভাব-সময়ে সেই ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে;—রাজার শক্তি অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে, এবং প্রজার ক্ষমতা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়। রাজা তখন, কতকগুলি সুদৃঢ়নিয়মের অধীন হইয়া,—প্রজার সহিত সর্ব্বপ্রকারে মিলিয়া মিশিয়া,—রাজ্যরূপ যন্ত্রচালনা ও রাজপুরুষ-নিয়োগাদি অধিকাংশ বিষয়েই প্রতিনিধিযোগে প্রজার মত গ্রহণ করিয়া, কার্য্য করিতে বাধ্য হন, এবং অন্য দিকে প্রজাবর্গও,নিত্য নূতন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ও নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিত না হইয়া,প্রজালভ্য স্বত্ব ও অধিকার-সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে নিয়মাধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য রহে। এই সময়ে রাজা ও প্রজা উভয়েই উভয়ের কাছে সেব্যসেবক-ভাবাপন্ন। কারণ, উভয়েই উভয়ের হাতে অতিগুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে কতকটা ঠেকা।

রাজা এবং রাজকীয় শক্তি যখন একেবারে প্রজার শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়,—প্রজা যখন আগে আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া, সেই বহুপ্রতিনিধির মধ্য হইতে এক জনকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্যে অধ্যক্ষ কি অধিনায়কের পদে নিযুক্ত ও তাঁহার হস্তেই রাজ্য অথবা রাজার ক্ষমতা ন্যস্ত করে, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, পুনরায় আর এক জনকে ঐরূপ বরণ করিতে অধিকারী হয়, তখনই যথার্থ প্রাকৃতযুগের প্রতিষ্ঠা। কারণ, তখন রাজা এই নামটি পর্য্যন্তও লোপ পায়, এবং প্রজাই দেশের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিয়োগে সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান্ হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজ্যের অধিপতি হইয়া বসে। তখন রাজা ও প্রজা এই পার্থক্যও আর থাকে না। কেন না, সকলেই তখন রাজা, ও সকলেই তখন প্রজা। যে আজি অতি দরিদ্র, যদি কাল্ দেশের বহুলোক তাহার বশে আসে, তাহা হইলেই তখন সে রাজ্যেশ্বর বলিয়া সম্মানিত হয়; এবং যিনি আজি রাজ্যেশ্বর বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন, দেশের বহুলোকের বিরাগভাজন হইলে, তিনিও পুনরায় অপদস্থ ও অসম্মানিত হইয়া সাধারণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

ভারতবর্ষীয় রাজারা যদিও শাস্ত্রানুসারে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাঁহারা কখনও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে অবসর পান নাই। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মনীতিপ্রিয় ও পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং হিন্দু-রাজগণের আর কোন গুণ না থাকুক, দয়াপরতা এবং দেবলোকোচিত মাহাত্ম্য প্রদর্শন বিষয়ে কোন দেশের রাজার সহিতই তাঁহাদিগের তুলনা হয় না। তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিতেন, এবং পাছে প্রজাপালক নামে কোন প্রকারে কলঙ্ক-রেখা নিপতিত হয়, এই ভয়ে সকলেই সতত ভীত থাকিতেন। ভারতবর্ষীয় সম্রাটের নিকট প্রজার সন্তোষ ও অসন্তোষের আদর ছিল কি না, রাজা রামচন্দ্রের অলোক-সাধারণ অপূর্ব্ব কীর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর কোন মনুষ্য কোন কালে যাহা করিতে পারে নাই, রাম, প্রজার চিত্তরঞ্জনের জন্য, তাদৃশ কঠোর ব্রতও অক্লিষ্টচিত্তে উদ্‌যাপন করিয়াছেন, এবং প্রজারঞ্জনই রাজার প্রধানতম ধর্ম্ম, যেন এই নীতি জগতে প্রচার করার উদ্দেশ্যে, পরিশেষে আপনার প্রাণাধিকপ্রিয়তমা পবিত্রচরিতা সহধর্ম্মিণীকেও প্রজার কথায় বনবাসে দিয়াছেন। রাম-

চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ, মহারাজ সগরও, প্রজার বিরক্তি ভয়ে, প্রজাপীড়ন-কলঙ্কগ্রস্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ অসমঞ্জকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, রাজধর্ম্মের গৌরব দেখাইয়াছিলেন। আর এক কথা এই, এ দেশের ক্ষত্রকুলতিলকেরা প্রতাপে যতই বড় হইয়া থাকুন, তাঁহারা রাজনীতিঘটিত মন্ত্রণা এবং রাজশক্তির চালনা বিষয়ে তপোরত ও দয়াশীল ঋষিসমাজের বাক্য লঙ্ঘন করিতে কখনই সাহসী হইতেন না, এবং ঋষিবাক্যই সকল সময়ে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিস্রোতে ভয়ানক প্রতিবন্ধকের কার্য্য করিত। অতি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট্‌গণও দীনবৎসল ঋষিদিগকে দেবতার মত পূজা করিতেন, এবং তাঁহাদিগের আদেশ ও উপদেশ সকল কার্য্যেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ ভারতবর্ষের প্রজা কোন সময়েই একেবারে পশুবৎ নিষ্পেষিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে যে, কোন সময়েও রাজশক্তির আদি প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এমন আমরা দেখিতে পাই না।

রাজা ও প্রজা, পরস্পর-সেব্যসেবক-সম্বন্ধে জড়িত হইয়া, স্বদেশের সেবায় মিলিতভাবে কার্য্য করিলে, কিরূপ আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে, ইংলণ্ডই তাহার প্রধান

উদাহরণস্থান। ইহা বলা বাহুল্য যে,ইংলণ্ড অদ্যাপি মিশ্রযুগের ছায়ায় অবস্থান করিতেছে, এবং আমরা আশা করি, এই সুখশীতল ছায়া, আরও বহুকাল ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে, অন্তর্ব্বিবাদের উন্মত্ত অগ্নিজিহ্বা হইতে রক্ষা করিয়া, সুখে রাখিবে। [ইংলণ্ডের প্রজা প্রায় সকল বিষয়েই স্বাধীন, বহুবিষয়ে প্রভুশক্তিসম্পন্ন, কেবল বাহিরে প্রভুনাম-বিবর্জ্জিত।] ইংলণ্ডের প্রজা এখনও দেশের রাজা বলিয়া অভিহিত হয় নাই। কিন্তু যাহারা ইংলণ্ডীয় মিশ্রশাসনের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ রহিয়াছে,—যাহারা সেই পর্ব্বতবদ্দৃঢ়গঠিত সুখশান্তিপ্রদ মিশ্রতন্ত্রের সুমধুর ফলনিচয়ের স্বাদভোগে কৃতার্থ হইয়াছে, তাহারা কি কখনও নামতঃ রাজা হইবার জন্য আকুল হইতে পারে? যে সকল দেশে প্রজার রাজশক্তি অর্থাৎ প্রাকৃতযুগ সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমেরিকাই ইদানীং সর্ব্বাংশে অগ্রগণ্য। আমেরিকায় ছোট বড় সকল ব্যক্তিই রাজা, যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সেবকমাত্র। কিন্তু আমেরিকার সমুন্নত ও সমুদ্ধত অধিবাসীরা, ইংলণ্ডীয়দিগের ন্যায় সকল বিষয়েই সমান সৌভাগ্যশালী কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়।

রাজতন্ত্র, মিশ্রতন্ত্র এবং প্রাকৃততন্ত্র এই তিনের কোন্‌টি বিধিনির্দ্দিষ্ট ? কোন্‌টি পৃথিবীর মঙ্গলকর? এই প্রশ্ন দুটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; অপিচ, উভয়েরই মীমাংসা কিয়ৎপরিমাণে বহুশাস্ত্রের আলোচনাপেক্ষ। আমরা, এইহেতু, রীতিমত প্রত্যুত্তরের জন্য প্রয়াসপর না হইযা, এস্থলে,অতিসংক্ষেপে, প্রকৃত সত্যের পথমাত্র প্রদর্শন করিতে পারিলেই পরিতৃপ্ত হইব।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবজাতির চিন্তাস্রোতের গতি আজকাল প্রাকৃততন্ত্রেরই অনুকূল। মনুষ্যের রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রভুত্ব, যাহাতে একের হস্তে ন্যস্ত না থাকিয়া, যথাযথরূপে সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়, এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ; এবং এক্ষণকার কাব্য, সাহিত্য ও সমাজসমালোচন-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার লেখাই উল্লিখিত লক্ষণে চিহ্নিত। পূর্ব্বে যেমন রাজাই সকল বিষয়ে প্রভু এবং সকল শক্তির আকর বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত ছিলেন, এইক্ষণ প্রজাই সেইরূপ প্রভুত্ব এবং শক্তির মূলাধার ও প্রস্রবণ বলিয়া অতি ধীরে ধীরে সকল দেশে পরিগণিত হইতেছে;—এবং সমবেত-প্রজাশক্তি, যেন যুগান্তের নিদ্রার পর, ধীরে ধীরে

গাত্রোত্থান করিয়া, একটি সহস্রশীর্ষ শরীরীর মত, সমুচ্ছ্রিতভাবে দণ্ডায়মান হইবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্যম প্রদর্শন করিতেছে। আগে যেখানে, মস্তকে কিংবা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে, নিতান্ত নিষ্ঠুর আঘাতেও চেতনা জন্মিত না, সেখানে এখন, চরণাঙ্গুলির চরম-প্রান্তে, একটি কাঁটার আঁচড় লাগিলেও চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হয়; এবং আগে যাহারা অতি ক্ষুদ্র লাভটিকেও অনুগ্রহের প্রসাদ বলিয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে গ্রহণ করিত, এইক্ষণ তাহারা অতিবৃহৎ লাভকেও তাহাদিগের স্বত্বাধিকারের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘৃণায় উপেক্ষা করে। ইহা অবশ্যই প্রজাশক্তির দৈনন্দিন বিকাশ ও প্রবর্দ্ধিত অবস্থার অতিপ্রবল প্রমাণ। কিন্তু, পৃথিবীর ইতিহাসে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবার কার্য্যতঃ প্রমাণিত এবং শত-বজ্র-নির্ঘোষে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে যে, মনু সাধারণতঃ সকল রাজাতেই যে প্রকার দৈবীশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, যখন দৈবীশক্তির প্রকৃত-বিগ্রহ-স্বরূপ তাদৃশ কোন অনন্যসাধারণ প্রতিভান্বিত পুরুষ, ললাটে রাজযোগ্য প্রভুত্বের প্রদীপ্ত শোভা লইয়া, কোন দেশে আবির্ভূত হন, তখন দেশের সকল শক্তিই তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব উচ্চশক্তির নিকট প্রফুল্লতার

সহিত মাথা নোয়ায়,—এবং সমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রের অলক্ষিত আকর্ষণে আনন্দে উথলিয়া উঠে,দেশস্থ প্রকৃতি-পুঞ্জের সম্মিলিত-প্রাণ-স্বরূপ সজীব সমুদ্রও, তাঁহার অলক্ষিত আকর্ষণে তেমনই উদ্বেল হইযা, কর-তরঙ্গ-বিক্ষেপ ও জয়-জয়-কোলাহলের সহিত তাঁহার অভিনন্দন করিতে থাকে। তখন প্রজাতন্ত্রের প্রধান নায়কেরাও মন্ত্রমুগ্ধ মনুষ্যের ন্যায়, তাহাদিগের পুরাতন দুঃখ ও পুরাতন লাঞ্ছনা, পুরাতন নীতি ও পুরাতন উৎসাহ, একেবারে বিস্মৃত হইযা যায়। তখন সকলেই আপনাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও উদ্যম, সেই অভ্যুদিত পুরুষের উদগ্র ইচ্ছার নিকট বলিস্বরূপ উৎসর্গ দিয়া, তাঁহাকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া পূজা করিবার জন্য আকুল হয়; এবং এক শতাব্দীর রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, এক বৎসরের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত ও ব্যাবর্ত্তিত হইযা, এক যুগে আর একযুগের ধর্ম্ম ও মাহাত্ম্যকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনে। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি বিধিনির্দ্দিষ্ট, তাহা শুধু জন-সাধারণের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার দিকে চাহিযাই অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

কর্ম্মফলের দ্বারা বিচার করিতে হইলে, সিদ্ধান্ত

আরও বহুদূরে যাইয়া গড়াইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের মত রাজা লইয়া রাজতন্ত্র, অথবা যিনি এক্ষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিরোমণি, তাঁহার শাসনাধীন মিশ্রতন্ত্রই অধিকাংশ প্রজার অধিকতর সুখজনক,না রবেস্পিয়ারের* মত অধিনায়ক লইয়া প্রাকৃততন্ত্রই মনুষ্যের অধিকতর মঙ্গলজনক ? বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই সকল কূট-কথার আলোচনা করিয়াই কহিয়া থাকেন যে, রাজতন্ত্র, মিশ্রতন্ত্র ও প্রাকৃততন্ত্র এই তিনটিই, স্ব স্ব বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর-মূর্ত্তিতে, দেশ, কাল ও পাত্রের অবস্থা ভেদে, সমাজের উপযোগী ও উপকারজনক, এবং ইহার যেটি যে সময়ে

* ফ্রান্সিস্-ম্যাক্সিমিলিয়ান দে রবেস্পিয়ার, ফ্রান্সের অন্তর্গত আর্‌রাস নামক নগরে, ব্যবস্থাশাস্ত্রব্যবসায়ী একজন নিঃস্ব ভদ্রলোকের ঘরে, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে, ৩৬ বৎসর বয়সের সময়, প্যারিস নগরে বধ-ভূমিতে নীত হইয়া, গিলোটিন নামক যন্ত্রে নিহত হয়েন। তিনি আগে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎসাহদাতা ও অনুচর ছিলেন, শেষে, ঐ বিপ্লবের অগ্রনায়ক বলিয়া প্রাকৃত তন্ত্র-পক্ষীয় বহুলোকের উপাস্য হইয়া উঠেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন অরাজক রাজ্য কিয়ৎকাল তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল,এবং তখন তাঁহার আজ্ঞার প্রতিদিনই অসংখ্য ফরাসি নরনারীর শিরশ্ছেদ ও রাজপথ শোণিত-প্রবাহে কর্দ্দমিত হইত। তিনি যার-পর-নাই ভীরু অথচ যার-পর-নাই নির্দ্দয় ছিলেন।—

যে দেশের অবস্থার সহিত মিলিবার বস্তু নহে, সেটিকে সেই সময়ে, সে দেশে বলপূর্ব্বক সংস্থাপনের চেষ্টাও তেমনই অপকারজনক। ইহা ছাড়া আর একটি কথারও অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। রাজতন্ত্র, মিশ্রতন্ত্র অথবা প্রাকৃততন্ত্র ইহার কোনটিই বিকৃত ও বিড়ম্বিত অবস্থায় মনুষ্যকে সুখী করিতে পারে না। রোম ও ফ্রান্সের রাজতন্ত্রনিপীড়িত প্রজাবর্গ যেমন হাহাকার করিয়া কাল কাটাইয়াছে,দুর্নীত চতুর্থ জর্জের * দৌরাত্ম্যপীড়িত বৃটিশ সাম্রাজ্যও, বাহিরে মিশ্রতন্ত্রের জয়োল্লাস ও প্রজাস্বত্বের অন্তঃসারশূন্য গৌরব খ্যাপনে উৎসাহিত রহিয়া, অন্তরে অপমানদুঃখের অসহ্যবেদনায়, দিনে নিশীথে প্রায় সেই-

* ইংলণ্ডের রাজা; ১৭৬২ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং১৮৩০ খৃঃ অব্দে উইণ্ডসর দুর্গে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, প্রকৃতি তেমনই নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, নীতিসম্পর্কশূন্য ও জঘন্য ছিল। ইনি,ইংলণ্ডের গ্রাম ও জনপদে প্রচ্ছন্নবেশে প্রবেশ করিয়া,ক্রমে বহু সরলমতি ললনাকে,ছলনায় ভুলাইয়া,বিবাহ করিয়াছেন; এবং শেষে, সেই বিবাহ অস্বীকার করিয়া, তাঁহাদিগের অশেষবিধ লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছেন। ইঁহার জীবন কলঙ্কের এক সমুদ্র। ইনি কতরূপে কত সম্ভ্রান্তলোকের কুলে কালি দিয়াছেন,এবং বন্ধুতা ও সৌহার্দ্দের নামে কত লোকের কতরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

রূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাইয়াছে,—এবং ইহা ইতিহাসেব স্বীকৃত কথা যে, প্রাকৃততন্ত্র, পৃথিবীব অনেক স্থলেই, উন্মাদগ্রস্ত অপদেবতার মত,হয় রুধির-ধারা ও নৃমুণ্ডমালা লইয়া খেলা করিয়াছে, না হয় লোকের স্বত্বসম্পদ ও বিচার অবিচারের কথায় অট্টহাস্যে হাসিয়াছে। রাজ্যের মূল শক্তি যখন এইরূপ বিকাবপ্রাপ্ত ও বিড়ম্বিত হয়, তখন কাহার নিকট আর কে সুখশান্তিব আশা করিবে? পক্ষান্তবে দৃষ্ট হয় যে, এই তন্ত্রত্রযেব যেটি যখন, কিয়ৎ-কালের জন্য, উদারমতি ও উচ্চশ্রেণিস্থ লোকের সম্পর্ক-নিবন্ধন চরমোৎকর্ষ লাভ কবে, সেইটিই তখন অন্য তন্ত্রের সুখ-সাব উৎকর্ষ আপনাতে কতকটা আকর্ষণ করিয়া লয়, এবং সেই হেতুই, কিয়ৎকালের তবে, মনুষ্যের নানারূপ মঙ্গলের কারণ হইয়া সর্ব্বত্র সম্মান পায়। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত ত্রিবিধ তন্ত্রই, মনুষ্যপ্রকৃতির দোষ ও গুণের সংস্পর্শে, দোষে গুণে জড়িত,—অথচ দোষ ও গুণের বৈলক্ষণ্যবশতঃ একে অন্য হইতে পৃথগ্‌ভূত। সেই দোষাংশের পরিহাব, এবং গুণাংশেব সহিত অন্যদীয় গুণাংশের সংযোজনা বিনা কোন তন্ত্রই কালের তরঙ্গাঘাতে এবং পৃথিবীর

প্রয়োজনের তাড়নে টিকিয়া থাকিবার বস্তু নহে। সুতরাং, যদি রাজতন্ত্র এখনও কোথাও মনুষ্যের মনোরঞ্জন ও সুখ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়, উহাতে তাহা হইলে, ক্রমে ক্রমে, মিশ্রতন্ত্র ও প্রাকৃততন্ত্রের ছায়াপাত এবং আংশিক সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। অথবা, মিশ্রতন্ত্র যদি, ইংলণ্ডের ইদানীন্তন মিশ্রতন্ত্রের ন্যায়, কোন দেশে, চিরদিনই ছোট বড় সকলের প্রাণ-প্রিয় হইয়া রহিতে চায়, তাহা হইলে উহাতে উৎকৃষ্টতম রাজতন্ত্র ও উৎকৃষ্টতম প্রাকৃততন্ত্রের অতি সুখকর পরিমিশ্রণ না হইলে চলিবে না। আর, যদি প্রাকৃততন্ত্র, কখন কোথাও যন্ত্রগত দৃঢ়তা এবং নির্ব্বাচনগত সাধুতার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রাজ্যে শান্তি,শক্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারে,ইহা নিশ্চয় যে, উহাতেও তখন রাজতন্ত্র ও মিশ্রতন্ত্র এই উভয়েরই সামর্থ্য ও সমৃদ্ধি বিশেষ যত্নসহকারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ না হইলে, শুধু শাসনপ্রণালীর রূপান্তরবিধানে,অথবা একটি পুরাতন নামের পরিবর্ত্তে কালের উপযোগি কিংবা সামাজিকদিগের প্রীতিকর আর একটি নূতন-নাম-গ্রহণে,দেশের প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা নাই।

---

# বিনয়ে বাধা।

এ জগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও, যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি একটুকু মাথা নোয়াইলে, অথবা দু'টি মধুর কথা কহিলেই, সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে আপনা হইতে উন্মুখ হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য; এবং বোধ হয়, এই আলোচনায় হৃদয়রহস্য এবং দর্শনশাস্ত্রেরও দুই একটি কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইতে পারে।

বিনয় সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে, মনুষ্যকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া লওয়া সুসঙ্গত। যাঁহারা মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণেই প্রথমশ্রেণির লোক,—যাঁহাদিগকে সকলে সর্ব্বাংশেই বড় মানুষ অথবা মানবজাতির অগ্রনায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের কথা আগে বলিব। তাঁহাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি সমানবিকশিত, সমঞ্জসীভূত এবং সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারে অতি

সুন্দর-ভাবাপন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত বিনয়ের কোনরূপ বিরোধ কিংবা বিসংবাদ নাই। তাঁহাদিগের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ,—ভক্তির পবিত্র অথচ প্রীতিপ্রদ মাধুরীতে মধুর। তাঁহারা উন্নত হইয়াও আপনাদিগের উন্নতি সম্বন্ধে অন্ধ কিংবা উদাসীন, এবং অন্যের সমুন্নতিতে অসূয়াশূন্য। সুতরাং, তাঁহারা অন্যদীয় গুণের নিকট অবনত হইতে স্বভাবতঃই অতিপ্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রীতিমান, পর-সুখ-প্রিয় এবং দয়ার্দ্রচিত্ত। ইহার এই ফল, যেখানে ভক্তির তুলসীচন্দন উপহার দেওয়া কঠিন, সেখানেও তাঁহারা প্রীতির প্রবোচনায় দু'টি প্রিয় কথা কহিতে সমর্থ হন, এবং প্রীতিও যাহার কাছে ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহে না,-তাঁহারা তথাবিধ দুস্পৃশ্য ব্যক্তি-কেও, দয়ার দ্রবীভূত উদারভাবে আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য, এবং তাঁহারা স্বভাবগুণেই বিনীত। তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কখনও শিক্ষা করিয়া বিনীত হইতে হয় না; অথচ, লোক-চরিত্রের নানারূপ বৈচিত্র্যের সহিত নিজ চরিত্রকে মিলাইবার জন্য, বিনয় বিষয়ে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন দেখিলেও, তাহাতে তাঁহারা বিরক্তি অনুভব করেন না।

যাঁহারা,বিবিধ মহার্হ বিদ্যায় এবং নানারূপ মানসিক ক্ষমতায়, বড় হইয়াও, হৃদয়াংশে অতি নিম্নশ্রেণির লোক, তাঁহাদিগের পক্ষে বিনীত হওয়া সেইরূপ আবার স্বভাবতঃই অশক্য, স্বভাবতঃই অসম্ভব। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায়, অতি সমুজ্জ্বল। যাহা কিছু সম্মুখে ফেলাইয়া দেও, সেই বুদ্ধি তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। হয় ত, তাঁহারা অসাধারণ তার্কিক, অসামান্য বাগ্মী। হয় ত তাঁহারা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই গুণবান্ ও প্রধান। কিন্তু, যে সকল বস্তু লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব,তাঁহাদিগের সেই গুলিই নাই। তাঁহারা ভক্তিহীন, প্রীতিহীন এবং কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপেই দয়াদাক্ষিণ্যহীন। তাদৃশ ব্যক্তিরা মনুষ্য-সমাজে আর যেরূপেই কেন যশস্বী হউন না, ইহা অবধারিত যে, তাঁহারা কখনও কাহারও কাছে বিনীত হইতে পারিবেন না,—যদি বিনয়নম্রতায় কোনরূপ মধু থাকে, তাঁহারা কখনও সে মধুর স্বাদলাভে অধিকারী হইবেন না। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়বিরোধিনী—বিষবর্ষিণী, —ছিন্নতার বীণার মত নিত্যবিসংবাদিনী। তাঁহারা কথা কহিলেই, সে কথা নীরস কিংবা কর্কশ হইয়া

পড়ে। তাঁহাদিগের দৃষ্টি যখন যাহার দিকে নিপ-তিত হয়, সে ই তখন আপনাকে দগ্ধশলাকা দ্বারা বিদ্ধ মনে করে। বিনয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, স্বভাবে যাহার অঙ্কুর নাই, শিক্ষায় তাহার বিকাশের আশা কি? বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়?

যাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল,তাঁহারা উল্লিখিত উভয় শ্রেণির মধ্যবর্ত্তী লোক। তাঁহারা না বিদুর,না দুর্য্যোধন; না লুই,* না মিলেংথন। † তাঁহাদিগের হৃদয় অতিদুর্ব্বল। উহা ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের ন্যায় সতত দোদুল্যমান। তাঁহাদিগের সেই দুর্ব্বলহৃদয়,কখনও ভক্তি কিংবা প্রীতির আকর্ষণে, একটুকু কোমল হইয়া নুইয়া পড়ে, কখনও আবার দম্ভের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া একটা বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে। আমরা যত দূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি,

---

* ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই। ইনি সকল বিষয়েই দম্ভের এক বিকট ও ভয়ঙ্কর অবতার বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

† লুথরের প্রিয়তম সখা। ইনি খৃষ্টীয়ধর্ম্মসংস্কারে লুথরের সঙ্গী ছিলেন,এবং চরিত্রের সুকোমল-কমনীয়তা ও কাপট্যবর্জ্জিত বিনয়-নম্রতা গুণে লুথর অপেক্ষাও বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

তাহাতে আমাদিগের এই বোধ জন্মিয়াছে যে, এই মধ্যশ্রেণিস্থ নানা ব্যক্তির মনে বিনয় সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত বাধা আছে। সেই বাধাগুলি পায়ে ঠেলিয়া,—বাধাগুলির মূলপর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বিনীত হওয়া যায় কি না, তাহাই এক্ষণ আমরা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি।

কাহারও মন কিয়ৎপরিমাণে বিনয়ের স্বভাব-সুন্দব মাধুরীর দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। সে লজ্জা অভিমানে স্ফুরিত,অভিমানে জড়িত। লোকেব নিকট ছোট হইয়া চলিতে হইলে, তাঁহার আত্মা লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়। পাছে লোকে তাঁহাকে শক্তি-হীন, সামর্থ্যহীন, ক্ষমতাশূন্য কিংবা সমাজের নিম্ন-শ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন,এবং যেখানে ঔদ্ধত্যের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুবক্ষবের কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও দুরক্ষব বলিযা, কিংবা দাম্ভিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া, বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা পর-চিত্ত-পরিজ্ঞানে নিতান্তই মূর্খ। বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্না-

রাশির ন্যায় রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাঁহাদিগকে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিযা রাখিতেও, তাঁহাদিগের মতি জন্মে না। যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে মনুষ্যোচিত উচ্চতার অমলজ্যোতিঃ, সাগর-গর্ভ-নিহিত অমূল্য-রত্নের ন্যায়, লোক-চক্ষুর অগোচরে, লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা দীনজনের জন্য। মহাত্মা নিয়ুটনকে* মনুষ্যমাত্রেই জ্ঞান-গুরু দেবতা বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া, মানবজাতির গৌরব ও উন্নতির

* স্যর আইজাক নিউটন, ইংলণ্ডের অন্তর্গত উলসথর্প নামক গ্রামে, ১৬৪২ খৃঃ অব্দে, জন্মগ্রহণ করেন, এবং মাধ্যাকর্ষণের বিশ্বব্যাপি নিয়ম ও আলোকের উপাদান প্রভৃতি নানাবিধ আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, জগতে অতুল কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া, চতুরশীতি বর্ষ বয়সের সময়, মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে পৃথিবীতে এক অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

ধ্যানে, আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিবলে বিশ্বরচনার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; দূরস্থিত গ্রহ ও উপগ্রহগণকে, অতিনিকটস্থ বস্তুর ন্যায়, নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের গতির পথ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন ; এবং নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলকে আদিকবি জগদীশ্বরের কর-লেখা জ্ঞানে পাঠ করিয়া, বিজ্ঞানের অতিকঠোর তত্ত্বেও কাব্যের অমৃতস্বাদ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই পর্ব্বত-প্রতিম উচ্চ পুরুষ,জ্ঞানে সাধারণের ঐ রূপ অনধিগম্য হই-য়াও, বিনয়ে সকলের কাছেই এত অবনত ছিলেন যে, যে তাঁহার সন্নিহিত হইত, সে ই তাঁহার শিশুসমুচিত সরল-নম্রতায় মোহিত হইত, এবং অতি সামান্য লোকও, তাঁহাকে আপনাদিগের সমান-শ্রেণিস্থ মনে করিয়া, নি-র্ভয়ে এবংনির্ম্মুক্তপ্রাণে তাঁহার সহিত আলাপ করিত।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমায় কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায়, অনা-য়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে। ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নাবিতে নাবিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং

অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।/ এই ভয়ের অর্থ—আপনাতে অবিশ্বাস।// মনুষ্যের মন ভ্রান্তিব বিপাকে পড়িয়া কতরূপে বিড়ম্বিত হইতে পারে, এই ভয়, এই অবিশ্বাস, তাহারই এক নিদর্শন। নতুবা, যাহার বুদ্ধি আছে, সে কেন বিনীত হইতে ভীত এবং বিনয়ে আত্মাবনতির শঙ্কা করিয়া কুণ্ঠিত হইবে? মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতা পৃথিবীতে "শক্তি" নামে অভিহিত এবং প্রত্যক্ষ 'শক্তি' বলিয়া পূজিত হইয়াছে, বিনয় ও সৌজন্য-শিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয়? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আত্মাব উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এ সকল যদি বিনয়েই কমিবাব বস্তু হয়, তবে আর ইহাদেব দুর্ব্বহ ভারবহনেব প্রয়োজন কি? তোমাতে যদি যথার্থই এ সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পাদ-প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও, তুমি মুকুট-মণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। আর, তোমাতে যদি এ সকল অথবা অন্যান্য সম্মাননীয় গুণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে

কিংবা স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও, তোমার স্বাভাবিকী ক্ষুদ্রতা, সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে।

যখন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সুহৃৎ স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে যজ্ঞীয় বিবিধ কার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিন্যস্ত করা হইল। কেহ ভাণ্ডারের ভার লইয়া দানাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কেহ ভোজ্যান্ন-বিতরণের ভার লইয়া বহুলোকের সুখ-সন্তৃপ্তি-সাধনের সুযোগ পাইলেন। কেহ দ্বার রক্ষা, কেহ পুররক্ষা এবং কেহ বা শান্তিরক্ষার ভার লাভ করিয়া আপনাকে যথোচিতরূপে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু, যিনি যজ্ঞাবসানে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, আপনা হইতে প্রস্তাব করিয়া, আহূত ব্যক্তিদিগের পাদপ্রক্ষালনের ভারমাত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিনয়নম্রতা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিপরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে, কাহার চিত্ত না ভয় ও ভক্তির মিশ্রিত ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে? অদীনসত্ত্ব ও অলোকসাধারণ খ্রীষ্টও তাঁহার

শিষ্যদিগের পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিত্র-মুগ্ধ শিষ্যেরা, সেই আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান দর্শনে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যেন কি এক ভাবে একবারে জড়সড় হইয়া, অধিকতর তদ্গতচিত্তে তদীয় আজ্ঞা পালন করিতেন; এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা, অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল, জগন্ময়শক্তির অবতার বলিয়া, আরাধনা করিয়া থাকেন। অপিতু, নীরো * রোমবাসীদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী রোমকেরা তাঁহাকে নরকের কীট বলিয়া ঘৃণা করিত, এবং লোকে এখনও তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উপর, অন্ততঃ কল্পনায়ও, পাদুকাঘাত করিতে ভালবাসে। বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌম্বক। চৌম্বককে ঊর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতই উহার আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ, চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ;—বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপর রাখ, আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্বকের মত অদৃষ্ট

* রোমের ষষ্ঠ সম্রাট্,-মাতৃঘাতী, বিশ্বপীড়ক, বিশ্ববঞ্চক, নরপিশাচ।

শক্তি আছে। অতএব ইহাতে নিঃসংশয়িত রূপে প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বড়, বিনয়ের কোনরূপ কার্য্যই তাঁহাদিগকে ছোট করিতে পারে না ; এবং যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ছোট,—প্রকৃতির গঠনে খাট, তাহারা দুর্ব্বিনয় ও দাম্ভিকতার কোনরূপ অভিনয়ের দ্বারাই আপনাদিগকে বড় বলিয়া লোকের ভ্রান্তি জন্মা-ইতে সক্ষম হয় না।

উল্লিখিত ভয়ের ভাব, কতকগুলি লোকের হৃদয়ে, ঠিক ইহার বিপরীত দিকে কার্য্য করিয়া, আর এক প্রকারে বাধার মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহারা বিনয়কে কোন অংশেও আত্মাবমাননার কারণ মনে করেন না, এবং মনুষ্য বিন-য়ের দিকে নাবিতে নাবিতে কোনরূপেও হৃদয়ে কি মনে দুর্ব্বল হইতে পারে, এমন ইহাদিগের ধারণা নহে। ইঁহা-দিগের ভয়ের মুখ্য কারণ এই যে, সামাজিকেরা বিন-য়ের ব্যবহারকে সাধারণতঃ কপটব্যবহার বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং, ইঁহারা যদি হৃদয়ের স্বাভা-বিক স্ফুরণে, অতি সরল ভাবেও, বাহিরে বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, ইঁহারাও সম্ভবতঃ কৃত্রিম-বিনয়ী ও কপট লোক বলিয়াই উপেক্ষিত হইতে

পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই রূপ ভয় শুধু অমূলক নহে, ইহা ঘৃণার্হ। ছলগ্রাহী মনুষ্য মনুষ্য-চরিত্রের বিনয়শীলতায় যেমন অবিশ্বাস করে, মনুষ্য-হৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও সরলতায়ও তেমনই অবিশ্বাস দেখাইয়া থাকে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি প্রকৃত হৃদয়-বান্ ব্যক্তিবা ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি পূজার্হ ভাব-কুসুমগুলিকে পদ-তলে দলন কবিতে সাহস পাইয়াছেন? লোকে অবিশ্বাস করিবে বলিয়া কি প্রকৃত দয়াশাল ব্যক্তি দয়ার উপযুক্ত পাত্রকে দয়া কবিতে, অথবা দয়ার উচ্ছ্বাসে নয়নের জল উপহার দিতে, বিরত হইবেন? বিনয়ের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। মনুষ্য হয় তোমাকে বিশ্বাস করিবে, না হয় তোমাকে অবিশ্বাস করিবে। যে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পাবে না, সে অবশ্য অবিশ্বাসীর ক্রূবচক্ষেই তোমার সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কিন্তু, পাছে মনুষ্য অবিশ্বাস কবে, তুমি কি এই ভয়ে, আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং ব্যবহারের সৌষ্ঠব বিনাশ করিয়া, লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে? বিনয়ে যদি প্রকৃত কোন সৌন্দর্য্য থাকে, সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা কর,—সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যের সহিত বিনীত

হও। লোকে তাদৃশ বিনীত ভাবের ভাল কি মন্দ কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া বিচলিত কিংবা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া কাপুরুষতাব পরিচয়মাত্র।

বিনয়েব তৃতীয় বাধা স্বার্থচিন্তা। মনে অভিমান-জনিত লজ্জা নাই, অথবা অন্য কোনরূপ অহেতুক ভয়ও নাই, অথচ এই বিশ্বাস অতি প্রবল যে, বিনয়ের একান্ত অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যাঁহারা বিনয় ও স্বার্থরক্ষার উপযোগি কর্ম্মপরতার ভাবকে পরস্পর-বিরোধি বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা কখনও কখনও গৌরব করিয়া এইরূপও বলিয়া থাকেন যে, যখন বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কোথাও কোন কঠিন কার্য্যের উদ্ধার হয় না, তখন বৃথা আর লোকের কাছে বিনয়ের মধুধারাসেচনে কি পুণ্য লাভ হইতে পারে? বিনয়েব পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করি না। লৌকিক কার্য্যভূমিতে বজ্রের ন্যায় আঘাত করা যে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা মানবজগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বজ্রনার পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়া-

ছেন, এবং যাঁহারা গুরুতর কর্ত্তব্য কিংবা নীতিঘটিত গুরুতর প্রয়োজনের অনুবোধে বিপক্ষের মস্তকে সময়-বিশেষে শত বজ্রের সম্মিলিত-শক্তিতে আপতিত হইয়া-ছেন, তাঁহারা কেহই কি বিনয়হীন ছিলেন ? অথবা, বিন-য়ের আভরণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা কেহই কি কখনও ন্যায্য স্বার্থ ও উপযুক্ত সম্মানরক্ষায় উপেক্ষা কিংবা অক্ষমতা দেখাইয়াছেন ? যিনি রোম-সাম্রাজ্যের সংস্থা-পয়িতা বলিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, এবং কাব্য-সাহিত্যের উৎসাহদান ও পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু পুরাতন ইয়ুরোপের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, রোমের কোন্ পুরুষ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অগষ্টস্ সীজরের * সহিত বিনয়-নম্রতায় উপমিত হইতে পারে? অথবা রোমের কোন্ বীর, শত্রুশাসন, শত্রুঘাতন এবং আঘাতের বজ্রনিভ কঠিনতায়, তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য ? অগষ্টস্ সীজর, রাজ্যের দৃঢ়তারক্ষার জন্য, অতি কঠোর

* রোমের প্রথম সম্রাট্। রোমসাম্রাজ্যের সমস্ত লোকই ইহাঁকে পিতৃবৎ সম্মান করিত। ইনি খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দে রোম নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫৭ বৎসর কাল, নানারূপ সুখ-সম্মানের সহিত, রাজ্যশাসন করিয়া ১৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হ'ন।

কার্য্যও বিনয়ের কৌশলে সম্পাদন করিতেই প্রয়াস পাই-তেন, এবং তদানীন্তন সভ্যজগতের সর্ব্বাধিকারী প্রভু হইয়াও, আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থী প্রভৃতি সকলের কাছেই সতত বিনীত রহিতেন। তিনি কখনও সম্রাটের বেশ ভুষা গ্রহণ করিতেন না, এবং রাজকীয় সভা-সমিতিতে উপ-স্থিত হইবার সময়েও একটি সৈনিক কিংবা সেবককে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। কিন্তু, তাঁহার ধীর, গভীর, বিনীত ব্যবহারে এমনই এক বিচিত্র শক্তি ছিল যে, তিনি যতই বেশী নত হইয়া চলিতেন, লোকে ততই তাঁহার অনুগত হইত, এবং তিনি যাহাদিগকে প্রিয়-বয়স্য-জ্ঞানে প্রণয়ের সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন, তাহারাও তা-হার কাছে প্রীতি ও ভক্তিতে অঞ্জলিবদ্ধ রহিয়া, তাঁহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে কার্য্য করিত।

বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, তাঁহার সমসাময়িক ঐতি-হাসিক ও বীরপুরুষদিগের নিকট, বজ্রপুরুষ বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং সকলেই তাঁহাকে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর মনে করিত। কিন্তু, যাঁহারা এই জগতে, যশ ও মানের জন্য বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য লইয়া কন্দুক-ক্রীড়া করিয়াছেন,—যাঁহাদিগের দৃষ্টিমাত্রনিক্ষেপে একটা দেশে,

হয় আনন্দের কল-কোলাহল, না হয় রোদনের বিকল-ধ্বনি উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কে বোনাপার্টির মত বিনয়নম্র ছিলেন? বোনাপার্টির প্রশান্তগাম্ভীর্য্য ও সুস্থিরভাবকে লোকে বজ্রপাতের প্রাক্‌কালীন সুন্দর, সুখ-দর্শন ও প্রশান্ত মেঘমালার সহিত তুলনা করিত;— এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দৃষ্ট হইলেই, বিরুদ্ধ-চারী বিদ্বেষিদিগের মনে বজ্রসঙ্গিনী বিদ্যুতের রেখা প্রতিভাত হইত। কিন্তু, যাহারা অহোরাত্র তাঁহার সঙ্গে একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাকে একখানি কাব্যের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে কুসুমের মত কোমল এবং নিরতিশয় বিনীতপ্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কবিবর ভবভূতি লোকোত্তর-পুরুষদিগের চরিত-রহস্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাদিগের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর, এবং কুসুম হইতেও কোমল। এই কথা গুলি বোনাপার্টির বিস্ময়াবহ জীবনচরিতে অক্ষরে অক্ষরে প্রযুজ্য। সমরনায়ক সেনাপতিরা, যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার সময়ে, আপনাদিগের সম্পদ ও বৈভবের কতই ঘটা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বোনাপার্টির এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি ঐরূপ সময়ে প্রায়শঃই সামান্য সৈনিকের বেশে

সৈনিকদিগের সঙ্গে পাদ-চারে পথ-পর্য্যটন করিতেন,—তাহারা যাহা খাইতে পাইত, তাহাই খাইয়া পরিতৃপ্ত রহিতেন, এবং সময়বিশেষে তাহাদিগের মত শ্যামল দুর্ব্বা-দলে শয়ন করিয়াই নিদ্রার সুখ-শীতল শান্তিলাভে চরিতার্থ হইতেন। ফলতঃ, তাঁহার অসংখ্য পরিচরেরা যে উন্মত্তের মত তাঁহার উপাসনা করিত, তদীয় বিনয়নম্রতাই অন্য দশ প্রকার কারণের মধ্যে তাহার এক প্রধান কারণ। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বে, সন্ধিসূত্রে শান্তিস্থাপনের জন্য, শত্রুর নিকট পুনঃ পুনঃ অতি কাতর-কণ্ঠে পত্র লিখিতেন, এবং যুদ্ধ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে, সমরাবসানে বিজয়-বৈজয়ন্তী দোলাইয়া, তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট পুনরায় সন্ধি সংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়-লাভের পরেও বিরুদ্ধ রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হীন-তর কোন ব্যক্তি তদনুরূপ বিনয় দেখাইতে সাহস পায় না। বোনাপার্টি এইরূপ বিনীত ছিলেন বলিয়া স্বার্থ-সংরক্ষণ বিষয়ে কেহই কি তাঁহাকে শুকদেবের মত উদাসীন মনে করে?

পুরুষসিংহ প্রথম বিচার্ড৩* সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে যার-পর-নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম বলিয়া জানিতেন যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইত, এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্দ্ধর্ষ অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়াবৃত অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিকে, তাঁহার কনিষ্ঠ, জম্বুকমতি জন, মানের কাল্পনিক অনুরোধে, দুর্ব্বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অনন্ত-প্রকারে অপমানিত হইত। যে মাধুরী, অগ্রজের অন-

* ইংলণ্ডের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা। ১১৫৭ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম, এবং ১১৯৯ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি এক বিখ্যাত বীর ছিলেন। ইঁহার যশোময় জীবন ইংলণ্ডের ইতিহাস ও উপন্যাসে সমানরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। ইনি সাহস ও সহৃদারতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে "সিংহপ্রাণ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন নিতান্ত ভীরু অথচ নির্ভুর বলিয়া ইংলণ্ডে অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছিল।

যদ্য পৌরুষদেহে, গুণমুগ্ধা কামিনীর ন্যায়, যেন একবারে নিলীন থাকিত, স্বন মণিমুক্তার মালা পরিয়াও তাহার ছায়া লাভে বঞ্চিত রহিত।

পুরাকালে, ইয়ুরোপের তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ তেজঃপুঞ্জ সার্ লিমেন, * একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে, রাজপথে পাদ-চারে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান, সেই সময়ে, দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। সার্ লিমেন প্রত্যভিবাদনে তাঁহাকে তাহা হইতেও অধিকতর অবনতি এবং সাদর অনুগ্রহের ভাব দেখাইলেন। পারিষদদিগের মধ্যে এক জন, এই আচরণের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, একটুকু হাসিতেছিলেন। সম্রাট্ হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া একটুকু ব্যথিত হইলেন, এবং সম্মুখস্থ সকলকেই স্মিত-মুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে,—যাঁহারা বিধাতার কৃপায় অবনীতে অতি উচ্চস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা

* সার্ লিমেন অর্থাৎ চার্ল্স্-দি গ্রেট ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট্। ইঁহার সময়ে জর্ম্মণী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় প্রধান রাজ্যনিচয় ইঁহার অধিকারস্থ হইয়াছিল। ইনি ৭৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

যদি, নিজ নিজ স্বভাবের বিকৃতি কিংবা বিড়ম্বনায়, বিনয় বিষয়ে একান্ত নীচাশয় কিংবা নিম্নস্থানীয় হন, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়? কে তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া নিবৃত্ত রহিতে পারে?

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই স্বনাম-ধন্য সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, যাঁহাদিগের আত্মা, ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির অস্বাভাবিক অবনতি হেতু বিনয়ের সুখ-সৌন্দর্য্যে বিরক্ত,—বিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে অসম্মত, ভরসা করি তাঁহারাও, পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীরদিগের জীবনবৃত্ত সমালোচনা করিয়া, বিনয়ের সহিত কর্ম্মফলা নীতি ও উন্নতির কিরূপ গূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিস্থ করিতে যত্নপর হইবেন।

---

# প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ।

যাহা সাধারণ লোকের নিকট এক পদার্থ, তাহা শাস্ত্রকারদিগের নিকট আর এক পদার্থ। শাস্ত্রকারেরা অতি সহজ কথা বুঝাইবার জন্যও এক এক সময়ে এমন দুর্ভেদ্য তর্কজাল বিস্তার করেন যে, লোকে তাহাতে কোন প্রকারেই সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবিষ্ট হইলেও বাহির হইবার পথ দেখে না। রুচি কাহাকে বলে, এই কথাটি লইয়াও এইরূপ ঘটিয়াছে। ইয়ুরোপের আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পণ্ডিতবর্গ রুচি শব্দের যে সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞসমাজে অবিদিত নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এমনই দুর্গম ও জটিল যে, যাঁহারা বিশেষরূপে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই তৎসমুদয়ের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। আমরা, এই নিমিত্ত সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল ভাব ও কথা সর্ব্বত্র পরিচিত আছে, তাহা লইয়াই রুচিশব্দের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যত্নপর হইব।

কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে, কাহারও মনে ভাল লাগে না। কোন একটি বিশেষ সংগীত শ্রবণ করিয়া কেহ একবারে গদ্গদচিত্ত হন; কাহারও কর্ণে সেই সংগীতটিই বিষ-ধারা বর্ষণ করে। অধিকারীরা, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, যে ভাবে দেবলীলার অভিনয় করেন, তাহা দেখিবার জন্য কেহ পঞ্চ ক্রোশের পথ পদ-ব্রজে চলিয়া আসেন; কেহ তাদৃশ অভিনয়কে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার একশেষ মনে করিয়া, অব্যাহতি লাভের জন্য, পঞ্চ ক্রোশ দূরে চলিয়া যান। কেহ একখানি কাব্য পাঠ করিয়া পদে পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; কেহ সেই কাব্যখানিকেই নীরস কাষ্ঠসমান বিবেচনা করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিরক্তির সহিত দূরে ফেলিয়া দেন, এবং যাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, অথবা ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় স্বকীয় গ্রন্থাধারে রাখেন না, এমন একখানি কদর্য্য পুস্তক লইয়া দিবা-রাত্রি নিবিষ্ট রহেন। একখানি চিত্রপট দর্শনে কাহারও হৃদয় একবারে উছলিয়া উঠে, এবং দৃষ্টি উহাতেই একবারে লাগিয়া থাকে, আর এক ব্যক্তি, সেই পটখানি পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও, তাহাতে সৌন্দর্য্য কি মাধুর্য্যের কোন চিহ্ন

দেখিতে পান না। ইত্যাদি স্থলে বলিব যে, যাঁহার মনে ঐরূপ কোন বিষয়,কি গীত, কি কাব্যাদিতে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি নাই; এবং যাহার মনে বিরক্তির পরিবর্ত্তে সুখানুভব অথবা প্রীতি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি আছে। সুতরাং,/রুচির সারার্থ আনন্দবোধ এবং সেই আনন্দবোধ-জনিত-স্পৃহা/ যাহা ভাল লাগিল, তাহা রুচিকর; এবং যাহা ভাল লাগিল না, তাহা অরুচিকর।

কিছুতেই রুচি নাই, এরূপ লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিয়া কেহই তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিবে না। তিনি পণ্ডিত হইলেও মহামূর্খ, পরম সাধু হইলেও মহাপাতকী। এই শোভাবিলাসিনী সুরম্যমেদিনী তাঁহার বাস্তভূমি নহে। তাঁহার অধ্যয়ন ও বিদ্যালোচনা ভস্মে ঘৃতাহুতি,— তাঁহার প্রণয় প্রতারণা, পরিণয় পাপ, বন্ধুজন-সংসর্গ অকথ্য যন্ত্রণা, এবং পার্থিব-জীবন প্রত্যক্ষ নরকভোগ। সূর্য্য, মেঘপটলকে প্রভাতকান্তিতে রঞ্জিত করিয়া,তাঁহার জন্য উদিত হয় না, চন্দ্রমার অমল-স্নিগ্ধ কৌমুদী তাঁহার জন্য মৃদুহাসি হাসে না; তরুলতা ও সরোবরের নির্ম্মল-সলিল-রাশি,

কুসুম-নেত্র বিকসিত করিয়া, তাঁহার দিকে ফিরিয়া চায় না; বিহঙ্গগণ সুধাসিক্ত কলকণ্ঠে কখনও তাঁহাকে আহ্বান করে না; ভারতীর বীণাধ্বনিসদৃশী কবিতা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না; প্রীতি ভয়ে কি বিরাগে তাঁহার নিকট চক্ষু মেলে না; শিশুর সুকুমার মাধুরীও, তাঁহার সেই শ্মশান-ভীষণ দুঃসহ শুষ্কতার সন্নিহিত হইলে, আর উহার স্বভাবচঞ্চল সুখময় স্ফূর্ত্তিতে বিলসিত রহিতে পারে না। সংক্ষেপতঃ, এই সুবিস্তীর্ণ ধরণীমণ্ডলে কেহই আপনাকে তাঁহার বলিয়া পরিচয় দেয় না। কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ এইরূপ নিরানন্দ, নিরালম্ব, চিরবিষাদমগ্ন, কিম্ভূত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই রুচিবিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন বিষয়ে রুচি, অর্থাৎ আসক্তি ও আনন্দ বোধ আছে;—এ গীতে না হউক, অন্য গীতে—এবং এ ভাবে না হউক, অন্য ভাবে, কিন্তু কোন না কোন গীতে এবং কোন না কোন ভাবে সকলেরই হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠে।

অনেকে রুচি শব্দটিকে অতীব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া, শুধু কাব্যনাটকাদির দোষগুণঘটিত বিচারের কথাকেই ইহার বিষয় বলিয়া মনে করেন, এবং যাঁহারা

কাব্য নাটকে তেমন পাণ্ডিত্য নাই, তাদৃশ ব্যক্তি অন্যান্য বহু বিষয়ে নিতান্ত সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাকে রুচিহীন, রস-হীন এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাদ-শক্তি-বিহীন বলিয়া অবধারণ করিয়া রাখেন। ইহা ভ্রম। রুচির বিষয় এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি। যাহা সুন্দর, যাহা সুশ্রাব্য, যাহা অন্যথা সুখ-প্রদ কিংবা মনোমদ, তাহার সহিতই রুচির সম্পর্ক আছে। কাহার চক্ষু কি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়, কে কি শুনিতে ভালবাসে, কে কিরূপ আলাপ করে ও কিরূপ বেশ-বিন্যাসে অনুরাগ দেখায়, কি প্রকার আভরণে কাহার মনে আনন্দ জন্মে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া-কলাপে কাহার হৃদয় আসক্ত থাকে, এই সমস্ত কথাই রুচির পরিচায়ক। উপাসনাদি উচ্চকল্পের অনুষ্ঠাননিচয়ও রুচির সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভজনাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, তত্রত্য সামগ্রীসমূহ এবং উপাসকদিগের রীতিপদ্ধতি, ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর পরীক্ষা কর, অথবা একসম্প্রদায়স্থ দুই ব্যক্তির উপাসনা-ক্রিয়া দর্শন কর, তাহাতেও রুচিগত পার্থক্যাদির পরিচয় পাইবে। রুচি ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর কার্য্য করে, জীব-

নের সকল কার্য্যেই নিত্যসঙ্গিনীর ন্যায় উপদেশ দেয়, এবং মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে, আকারে, ইঙ্গিতে এবং হাস্য ও জ্রকুঞ্চনাদি ভাবভঙ্গিতে শতমুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই,—মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সর্ব্বত্র, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই যে বিষম রুচিভেদ পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? যাঁহারা মানবমনের গূঢতত্ত্বসকল আলোচনা করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জনে এই প্রশ্নের এক এক প্রকার উত্তর করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন দয়া কি ন্যায়পরতার ন্যায় রুচি নামে মনুষ্যের একটি পৃথক্ মনোবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির বিকাশ অথবা অবিকাশ কিংবা অপূর্ণ বিকাশই রুচিভেদের একমাত্র কারণ। কেহ বলিয়াছেন, রুচি শোভানুভাবকতার নামান্তর,—যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যের স্বাদগ্রহণে সমর্থ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে বিকশিত ও মার্জ্জিত; আর যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিষয়ে অন্ধ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে অস্ফুট ও অমার্জ্জিত। এই শ্রেণিস্থ চিন্তকদিগের মতে সুরুচির নাম সৌন্দর্য্যের উপাসনা এবং কুরুচির

নাম কদর্য্য বস্তুতে প্রীতি। কাহারও মত এই যে, বয়ো-ভেদ হইতেই রুচিভেদ জন্মে। যেমন জীবনে দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে, রুচিতেও দিন দিন সেইরূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়া অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়। কিশোরবয়সে যাহা ভাল লাগিত, যৌবনে তাহা ভাল লাগে না; এবং যৌবনে যাহা প্রিয় বোধ হয়, পরিণত-বয়সে তাহা প্রিয় বোধ হয় না। অন্য এক শ্রেণির পণ্ডিতদিগের মতানুসারে শিক্ষাভেদে ভিন্ন রুচি-ভেদের কারণান্তর নাই। শিক্ষাপ্রভাবে মনুষ্য দেবতা, শিক্ষাবিরহে মনুষ্য পশু। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির রুচিবিষয়ক পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। উভয়েই সমান মনুষ্য। কিন্তু একজন অমৃতের জন্য লালায়িত; আর একজন, কর্দ্দম-নীর পান করিয়া, তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ও কৃতার্থ।

আমরা রুচি নামে পৃথক্ একটি মনোবৃত্তির অস্তিত্ব এবং বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য ও সুখ-সার উৎকর্ষের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা স্বীকার করি না। এইরূপ একই বৃত্তির সর্ব্ববিষয়ব্যাপকতা অনুমানসিদ্ধও নহে, এবং প্রমাণ দ্বারাও কোন প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে

না। চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকেই জ্ঞানেন্দ্রিয়। কিন্তু যাহা চক্ষুর বিষয়ীভূত, তাহা কখনও কর্ণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এবং জ্ঞানের যে তত্ত্ব ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহার সহিত চক্ষু ও কর্ণের কোন কালেও কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং, চক্ষু যদি শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে চক্ষুর কোন নিন্দা নাই; এবং কর্ণও যদি দেখিতে না পায়, তবে তাহা কর্ণের দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই কথা ছাড়া, আমরা প্রাগুক্ত আর কোন কথারই সম্পূর্ণ প্রতিবাদী নহি। তবে, আমাদিগের মতের সহিত এই এক বিশেষ বিভিন্নতা, আমরা উল্লিখিত কারণসমূহের কোন একটিকেই রুচি-ভেদের একমাত্র কারণ না বলিয়া, প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ একটি কারণ বলি, এবং সকল কারণের অভ্যন্তরে প্রকৃতি-ভেদকেই রুচিভেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। শিক্ষা বলিলে সংসর্গজন্য দোষগুণ তাহাতে আসিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষ তাহার অন্তর্গত হয় না;—এবং বয়ঃকালাদিজন্য অবস্থাবিশেষকে রুচির প্রণোদক বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য অথবা দুর্ব্বলতা তাহার অন্তর্গত হইলেও, শক্তি কিংবা শিক্ষার পার্থক্য

প্রভৃতি অতিপ্রধান কারণ-নিচয় তাহার মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না।/কিন্তু, প্রকৃতিভেদকে আদি কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে, সকলই তাহাতে আসিয়া পড়ে। প্রকৃতি যে সকল শক্তি প্রদান করেন, শিক্ষা তাহার বিকাশ জন্মায়, শিক্ষার অভাবে তাহা জড়তা প্রাপ্ত হয়; সংসর্গবিশেষে তাহা উন্মেষিত হইয়া থাকে, সংসর্গবিশেষে তাহা আবার বিপথগামী অথবা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শোক, দুঃখ ও হর্ষবিষাদজনিত মানসিক অবস্থা এবং বয়ঃকালাদিও প্রকৃতির উপর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। সুতরাং, শক্তিভেদ, শিক্ষা, সংসর্গ, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য, এবং অবস্থাভেদ প্রভৃতি যত প্রকার কারণ রুচির উন্নতি কি অবনতি বিষয়ে অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা করে, সমস্তই প্রকৃতিভেদরূপ এক মৌলিক কারণের অন্তর্ভূত।/

দুইটি লোক তুল্যরূপে ক্রীড়াসক্ত। তন্মধ্যে একজন তাসপাসা লইয়াই সময়ের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে ভাল বাসেন, আর একজন অস্ত্রের ঝন্ঝনা এবং অশ্বগজের কর্ণভেদি গর্জ্জন শুনিবার জন্য বালক সেকে-

ন্দর সার* মত প্রমত্ত হন। এ স্থলে শিক্ষাভেদ এই রুচিভেদের কারণ নহে। অবস্থার বিভিন্নতাকেও কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শোভানুভাবকতা প্রভৃতি বৃত্তিবিশেষেরও কোনরূপ কার্য্যকারিতা নাই। এখানে যথার্থ কারণ প্রাকৃতশক্তিভেদ। যিনি তাসপাসাতেই নিরুপম আনন্দ অনুভব করেন, এবং উহা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন, তিনি যে ধাতুতে গঠিত, সেকেন্দর সাহ সে ধাতুতে গঠিত নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে, তাহাতেই ক্রীড়া-প্রমোদঘটিত রুচিবিষয়েও এত প্রভেদ। যিনি যৌবনে মেরেঙ্গো, অস্তার্লিজ ও জিনা † প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্রে পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত ইউরোপ-ভূখণ্ডকে পদাঘাতে কম্পিত করিয়াছিলেন, তিনি যদি কৌমারে নবনীতকোমলা বালিকার মত

* ভুবন বিখ্যাত গ্রীক্ বীর ও বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজেণ্ডর-দি-গ্রেট। ইনি ইঁহার বয়সের প্রথম উন্মেষ হইতেই অশ্বের দোষ-গুণ-পরীক্ষা ও অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

† এই তিনটি স্থানে তিনটি লোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানের যুদ্ধেই বীর-চূড়ামণি বোনাপার্টি অলোক-সাধারণ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কন্দুকলীলাতেই ব্যাসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে মনো-বিজ্ঞানের সমস্ত কথাই মিথ্যা কথা বলিয়া সপ্রমাণ হইত। তাঁহার রুচি শৈশব সময় হইতেই কোন্ দিকে প্রধাবিত ছিল এবং তিনি কি লইয়া ক্রীড়াসহচরদিগের সহিত খেলা করিতেন এবং কিরূপ প্রমোদে সুখী হইতেন, তাহা তদীয় চরিতাখ্যায়কদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

মনুষ্যের প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে একটি অত্যাবশ্যকীয় কথা আমাদিগকে এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হই-য়াছে। নতুবা শক্তিভেদের সহিত রুচিভেদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যদি কাহাকেও শক্তিমান্ পুরুষ বলি, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, শক্তির যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই সেই একা-ধারে নিহিত রহিয়াছে। যে দুই বীরপুরুষের কৌমার-রুচির প্রসঙ্গ হইল, তাঁহারা এক বিষয়ে যেমন অসাধারণ শক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন, তেমন অনেক বিষয়ে নিতান্ত হীনশক্তি ছিলেন। আবার অনেকে প্রস্তাবিত বিষয়ে নিতান্ত নিকৃষ্টকল্পের লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, অন্যান্য বহুবিষয়ে অতীব প্রশংসনীয় ক্ষমতা ও রুচি-

শালিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে জনসন্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের শক্তিঘটিত এই নিয়ম সুন্দর-রূপে বুঝিতেন না, এবং বুঝিতেন না বলিয়াই রুচিভেদ সম্বন্ধে কোন কথা হইলে তর্কতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নানাবিধ ভ্রম-সঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পশ্চিমদিকে যাইতেও যে বলের আবশ্যক, পূর্ব্বদিকে যাইতেও যখন ঠিক্ সেই পরিমাণ বলই প্রচুর হইয়া থাকে, তখন যে বুদ্ধি যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ছিন্নবৃন্ত ফলের প্রস্খলন দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, সেই বুদ্ধিই যদি আর এক পথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ওথেলো * কি অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় অপূর্ব্বকাব্যও অনায়াসে বিরচিত হইত। কিন্তু বিচার এবং বহুদর্শন দ্বারা ইহা এইক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্যের ন্যায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবীয়শক্তি এক এবং অখণ্ড হইলেও বহুধা বিভক্ত এবং বহুধারাপ্রবাহিত। জগতের নিত্যপরীক্ষিত বৃত্তান্তচয়ও সর্ব্বথা এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষকতা করে।

* ওথেলো—মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত অতি প্রসিদ্ধ এক-খানি ইংরেজী নাটক।

কাহারও চক্ষু এবং বুদ্ধি সৌন্দর্য্যবিষয়ে এমন সুনিপুণ যে, তিনি উহার বিভেদ ও অনুভেদ সকল তিল তিল করিয়া ভাগ করিতে পারেন, এবং একখানি আলেখ্য-দর্শন করিলে, তাহার কোথায় কি গুণ এবং কোথায় কি দোষ আছে, তাহা দৃষ্টিপাতমাত্রই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন,—অথচ তাহার সঙ্গীতবিষয়িণী বুদ্ধি এত অল্প যে, তানসেন কি সুরিমিঞার গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারিণী ভুবনমোহিনী গীতলহরীও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি রূপের লীলাভঙ্গি এবং সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মভেদ বিষয়ে আলাপ কর, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তাঁহার ন্যায় সুরসিক ও সুরুচিবিশিষ্ট পুরুষ আর একটি সম্ভবে না। কিন্তু সঙ্গীতপ্রসঙ্গে কথা তুলিলে, তাঁহাকে তেমনই আবার অরসিক ও অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। দুর্জ্ঞেয় গণিততত্ত্বের অন্তস্তলে কত কি মধু সঞ্চিত রহিয়াছে! যাঁহারা স্বভাবতঃ গণিতবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা তাহা পান করিয়া ধ্যানরত তাপসের ন্যায় বিমোহিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি যাঁহাদিগেকে সে বুদ্ধি, সে শক্তি দেন নাই, তাঁহারা অন্য রসে রসিক হইলেও উহার প্রবেশদ্বারের রেখা সমূহকে নর-

কপাল-স্থিত অদৃষ্ট রেখার ন্যায় অপাঠ্য জ্ঞানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিযা চলিয়া যান। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইলে, শক্তিগত বিভিন্নতার এইরূপ আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু যাহা উদাহৃত হইল, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহার যে বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত শক্তি নাই, তাঁহার প্রকৃতিতে সে বিষয়ে রুচি থাকা নিতান্ত নিসর্গবিরুদ্ধ; আর যিনি যে বিষয়ে স্বভাবতঃ শক্তিসম্পন্ন, তিনি সে বিষয়ে স্বভাবতঃই অনুরক্ত ও রুচিবিশিষ্ট। যেমন শরীরের অঙ্গবিশেষে সামর্থ্য না থাকিলে, সেই অঙ্গসম্পর্কিত ব্যায়ামে ইচ্ছা অথবা আনন্দ বোধ হয় না, তেমন মনেরও বৃত্তিবিশেষে সমুচিত শক্তি না থাকিলে, সেই বৃত্তির পরিচালনায় তৃপ্তিলাভের প্রত্যাশা থাকে না।

একই শক্তির পরিমাণগত তারতম্যানুসারেও রুচির বৈচিত্র্য জন্মে। গায়কেরা সাধারণতঃ গীতবিদ্যাকে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ধ্রুপদ গুরুপাক, কষ্টসাধ্য এবং সংগীতের চরমোৎকর্ষ। খেয়াল কাঠিন্য ও কোমলতা এই উভয় মিশ্রিত; উহাতে রাগরাগিণীর ব্যাকরণ আছে, অথচ টপ্পারও একটু একটু

রস আছে। টপ্পা ফুলের মধু, সরবতের ন্যায় সুপক্ব, সুখ-পেয়, সহজসাধ্য। অনেকে গাইতে পারেন কিংবা গান শুনিয়া সুখী হন, কিন্তু টপ্পা পর্য্যন্তই তাঁহাদিগের শক্তির দৌড়। উহার ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতে হইলে তাঁহাদিগের পক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকে আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করেন। আর, যাঁহারা প্রকৃতির কৃপায় প্রধানশ্রেণির শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার শেষ শিখরে সমারূঢ় হইয়া এক অলৌকিক আনন্দ রসে নিমগ্ন হন। তাঁহারা কি সুখে সুখী হইলেন, অশক্ত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্নভূমিতে থাকিয়া, তাহা সংশয়াকুল বিস্ময়েব সহিত চিন্তা করেন। যাঁহারা আরও জড়বুদ্ধি, তাঁহারা উপহাস করেন। এইরূপ অনেকেরই চিন্তাশক্তি আছে। কিন্তু কাহারও চিন্তাশক্তি উচ্চ শ্রেণির,— প্রখর, বল-বিশিষ্ট এবং শ্রম-সহ। কাহারও চিন্তাশক্তি সুকুমার-তনু বালক অথবা স্ত্রীলোকের শাবীর-শক্তির মত,—দুর্ব্বল,শ্রম-বিমুখ এবং স্থৈর্য্যহীন। চিন্তাশক্তির এই মাত্রাগত প্রভেদ অনুসারে এই দুই শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যে অধ্যয়ন ও পাঠ্যনির্ব্বাচনাদি বিষয়ে কিরূপ রুচিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া উঠে,তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ?

শিক্ষা রুচিকে কিরূপ পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করে, তাহাব নিদর্শনবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। যে লৌহ-খণ্ড খনি হইতে এইমাত্র উত্তোলিত হইল, তাহাও লৌহ, এবং যাহা নিপুণ কারুকরের হস্তে পুনঃপুনঃ শোধিত ও পুনঃপুনঃ মার্জ্জিত হইযা, এইক্ষণ স্বকীয় প্রভায় রজত-প্রভাকেও পরিহাস করিতেছে, তাহাও লৌহ। কিন্তু উহাকে স্পর্শ কবিতেও লোকের অবজ্ঞা জন্মে, আর ইহা বীরের দৃপ্তবাহুতে, অমূল্যভূষণের ন্যায়, মণিমুক্তার সহিত বিলম্বিত হয়। অঙ্গার ও হীরক একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। অথচ উভয়ে কত অন্তর। লণ্ডনের সদ্বংশীয় সুশিক্ষিতা নবীনা এবং সাঁওতাল কি গারোজাতীয়া অশিক্ষিতা যুবতী প্রকৃতিতে পরস্পর বহু-দূরবর্ত্তিনী নহে। কিন্তু উভয়ের রুচিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কে ইহাদিগকে একজাতীয় জীব বলিয়া স্বীকাব করিতে পারে ? আভরণপ্রিয়তা উভয়েতেই সমান বলবতী, এবং উভয়েই সমান রূপাভিমানিনী। প্রশং-সাব কলকণ্ঠও উভয়কে সমানরূপে অভিভূত করে। তথাপি শিক্ষার শোধনী প্রক্রিয়ায় উভয়ে এইক্ষণ এই প্রভেদ জন্মিয়াছে যে, একটি সুর-লোক-বিহারিণী বিদ্যাধরী,

এবং আর একটি প্রকৃতপ্রস্তাবেই পিশাচের প্রণয়সহচরী। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উভয়শ্রেণিস্থ লোকই গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে তুল্য অনুরক্ত। কিন্তু সুশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম স্বর-সুধা কিংবা সুধালহরী,অশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম চীৎকার কি কণ্ঠকুর্দ্দন ;—সুশিক্ষিতসমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম বীণা বা পিয়ানো,অশিক্ষিতসমাজে বাদ্য যন্ত্রের নাম ঢক্কা কি ভগ্নকাংস,—সুশিক্ষিতসমাজে নৃত্যের নাম লাস্য কি লীলাতরঙ্গ,অশিক্ষিতসমাজে নৃত্যের নাম লম্ফ ঝম্ফ কিংবা প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ। কবিতায়ও এই-রূপ। সুশিক্ষিতেরা যেরূপ কবিতায় আদর করেন,তাহাতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকে, অথচ কলঙ্কের পঙ্ক দৃষ্ট হয় না ;—অলঙ্কার ও রস-মাধুরীর প্রাচুর্য্য থাকে, অথচ সে অলঙ্কার চক্ষুতে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় না, সে রস আত্মাকে আবিল করে না। পক্ষান্তরে, গ্রাম্যরুচিবিশিষ্ট অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অথবা নগরের অপশিক্ষিত অহম্মুখ যুবজনেরা যে কবিতা লইয়া প্রমত্ত হন, তাহাতে কল্পনা না থাকুক, কর্দ্দম থাকে, এবং রস ও অলঙ্কার না থাকুক, অতিকদর্য্য ঝাল ও ঝঙ্কার থাকে। কর্ণাটরাজমহিষী এইরূপ কবিদিগকে কপি বলিয়াছিলেন; বঙ্গে ইঁহাদিগকে কেহ কবিওয়ালা

বলে, এবং কেহ কবিকুলের কীর্ত্তিকণ্টক কিংবা কবিকুঞ্জের কাক বলে।

এই স্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি শিক্ষার এতই মাহাত্ম্য থাকিবে, তবে যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিযা লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন,তাঁহাদিগেব রুচিও অনেক সময় নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় কেন? তাঁহাদিগেব মধ্যে অনেকে, জ্বলন্তবহ্নিরূপিণী জনকনন্দিনীব পবিত্রকাহিনী শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, কোন কুল-কলঙ্কিনীব কুৎসিত জীবনচবিত শুনিবার জন্য অধীর হন; কোম্‌ট্‌ ও মিল্ প্রভৃতি মহামনস্বিদিগের গভীবচিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলিকে ভস্মস্তূপ বিবেচনায় একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, কতকগুলি অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য পুস্তক দিয়া সেইস্থান পূবণ করেন; এবং বাল্মীকি, ভবভূতি ও মিল্টন প্রভৃতি সাক্ষাৎ দেবোপম স্বর্গীয় কবিদিগেব কাব্যকলাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রির দ্বিপ্রহব পর্য্যন্ত, গুণমণির গুপ্তকথা অথবা ঐরূপ আর কিছু অস্পৃশ্য বস্তু লইয়াই অনিমেষলোচনে উপবিষ্ট থাকেন। এই রুচিবিকারের কারণ কি? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর,—শিক্ষার

অপূর্ণতা। যদি তাহা না মান, ইহার দ্বিতীয় উত্তর,—মানসিক শক্তির অপকৃষ্টতা। যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হও, তবে ইহার তৃতীয় এবং শেষ উত্তর,—প্রবৃত্তিবিশেষের অপ্রশংসনীয় ও অনিষ্টজনক প্রবলতা। প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোত যখন খরধারে প্রবাহিত হয়, তখন শিক্ষা, শক্তি ও সুরুচি সমস্তই,জোয়ারের জল-ধাবার মুখে বালুর রেখার ন্যায়, একবারে বিধৌত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ প্রবৃত্তিই রুচির উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ভাল হউক আর মন্দ হউক,স্ববিষয়ের অনুসরণ করা মনোবৃত্তি মাত্রেরই নৈসর্গিক ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের স্নেহ মমতা, ও দয়াবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবলা, তাঁহারা করুণ রসের কাব্য পড়িতেই ভালবাসেন এবং যে সকল দুঃখের কথায় দয়া উত্তেজিত হয়, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিয়া অজস্র অশ্রুমোচন করেন। তাঁহাদিগের নিকট পতিবিয়োগ-বিধুরা, ব্যাধ-ভয়-বিকলা, বন-চারিণী দময়ন্তীর বিলাপ,*দেস্‌দিমোনার মৃত্যুকালীন খেদ,পিঞ্জররুদ্ধা

*শেক্ষপীর প্রণীত অথেলো নামক নাটকের নায়িকা। জীবনের পরিণামফলে ভয়ানক পার্থক্য থাকিলেও, দেস্‌দিমোনার সহিত শকুন্তলার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই পতিনিগৃহীতা, অথচ উভয়েই পতিভক্তি ও পবিত্রপ্রীতির আদর্শরূপা।

রেবেকার* স্তম্ভিতমনস্তাপ, পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর শোক-রুদ্ধ সুকোমলকণ্ঠ যেরূপ হৃদ্য ও মনোহর; গুলেবকোয়ালীর গুপ্তপুষ্পকাননে গুপ্তপ্রেমালাপ, লায়লা ও মজনুর প্রেমঘটিত চতুরতা এবং আরব্য উপন্যাসের প্রণয়-কলহ কখনই তেমন বোধ হয় না। সেইরূপ, যাঁহাদিগের দয়া দুর্ব্বল, ধর্ম্মবুদ্ধি নিস্তেজ, শোভানুভাবকতা হীনপ্রভ, এবং অপরাপর উচ্চতর বৃত্তি অর্দ্ধবিকশিত, অথচ ভোগলালসাদি নিকৃষ্টবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, তাঁহারা রোমের রাজলীলা, কিংবা লুক্রিসিয়ার † বিড়ম্বনা, ডন জুয়ানের ¶ অপকীর্ত্তি,

* রেবেকা—স্কট্‌লণ্ড দেশীয় সুপরিচিত কবি স্যর ওয়াল্টার স্কটের আইভানহো নামক বিখ্যাত উপন্যাস-কাব্যের প্রধান নায়িকা। রেবেকার চরিত্রে পর-গুণানুরাগিণী প্রীতির চিরস্পৃহণীয় কোমলতা এবং চির-শুদ্ধচারিণী সতীর বজ্রকঠোর ভয়ঙ্কর দৃঢ়তা বিচিত্ররূপে মিশ্রিত। রেবেকা অপরিণীতা প্রেমিকাদিগের মধ্যে সীতা কিংবা সাবিত্রী। অগ্নির জলন্ত জিহ্বাও রেবেকার কুসুম-কোমল পাষাণ-কঠিন চিত্তকে প্রীতি ও পবিত্রতার পূজার্হ ব্রত হইতে রেখামাত্র পরিভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই।

† লুক্রিসিয়া,—রোমীয় ভদ্র মহিলা। ইঁহার ধর্ম্মনাশই টার্কুইন বংশীয় রোমক রাজাদিগের রাজ্যনাশের ইতিহাস।

¶ ডনজুয়ান—বিখ্যাত কবি বায়রণের এই নামনির্দ্দিষ্ট একখানি অপাঠ্য ও অপখ্যাত কাব্যের নায়ক।

কিংবা চতুর্থ জর্জ্জের চরিত্র-বর্ণন পাঠ করিয়া যেরূপ তৃপ্তি লাভ করেন, আর কিছুতে তাহা প্রাপ্ত হন না। যে দেশে যে সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যা নিতান্ত অধিক হয়, সে দেশে সেই সময়ে কুৎসিত কাব্যাদির সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ বাড়িয়া পড়ে,— কুরুচি সংক্রামক রোগের ন্যায় গৃহে গৃহে কিরূপ পরিব্যাপ্ত হয়, এবং সৎকবি ও সুলেখকবর্গ কিরূপ হতাদর হইয়া অন্ধকারে লুক্কায়িত রহেন, তাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশের সামাজিক ইতিহাস পাঠেই অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে।